সহজ

শরহে মিয়াতে আ'মেল

সহজ অনুবাদ, তারকীব ও ব্যাখ্যা

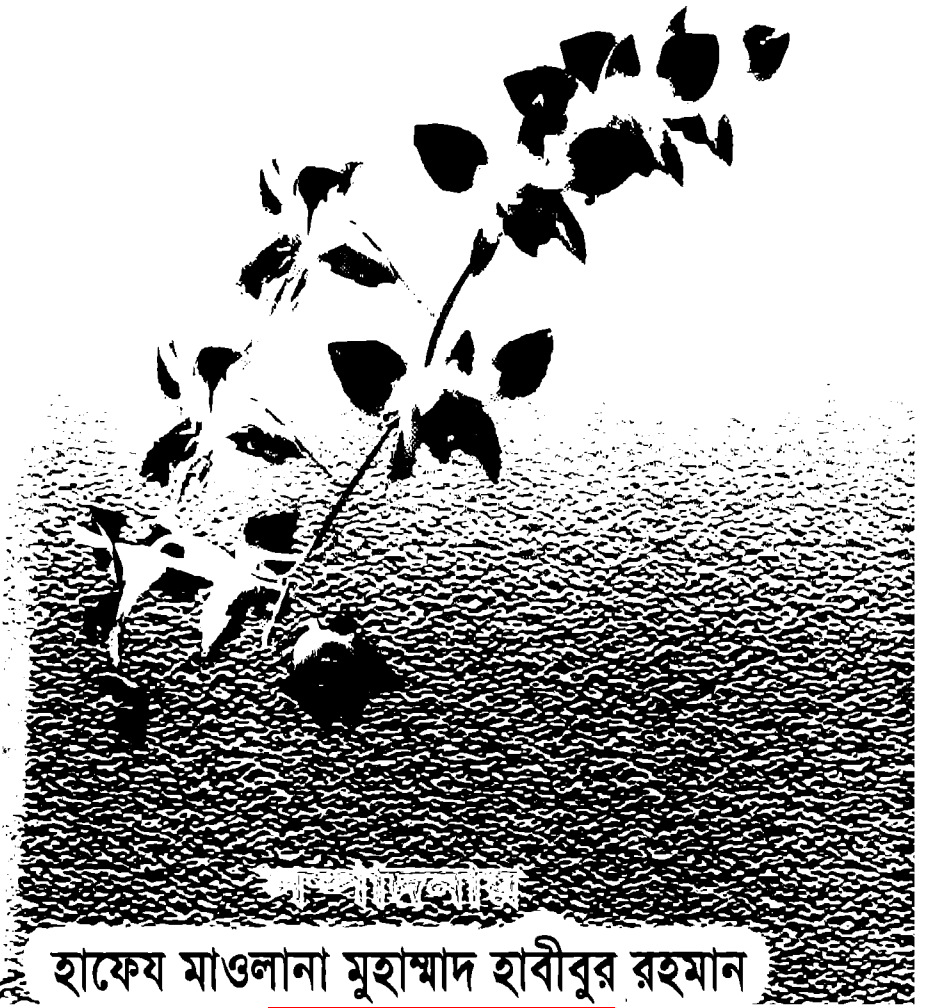

সম্পাদনায়

হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান

www.islamijindegi.com

প্রকাশক
মুহাম্মদ ব্রাদার্স
বাসা নং-২১৭, ব্লক ত, মীরপুর-১২
পল্লবী, ঢাকা। ফোন ৭১৬৫৪৭৭,
মোবাঃ ০১৭৬- ৮৫ ৭৭ ২৮

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রশ্নোত্তর সংস্করণ
মার্চ ২০০৫

মূল্য ঃ বায়াত্তর টাকা মাত্র।

কম্পিউটার কম্পোজ
আল কাউসার কম্পিউটার্স
মীরপুর-১২,পল্লবী, ঢাকা।

মূদ্রণ
আল-মদিনা প্রিন্টিং প্রেস
তাঁতী বাজার, ঢাকা।

প্রাপ্তিস্থান
দেশের সকল সম্ভ্রান্ত লাইব্রেরী সমূহ
www.islamijindegi.com

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

ভূমিকা

প্রশ্নঃ "মিয়াতে আমিল" ও "জুমাল" এর মুছান্নিফ রহ.এর জীবনী বর্ণনা কর ? ---------- ৩
প্রশ্ন ঃ "শরহে মিয়াতে আমেল"এর মুছান্নিফ রহ.এর জীবনী বর্ণনা কর ?---------- ৪
মিআতে আমেল (সংক্ষেপে একশত আমেল-এর বর্ণনা)---------- ৫
এক নজরে একশত আমেল ---------- ৬
প্রশ্নঃ ইলমে নাহব এর মধ্যে আমেল কতগুলি এবং কত প্রকার ও কি কি ? ---------- ২২
প্রশ্নঃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বাক্যটির তারকীব বল ? ---------- ২২
প্রশ্ন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ..... الكاملة এর তারকীব বল ? ---------- ২২
প্রশ্ন ঃ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى ..... اٰلِهِ الْمُجْتَبٰى এর তারকীব বল ? ---------- ২২
প্রশ্ন ঃ اِعْلَمْ اَنَّ الْعَوَامِلَ ..... مِأَةُ عَامِلٍ এর তারকীব বল ? ---------- ২৩
প্রশ্ন ঃ سَقَى اللّٰهُ ..... الخ এর তারকীব বল ? ---------- ২৪
প্রশ্ন ঃ لفظية ومعنوية এর তারকীব বল ? ---------- ২৪
প্রশ্ন ঃ فَاللَّفْظِيَّةُ مِنْهَا ..... قِيَاسِيَّةٌ এর তারকীব বল ?---------- ২৪
প্রশ্ন ঃ فَالسَّمَاعِيَّةُ ..... الخ এর তারকীব বল ?---------- ২৫

প্রথম প্রকার ঃ হরূফে জার

প্রশ্ন ঃ হরফে জার কাকে বলে ? এবং হরফে জার কি আ মল করে ?---------- ২৭
প্রশ্ন ঃ باء কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় ? ---------- ২৭
প্রশ্ন ঃ الصاق বা মিলিত হওয়া কয় ধরনের ও কি কি? ---------- ২৭
প্রশ্ন ঃ تعديه অর্থ কি ? উদাহরণ সহ বর্ণনা কর ?---------- ২৭
প্রশ্ন ঃ اَلنَّوْعُ الْاَوَّلُ حُرُوْفٌ تَجُرُّ الْاِسْمَ এর তারকীব বল ?---------- ২৮
প্রশ্ন ঃ فَقَطْ শব্দের তারকীব বল ? ---------- ২৮
প্রশ্নঃ تُسَمّٰى حُرُوْفًا جَارَّةً এর তারকীব বল ? ---------- ২৮
প্রশ্ন ঃ وَهِىَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفًا এর তারকীব বল ? ---------- ২৮
প্রশ্ন ঃ اَلْبَاءُ لِلْاِلْصَاقِ এর তারকীব বল ? ---------- ২৮
প্রশ্ন ঃ وَهُوَ اِتِّصَالُ الشَّيْئِ بِالشَّيْئِ اِمَّا حَقِيْقَةً وَاِمَّا مَجَازًا এর তারকীব বল ?--------- ২৯
প্রশ্ন ঃ نَحْوُ بِهٖ دَاءٌ এর তারকীব বল ? ---------- ২৯
প্রশ্ন ঃ نَحْوُ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ এর তারকীব বল ? ---------- ২৯
প্রশ্ন ঃ وَلِلْاِسْتِعَانَةِ نَحْوُ كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ এর তারকীব বল ? ---------- ৩০
প্রশ্ন ঃ وَقَدْ تَكُوْنُ لِلتَّعْلِيْلِ –এর তারকীব বল ? ---------- ৩০
প্রশ্ন ঃ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ الخ এর তারকীব বল ? ---------- ৩০

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ وَلِلْمُصَاحَبَةِ نَحْوُ اِشْتَرَيْتُ الْفَرَسَ بِسَرْجِهٖ এর তারকীব বল ? ---------------- ৩১
প্রশ্ন ঃ وَلِلتَّعْدِيَةِ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ এর তারকীব বল ? ---------- ৩১
প্রশ্ন ঃ وَلِلْمُقَابَلَةِ نَحْوُ اِشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ بِالْفَرَسِ এর তারকীব বল ?------------------ ৩২
প্রশ্ন ঃ لام কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং উহা কি কি বল ?-- ৩৪
প্রশ্ন ঃ مِنْ কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং উহা কি কি বল ?-- ৩৪
প্রশ্ন ঃ وَلِلْقَسَمِ نَحْوُ بِاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا এর তারকীব বল ?------------------------------- ৩৪
প্রশ্নঃ وَلِلْاِسْتِعْطَافِ نَحْوُ اِرْحَمْ بِزَيْدٍ এর তারকীব বল ? ----------------------------- ৩৫
প্রশ্নঃ وَلِلظَّرْفِيَّةِ نَحْوُ زَيْدٌ بِالْبَلَدِ এর তারকীব বল। ------------------------- ৩৫
প্রশ্নঃ وَلِلزِّيَادَةِ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ الخ এর তারকীব বল ? ---- ৩৬
প্রশ্ন ঃ وَاللَّامُ لِلْاِخْتِصَاصِ نَحْوُ الْجُلُّ لِلْفَرَسِ এর তারকীব বল ? ---------------------- ৩৬
প্রশ্ন ঃ وَلِلتَّمْلِيْكِ نَحْوُ اَلْمَالُ لِزَيْدٍ এর তারকীব বল ? --------------------------------- ৩৬
প্রশ্ন ঃ وَلِلزِّيَادَةِ نَحْوُ رَدِفَ لَكُمْ اَىْ رَدِفَكُمْ এর তারকীব বল ?---------------------- ৩৭
প্রশ্ন ঃ وَلِلتَّعْلِيْلِ نَحْوُ جِئْتُكَ لِاِكْرَامِكَ এর তারকীব বল ?---------------------------- ৩৭
প্রশ্ন ঃ وَلِلْقَسَمِ نَحْوُ لِلّٰهِ لَايُؤَخَّرُ الْاَجَلُ এর তারকীব বল ? ------------------------------ ৩৭
প্রশ্ন ঃ وَلِلْمُعَاقَبَةِ نَحْوُ لَزِمَ الشَّرُّ لِلشَّقَاوَةِ - এর তারকীব বল ? -------------- ৩৮
প্রশ্ন ঃ وَمِنْ وَهِىَ لِاِبْتِدَاءِ الْغَايَةِ نَحْوُ سِرْتُ مِنَ الخ এর তারকীব বল ? ------------- ৩৮
প্রশ্ন ঃ الى কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং উহা কি কি বল ?-- ৪০
প্রশ্ন ঃ وَلِلتَّبْيِيْنِ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ الخ এর তারকীব বল ? ৪০
প্রশ্ন ঃ وِلِلزِّيَادَةِ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى يَغْفِرْلَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ এর তারকীব বল ? ----- ৪১
প্রশ্ন ঃ وَاِلٰى لِاِنْتِهَاءِ الْغَايَةِ فِى الْمَكَانِ এর তারকীব বল -------------------------------- ৪১
প্রশ্ন ঃ نَحْوُ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ এর তারকীব বল ?--------------------- ৪১
প্রশ্ন ঃ وَلِلْمُصَاحَبَةِ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَاتَاْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ .... الخ এর তারকীব বল ? - ৪২
প্রশ্ন ঃ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاغْسِلُوْا ...... اَلْمَرَافِقِ এর তারকীব বল ? --------------- ৪৩
প্রশ্ন ঃ وَقَدْ لَايَكُوْنُ مَابَعْدَهَا دَاخِلًا فِىْ حُكْمِ الخ এর তারকীব বল ?----------------- ৪৩
প্রশ্নঃ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ এর তারকীব বল ? ------------ ৪৪
প্রশ্ন ঃ حَتّٰى কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং উহা কি কি বল ?--------------------------------------- ৪৬
প্রশ্ন ঃ وَحَتّٰى لِاِنْتِهَاءِ الْغَايَةِ فِى الزَّمَانِ এর তারকীব বল ?----------------------- ৪৬
প্রশ্ন ঃ نَحْوُ نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ এর তারকীব বল ?------------------------- ৪৬
প্রশ্ন ঃ نَحْوُ سِرْتُ الْبَلَدَ حَتَّى السُّوْقِ এর তারকীব বল ?--------------------------- ৪৬
প্রশ্ন ঃ وَلِلْمُصَاحَبَةِ نَحْوُ قَرَاْتُ وِرْدِىْ حَتَّى الدُّعَاءِ এর তারকীব বল ? -------------- ৪৭
প্রশ্নঃ وَمَا بَعْدَهَا قَدْ يَكُوْنُ دَاخِلًا فِىْ حُكْمِ مَا قَبْلَهَا الخ এর তারকীব বল? ---------- ৪৭
প্রশ্নঃ نَحْوُ اَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتّٰى رَاْسَهَا এর তারকীব বল ? ----------------------------- ৪৭
প্রশ্নঃ نَحْوِ الْمِثَالُ الْمَذْكُوْرُ এর তারকীব বল? -- ৪৮
প্রশ্নঃ وَهِىَ مُخْتَصَّةٌ بِالْاِسْمِ الظَّاهِرِ بِخِلَافِ اِلٰى فَلَا يُقَالُ حَتَّاهُ এর তারকীব বল ?-- ৪৮

প্রশ্ন ঃ عَلٰى শব্দটি কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং কি কি বল?---------- ৫০
প্রশ্ন ঃ عَنْ শব্দটি কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং কি কি বল?---------- ৫০
প্রশ্ন ঃ فِيْ শব্দটি কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং কি কি বল?। ---------- ৫০
প্রশ্ন ঃ وَعَلٰى لِلْاِسْتِعْلَاءِ نَحْوُ زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ এর তারকীব বল ? ------ ৫০
প্রশ্ন ঃ وَقَدْ تَكُوْنُ بِمَعْنَى الْبَاءِ نَحْوُ مَرَرْتُ عَلَيْهِ بِمَعْنٰى مَرَرْتُ بِهٖ এর তারকীব বল ? ৫১
প্রশ্ন ঃ وَقَدْ تَكُوْنُ بِمَعْنٰى فِيْ –এর তারকীব বল ? ---------- ৫২
প্রশ্ন ঃ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ اَىْ فِىْ سَفَرٍ এর তারকীব বল ?------- ৫২
প্রশ্ন ঃ وَعَنْ لِلْبُعْدِ وَالْمُجَاوَزَةِ نَحْوُ رَمَيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ এর তারকীব বল ?------- ৫২
প্রশ্নঃ وَفِى لِلظَّرْفِيَّةِ نَحْوُ اَلْمَالُ فِى الْكِيْسِ وَنَظَرْتُ فِى الْكِتَابِ এর তারকীব বল ? ------ ৫৩
প্রশ্ন ঃ وَلِلْاِسْتِعْلَاءِ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ র তারকীব বল ?---- ৫৩
প্রশ্ন ঃ كاف কয়টি অর্থে ব্যবহার হয় ?---------- ৫৫
প্রশ্ন ঃ مُنْذُ – مُذْ কয়টি অর্থে ব্যবহার হয় ? ---------- ৫৫
প্রশ্ন ঃ وَالْكَافُ لِلتَّشْبِيْهِ এর তারকীব বল ? ---------- ৫৫
প্রশ্ন ঃ اَلْكَافُ لِلتَّشْبِيْهِ – نَحْوُ زَيْدٌ كَالْاَسَدِ এর তারকীব বল ? ---------- ৫৫
প্রশ্ন ঃ وَقَدْ تَكُوْنُ زَائِدَةً –এর তারকীব বল ?---------- ৫৫
প্রশ্ন ঃ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ –এর তারকীব বল ? – ---------- ৫৬
প্রশ্ন ঃ وَقَدْ تَكُوْنُ بِمَعْنَى الْاِسْمِ এর তারকীব বল ? ---------- ৫৬
প্রশ্ন ঃ نَحْوُ يَضْحَكْنَ عَنْ كَالْبَرَدِ الْمُنْهَمِّ এর তারকীব বল ? ---------- ৫৬
প্রশ্নঃ وَمُذْ وَمُنْذُ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ فِى الزَّمَانِ الْمَاضِىْ এর তারকীব বল ?---------- ৫৭
প্রশ্ন ঃ نَحْوُ مَا رَاَيْتُهٗ مُذْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ اَوْمُنْذُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الخ এর তারকীব বল ?- ৫৭
প্রশ্ন ঃ وَقَدْ تَكُوْنَانِ بِمَعْنٰى جَمِيْعِ الْمُدَّةِ এর তারকীব বল ?---------- ৫৮
প্রশ্ন ঃ نَحْوُ مَا رَاَيْتُهٗ مُذْ يَوْمَيْنِ..... رُوَيْتِىْ اِيَّاهُ يَوْمَانِ এর তারকীব বল ? ------ ৫৮
প্রশ্ন ঃ رُبَّ কয়টি অর্থে ব্যবহার হয়?---------- ৬০
প্রশ্ন ঃ واو কয়টি অর্থে ব্যবহার হয়?---------- ৬০
প্রশ্ন ঃ تاء কয়টি অর্থে ব্যবহার হয়?---------- ৬০
প্রশ্ন ঃ وَرُبَّ لِلتَّقْلِيْلِ وَلَهَا صَدْرُ الْكَلَامِ – এর তারকীব বল ? ---------- ৬০
প্রশ্ন ঃ وَلَا يَكُوْنُ مَجْرُوْرُهَا اِلَّا نَكِرَةً مَوْصُوْفَةً এর তারকীব বল ? ---------- ৬১
প্রশ্ন ঃ وَلَا يَكُوْنُ مُتَعَلِّقُهَا اِلَّا..... نَحْوُ رُبَّ رَجُلٍ كَرِيْمٍ لَقِيْتُهٗ এর তারকীব বল ? --- ৬১
প্রশ্ন ঃ وَقَدْ تَدْخُلُ عَلَى الضَّمِيْرِ الْمُبْهَمِ وَلَا يَكُوْنُ تَمْيِيْزُهٗ الخ এর তারকীব বল ?------- ৬১
প্রশ্ন ঃ نَحْوُ رُبَّهٗ رَجُلًا جَوَادًا لَقِيْتُهٗ এর তারকীব বল ?---------- ৬২
প্রশ্ন ঃ وَقَدْ يَكُوْنُ لِلتَّكْثِيْرِ نَحْوُ رُبَّ مَالٍ صَرَفْتُهٗ এর তারকীব বল ? ---------- ৬২
প্রশ্ন ঃ وَالْوَاوُ لِلْقَسَمِ = এর তারকীব বল ? ---------- ৬২
প্রশ্ন ঃ وَهِىَ لَا تَدْخُلُ اِلَّا عَلٰى ..... نَحْوُ وَاللّٰهِ لَا شَرِبْتُ اللَّبَنَ এর তারকীব বল ? ------ ৬২
প্রশ্ন ঃ وَقَدْ تَكُوْنُ بِمَعْنٰى رُبَّ نَحْوُ وَعَالِمٍ يَعْمَلُ الخ এর তারকীব বল ? ---------- ৬৩

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ تَاللّٰهِ لَاَضْرِبَنَّ زَيْدًا এর তারকীব বল ? ---------- ৬৪
প্রশ্ন ঃ قسم এর জন্য কি প্রয়োজন ? جواب قسم এর শুরুতে কখন কি শব্দ সংযোগ করতে হয় ?---- ৬৫
প্রশ্নঃ اِعْلَمْ اَنَّهٗ لَابُدَّ لِلْقَسَمِ مِنَ الْجَوَابِ.....جُمْلَةً اِسْمِيَّةً এর তারকীব বল ? ---- ৬৬
প্রশ্ন ঃ فَاِنْ كَانَتْ .... وَجَبَ اَنْ تَكُوْنَ الخ এর তারকীব বল ? ---------- ৬৭
প্রশ্ন ঃ نَحْوُ وَاللّٰهِ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ الخ এর তারকীব বল ?---------- ৬৮
প্রশ্ন ঃ وَاِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا..... مِثْلُ وَاللّٰهِ الخ এর তারকীব বল ৬৯
প্রশ্ন ঃ وَوَاللّٰهِ لَا زَيْدٌ فِى الدَّارِ وَلَا..... وَوَاللّٰهِ اِنَّ زَيْدًا قَائِمًا এর তারকীব বল-------- ৭০
প্রশ্ন ঃ وَاِنْ كَانَ جَوَابُهٗ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً ..... مِثْلُ وَاللّٰهِ لَقَدْ قَامَ زَيْدٌ الخ এর তারকীব বল ৭১
প্রশ্নঃ যদি (جواب قسم) منفى (না বাচক) জুমলায়ে فعليه হয় এবং فعل ماضى হয়। -
তাহলে جواب قسم কে কি দিয়ে বাক্য শুরু করতে হয়? ---------- ৭২
প্রশ্ন ঃ وَاِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً فَاِنْ كَانَتْ.... كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا الخ এর তারকীব কর ?--- ৭৩
প্রশ্ন ঃ مِثْلُ وَاللّٰهِ مَاقَامَ زَيْدٌ = এর তারকীব বল ? ---------- ৭৪
প্রশ্ন وَاِنْ كَانَتْ فِعْلًا مُضَارِعًا.... مِثْلُ وَاللّٰهِ مَا اَفْعَلُ كَذَا এর তারকীব বল ? ---- ৭৫
প্রশ্ন ঃ وَقَدْ يَكُوْنُ جَوَابُ الْقَسَمِ مَحْذُوْفًا.... مِثْلُ ... اِنَّ زَيْدًا عَالِمٌ এর তারকীব বল ? -- ৭৬
প্রশ্ন ঃ عَدَا – خَلَا-حَاشَا কি অর্থে ব্যবহার হয়?---------- ৭৭
প্রশ্নঃ وَحَاشَا وَخَلَا وَعَدَا كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهَا لِلْاِسْتِثْنَاءِ এর তারকীব বল ?---------- ৭৮
প্রশ্ন ঃ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْاِسْمَ الْوَاقِعَ بَعْدَهَا يَكُوْنُ الخ এর তারকীব বল ? ---------- ৭৯
প্রশ্ন ঃ فَالْمِثَالُ الْمَذْكُوْرُ فِىْ مَعْنٰى جَاءَنِى الْقَوْمُ حَاشَا الخ এর তারকীব বল ? --- ৮০
প্রশ্ন ঃ وَاِذَا وَقَعَتْ خَلَا وَعَدَ اَبْعَدَ مَا এর তারকীব বল ? ---------- ৮১

দ্বিতীয় প্রকার ঃ الحروف المشبهة بالفعل

প্রশ্ন ঃ حروف مشبه بالفعل কয়টি ও কি কি এবং এই গুলি কোথায় কি আমল করে বল ? ---------- ৮২
প্রশ্ন ঃ اِنَّ ও اَنَّ কি অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয় ? ---------- ৮৩
প্রশ্ন ঃ كَاَنَّ কি অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয় ?---------- ৮৪
প্রশ্ন ঃ لٰكِنَّ কি অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং لٰكِنَّ কোন জায়গায় ব্যবহৃত হয়? ---------- ৮৫
প্রশ্ন ঃ اَلنَّوْعُ الثَّانِىْ اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ এর তারকীব বল ? ---------- ৮৬
প্রশ্ন ঃ وَهِىَ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَاِ وَالْخَبَرِ تَنْصِبُ الخ এর তারকীব বল ?---------- ৮৭
প্রশ্ন ঃ وَهِىَ سِتَّةُ حُرُوْفٍ اِنَّ وَاَنَّ وَهُمَا..... الْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ এর তারকীব বল ? ---------- ৮৮
প্রশ্ন ঃ وَبَلَغَنِىْ اَنَّ زَيْدًا مُنْطَلِقٌ اَىْ بَلَغَنِىْ الخ এর তারকীব বল ?---------- ৮৯
প্রশ্ন ঃ وَكَاَنَّ এর তারকীব বল ? ---------- ৯০
প্রশ্ন ঃ كَاَنَّ وَهِىَ لِلتَّشْبِيْهِ نَحْوُ كَاَنَّ زَيْدًا اَسَدٌ এর তারকীব বল ? ---------- ৯১
প্রশ্ন ঃ لٰكِنَّ وَهِىَ لِلْاِسْتِدْرَاكِ اَىْ لِدَفْعِ التَّوَهُّمِ الخ এর তারকীব বল ? ---------- ৯২
প্রশ্ন ঃ وَلِهٰذَا لَايَقَعُ اِلَّا بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ الخ এর তারকীব বল ? ---------- ৯৩
প্রশ্ন ঃ مِثْلُ غَابَ زَيْدٌ لٰكِنَّ .... وَمَا جَاءَنِىْ زَيْدٌ لٰكِنَّ عَمْرًوا جَاءَنِىْ এর তারকীব বল ?---- ৯৪
প্রশ্ন ঃ لَعَلَّ ও لَيْتَ কি অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয় ? ---------- ৯৫

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ تَرَجِّيْ ও تَمَنِّيْ এর মধ্যে পার্থক্য কি? ---------- ৪৭
প্রশ্ন ঃ উক্ত হরফ গুলি তাদের আমল হতে কখন বিরত থাকে ? ---------- ৪৮
প্রশ্ন ঃ وَخَامِسُهَا لَيْتَ وَهِيَ لِلتَّمَنِّيْ مِثْلُ .... قِيَامَهْ এর তারকীব বল ? ---------- ৪৮
প্রশ্ন ঃ وَلَعَلَّ এর তারকীব বল ?---------- ৪৯
প্রশ্ন ঃ وَهِيَ لِلتَّرَجِّيْ مِثْلُ لَعَلَّ السُّلْطَانَ الخ এর তারকীব বল ? ---------- ৪৯
প্রশ্ন ঃ وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّمَنِّيْ وَالتَّرَجِّيْ اَنَّ..... مِثْلُ لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ এর তারকীব বল ? ------ ৪৯
প্রশ্ন ঃ وَالتَّرَجِّيْ مَخْصُوْصٌ ..... فَلَا يُقَالُ لَعَلَّ الشَّبَابَ يَعُوْدُ এর তারকীব বল ? ---------- ৫০
প্রশ্ন ঃ وَتَدْخُلُ مَا الْكَافَّةُ عَلٰى جَمِيْعِهَا فَتَكُفُّهَا عَنِ الْعَمَلِ এর তারকীব বল ?---- ৫০
প্রশ্ন ঃ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّمَا..... زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ এর তারকীব বল ? ---------- ৯৯

তৃতীয় প্রকার ঃ مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ

প্রশ্ন ঃ لَا ও مَا কার সাথে সামঞ্জস্য রাখে এবং কি আমল করে ---------- ৯৩
প্রশ্ন ঃ لَا ও مَا দুটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পার্থক্য কি? ---------- ৯৩
প্রশ্ন ঃ اَلنَّوْعُ الثَّالِثُ مَاوَلَا..... اَلْاِسْمُ وَتَنْصِبَانِ الْخَبَرَ এর তারকীব বল ?---------- ৯৪
প্রশ্ন ঃ نَحْوَ مَا زَيْدٌ قَائِمًا وَلَارَجُلَ كَرِيْمًا এর তারকীব বল ? ---------- ৯৪
প্রশ্ন ঃ وَتَدْخُلُ مَا عَلَى الْمَعْرِفَةِ ..... وَلَا رَجُلَ ظَرِيْفًا এর তারকীব বল ?---------- ৯৫
প্রশ্ন ঃ وَلَاتَدْخُلُ لَا اِلَّا عَلٰى..... نَحْوَ لَا رَجُلَ ظَرِيْفًا এর তারকীব বল ? ---------- ৯৫

চতুর্থ প্রকারঃ اَلنَّوْعُ الرَّابِعُ حُرُوْفٌ تَنْصِبُ الْاِسْمَ

প্রশ্ন ঃ اَلنَّوْعُ الرَّابِعُ حُرُوْفٌ تَنْصِبُ الْاِسْمَ وَهِيَ سَبْعَةُ اَحْرُفٍ এর তারকীব বল? ------ ৯৫
প্রশ্ন ঃ وَهِيَ بِمَعْنٰى مَعَ نَحْوُ اِسْتَوَى الْمَاءُ وَالْخَشَبَةَ এর তারকীব বল ? ---------- ৯৫
প্রশ্ন ঃ ইসিমকে নসব প্রদানকারী হরফ কয়টি ও কি কি ? ---------- ৯৬
প্রশ্ন ঃ مُسْتَثْنٰى কত প্রকার ও কি কি ? ---------- ৯৬
প্রশ্ন ঃ وَهِيَ لِلْاِسْتِثْنَاءِ وَهُوَ مُتَّصِلٌ اَوْ مُنْقَطِعٌ ..... اِلَّا حِمَارًا এর তারকীব বল ?----- ৯৬
প্রশ্ন ঃ مُنَادٰى- কাকে বলে এবং হরফে নেদা কয়টি এবং কি আমল করে বল ?---------- ৯৭
প্রশ্ন ঃ وَيَا وَهِيَ لِنِدَاءِ الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ এর তারকীব বল ? ---------- ৯৮
প্রশ্ন ঃ وَاَيَا وَهَيَا وَهَمَا لِنِدَاءِ الْبَعِيْدِ এর তারকীব বল ?---------- ৯৮
প্রশ্ন ঃ وَاَىْ وَالْهَمْزَةُ الْمَفْتُوْحَةُ وَهُمَا لِنِدَاءِ الْقَرِيْبِ এর তারকীব বল ? ---------- ৯৮
প্রশ্ন ঃ وَهٰذِهِ الْحُرُوْفُ الْخَمْسَةُ .... مُضَافًا اِلٰى اِسْمٍ اٰخَرَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ الخ এর তারকীব বল ? ৯৯
প্রশ্ন ঃ مِثْلُ يَازَيْدُ وَيَا رَجُلُ এর তারকীব ---------- ১০০

পঞ্চম প্রকার ঃ اَلنَّوْعُ الْخَامِسُ حُرُوْفٌ تَنْصِبُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ

প্রশ্ন ঃ ফে'লে মুযারে'কে নসব প্রদানকারী হরফ কয়টি ও কি কি ?---------- ১০২
প্রশ্ন ঃ لَنْ - শব্দটি কি জন্য ব্যবহৃত হয় এবং لَنْ শব্দটি মূলত কি ছিল ?---------- ১০২
প্রশ্ন ঃ كَيْ - শব্দটি কি জন্য ব্যবহৃত হয় ? ---------- ১০২

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ اِذَنْ শব্দটি কি জন্য ব্যবহৃত হয় ?---------- ১০৩
প্রশ্ন ঃ اَلنَّوْعُ الْخَامِسُ حُرُوْفٌ تَنْصِبُ .... وَهِيَ اَرْبَعَةٌ ..... وَاِذَنْ এর তারকীব বল ?----- ১০৩
প্রশ্ন ঃ فَاَنْ لِلْاِسْتِقْبَالِ এর তারকীব বল ? ---------- ১০৩
প্রশ্ন ঃ وَاِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِيْ..... وَاَنْ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ এর তারকীব বল ? ---------- ১০৩
প্রশ্ন ঃ وَتُسَمّٰى هٰذِهِ مَصْدَرِيَّةً এর তারকীব বল ? ---------- ১০৪
প্রশ্ন ঃ وَلَنْ لِتَاكِيْدِ نَفْيِ الْمُسْتَقْبَلِ مِثْلُ لَنْ تَرَانِيْ এর তারকীব বল ?---------- ১০৪
প্রশ্ন ঃ وَاَصْلُهَا لَا اَنْ عِنْدَ الْخَلِيْلِ ..... فَبَقِيَتْ لَنْ এর তারকীব বল ? ---------- ১০৫
প্রশ্ন ঃ وَكَيْ لِلسَّبَبِيَّةِ اَيْ يَكُوْنُ مَاقَبْلَهَا سَبَبًا..... لِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ এর তারকীব বল ? - ১০৫
প্রশ্ন ঃ وَاِذَنْ لِلْجَوَابِ وَالْجَزَاءِ..... فِيْ جَوَابِ مَنْ قَالَ الخ এর তারকীব বল ? ------ ১০৬

اَلنَّوْعُ السَّادِسُ حُرُوْفٌ تَجْزِمُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ ষষ্ঠ প্রকার ঃ

প্রশ্নঃ ফে'লে মুযারে'কে জযম প্রদানকারী হরফ কয়টিও কি? কি?---------- ১০৯
প্রশ্নঃ لَمْ কি আমল করে বল?---------- ১০৯
প্রশ্নঃ لَامُ الْاَمْرِ কি আমল করে বল?---------- ১০৯
প্রশ্ন ঃ اَلنَّوْعُ السَّادِسُ حُرُوْفٌ تَجْزِمُ الْفِعْلَ..... ولام الخ এর তারকীব বল ? ---- ১০৯
প্রশ্ন ঃ فَلَمْ تَجْعَلُ الْمُضَارِعَ مَاضِيًا مَنْفِيًّا.... بِمَعْنٰى مَاضَرَبَ এর তারকীব বল ?----- ১১০
প্রশ্ন ঃ وَلَمَّا مِثْلُ لَمْ لٰكِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِالْاِسْتِغْرَاقِ .... اَيْ ضَرَبَ زَيْدٌ الخ এর তারকীব বল ?- ১১০
প্রশ্ন ঃ وَلَامُ الْاَمْرِ وَهِيَ لِطَلَبِ الْفِعْلِ اِمَّاعَنِ ..... مِثْلُ لِيَضْرِبْ এর তারকীব বল ? ----- ১১১
প্রশ্নঃ لَا النَّهْيِ কি আমল করে ? ---------- ১১৩
প্রশ্ন ঃ وَلَا النَّهْيِ وَهِيَ ضِدُّ لَامِ الْاَمْرِ الخ এর তারকীব বল ? ---------- ১১৩
প্রশ্ন ঃ مِثْلُ لَايَضْرِبْ وَلَاتَضْرِبْ وَلَااَضْرِبْ ..... وَالْمُخَاطَبِ الخ এর তারকীব বল -- ১১৪
প্রশ্ন ঃ وَاِنْ وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ এর তারকীব বল ?---------- ১১৪
প্রশ্ন ঃ وَالْجُمْلَةُ الْاُوْلٰى تَكُوْنُ فِعْلِيَّةً وَالثَّانِيَةُ الخ এর তারকীব বল ? ---------- ১১৫
প্রশ্ন ঃ وَتُسَمَّى الْاُوْلٰى شَرْطًا وَالثَّانِيَةُ جَزَاءً এর তারকীব বল?---------- ১১৫
প্রশ্ন ঃ فَاِنْ كَانَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ اَوِ الشَّرْطُ الخ এর তারকীব বল ? ---------- ১১৫
প্রশ্ন ঃ مِثْلُ اِنْ تَضْرِبْ اَضْرِبْ وَاِنْ تَضْرِبْ ضَرَبْتُ والخ এর তারকীব বল ? ---------- ১১৬

اَلْاَسْمَاءُ الْجَازِمَةُ لِلْفِعْلِ الْمُضَارِعِ সপ্তম প্রকার ঃ

প্রশ্ন ঃ ফে'লে মুযারে'কে জযম প্রদানকারী ইসম কয়টিও কি কি? ---------- ১১৮
প্রশ্ন ঃ اَلنَّوْعُ السَّابِعُ اَسْمَاءٌ تَجْزِمُ الْفِعْلَ الخ এর তারকীব বল ? ---------- ১১৮
প্রশ্ন ঃ وَتَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلَيْنِ এর তারকীব বল ? ---------- ১১৯

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন : وَهِيَ تِسْعَةُ اَسْمَاءٍ مَنْ وَمَا وَاَيٌّ وَمَتٰى والخ এর তারকীব বল ? -------------- ১১৯
প্রশ্ন : وَيَكُوْنُ الْفِعْلُ الْاَوَّلُ ....وَالثَّانِيْ الخ এর তারকীব বল ? -------------------------- ১১৯
প্রশ্ন : فَاِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مُضَارِعَيْنِ اَوْ كَانَ الخ এর তারকীব বল ? ------------------ ১১৯
প্রশ্ন : فَمَنْ وَهُوَ لَايُسْتَعْمَلُ اِلَّافِيْ ذَوِى الْعُقُوْلِ এর তারকীব বল ? ---------------- ১২০
প্রশ্ন : نَحْوُ مَنْ يُكْرِمْنِيْ اُكْرِمْهُ اَيْ اِنْ يُكْرِمْنِيْ زَيْدٌالخ এর তারকীব বল ? ------------- ১২০
প্রশ্নঃ مَا-مَتٰى- اَيْنَمَا কি আমল করে ? -- ১২১
প্রশ্ন : وَمَا وَهُوَ لَايُسْتَعْمَلُ اِلَّا .....نَحْو مَا تَشْتُر الخ এর তারকীব বল ? ----------- ১২২
প্রশ্ন : وَاَيٌّ وَهُوَ لَايُسْتَعْمَلُ اِلَّا ....وَتَلْزَمُهُ الْاِضَافَةُ...مِثْلُ اَيُّهُمْ..الخ এর তারকীব বল ' ১২২
প্রশ্ন : وَمَتٰى وَهُوَ لِلزَّمَانِ .... مِثْلُ مَتٰى تَذْهَبْ الخ এর তারকীব লিখ ?---- ১২৩
প্রশ্ন : وَاَيْنَمَا وَهُوَ لِلْمَكَانِ مِثْلِ اَيْنَمَا الخ এর তারকীব বল ? ---------------------- ১২৫
প্রশ্ন : وَاَنّٰى وَهُوَ اَيْضًا لِلْمَكَانِ مِثْل اَنّٰى تَكُنْ الخ এর তারকীব বল ? -------------- ১২৬
প্রশ্ন : وَاِذْمَا وَهُوَ يُسْتَعْمَلُ فِيْ غَيْرِ ...... مُضَارِعًا دُوْنَ الخ এর তারকীব বল ? ১২৬

অষ্টম প্রকার اَلنَّوْعُ الثَّامِنُ اَلْاَسْمَاءُ النَّاصِبَةُ لِلنَّكِرَةِ

প্রশ্নঃ اسم نكره কে নছব প্রদান কারী ইসম কয়টিও কি কি ?----------------------------------- ১২৯
প্রশ্নঃ مميز ও تميز ব্যবহারের নিয়ম কি? --- ১২৯
প্রশ্ন : اَلنَّوْعُ الثَّامِنُ اَسْمَاءٌ تَنْصِبُ الْاَسْمَاءَ .....وَهِيَ اَرْبَعَةُ اَسْمَاءٍ এর তারকীব বল ? --- ১২৯
প্রশ্ন : اَلْاَوَّلُ لَفْظُ عَشَرَاَوْ عِشْرُوْنَ اَوْ ثَلٰثُوْنَ او الخ এর তারকীব বল ? --------------- ১৩০
প্রশ্ন : اِذَا رُكِّبَ مَعَ اَحَدٍ اَوْ اِثْنَيْنِ اَوْ ثَلَاثٍ الخ এর তারকীব বল ? ------------------ ১৩০
প্রশ্ন : فَاِنْ كَانَ الْمُمَيِّزُ مُذَكَّرًا فَطَرِيْقُ التَّرْكِيْبِ الخ এর তারকীব বল ?---------- ১৩০
প্রশ্ন : وَاِنْ كَانَ مُؤَنَّثًا فَتَقُوْلُ اِحْدٰى عَشَرَةَ الخ এর তারকীব বল ? ----------------- ১৩১
প্রশ্নঃ وَاحِدٌ এবং اِثْنَانِ ব্যতীত تِسْعٌ পর্যন্ত বাকী সংখ্যা গুলিকে عَشَرٌ এর সাথে যুক্ত করার নিয়ম কি?------ ১৩২
প্রশ্ন : وَطَرِيْقُ تَرْكِيْبِ غَيْرِهِمَا اِلٰى تِسْعِ الخ এর তারকীব বল ? ------------------- ১৩৩
প্রশ্ন : وَفِي الْمُؤَنَّثِ ثَلٰثَ عَشَرَةَ اِمْرَاَةً وَاربعَ الخ এর তারকীব বল ? --------------- ১৩৩
প্রশ্নঃ واحد (এক) اثنين (দুই) থেকে تسع (নয়) পর্যন্ত (একক) সংখ্যাগুলিকে عشرين (বিশ) থে ১৩৫
কে تِسْعِيْنَ (নব্বই) পর্যন্ত সমজাতীয় সংখ্যাগুলির সাথে হরফে আত্‌ফের মাধ্যমে সংযুক্ত করার নিয়ম কি?----- ১৩৫
প্রশ্ন : كَمْ শব্দটি কত প্রকার এবং কি আমল করে ? -- ১৩৭
প্রশ্ন : كَاَيِّنْ শব্দটি কত প্রকার এবং কি আমল করে ? ------------------------------------- ১৩৭
প্রশ্নঃ كَذَا শব্দটি কত প্রকার এবং কি আমল করে ? --- ১৩৭
প্রশ্ন : مِثْلُ كَمْ رَجُلًا ضَرَبْتَهُ এর তারকীব বল ? ------------------------------------ ১৩৮
প্রশ্ন : اِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَضَمِّنًا لِمَعْنَى الْاِسْتِفْهَامِ এর তারকীব বল ? --------------- ১৩৮

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন : مِثْلُ كَمْ عِنْدِيْ رَجُلًا এর তারকীব বল ? ---------- ১৩৮
প্রশ্ন : وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ كَافِ التَّشْبِيْهِ وَاَيٍّ لٰكِنَّ الخ এর তারকীব বল ? ---------- ১৩৮
প্রশ্ন : مِثْلُ كَاَيِّنْ رَجُلًا لَقِيْتُ এর তারকীব বল ? ---------- ১৩৮
প্রশ্নঃ مِثْلُ عِنْدِيْ كَذَا رَجُلًا এর তারকীব বল ? ---------- ১৩৯

নবম প্রকারঃ اَسْمَاءُ الْاَفْعَالِ

প্রশ্নঃ আসমায়ে আফআল কে আসমায়ে আফআল নাম রাখার কারণ কি ---------- ১৪১
প্রশ্নঃ আসমায়ে আফআল কয়টি ওকি কি? কয়টি امرحاضر এর অর্থ দেয় এবং কি আমল করে ? ----- ১৪১
প্রশ্ন : وَاِنَّمَا سُمِّيَتْ بِاَسْمَاءِ الْاَفْعَالِ مِثْلُ الخ এর তারকীব বল ? ---------- ১৪২
প্রশ্নঃ اَسْمَاءُ الْاَفْعَالِ থেকে কয়টি فعل الماضى এর অর্থ দেয় এবং কি আমল করে? --- ১৪৩
প্রশ্ন : قَدْ جَاءَتْ فِيْهَا ثَلٰثُ لُغَاتٍ এর তারকীব বল ? ---------- ১৪৪
প্রশ্ন : هَاءْ بسكون الهمزة এর তারকীব বল ? ---------- ১৪৪
প্রশ্ন : وَلَابُدَّ لِهٰذِهِ الْاَسْمَاءِ مِنْ فَاعِلٍ مُخَاطَبٍ এর তারকীব বল ? ---------- ১৪৪

দশম প্রকারঃ الافعال الناقصة

প্রশ্নঃ الافعال الناقصة (অসমাপিকা ক্রিয়া) এগুলির নাম কেন الافعال الناقصة রাখা হয়েছে এবং এ গুলি কি আমল করে? ---------- ১৪৬
প্রশ্নঃ كَانَ কি আমল করে ? ---------- ১৪৭
প্রশ্ন : وَاِنَّمَا سُمِّيَتْ نَاقِصَةً لِاَنَّهَا لَاتَكُوْنُ الخ এর তারকীব বল ? ---------- ১৪৭
প্রশ্ন : مِثْلُ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِهِمْ كَانَ زَيْدًا এর তারকীব বল ? ---------- ১৪৮
প্রশ্ন : وَحِيْنَئِذٍ لَاتَعْمَلُ এর তারকীব বল ? ---------- ১৪৮
প্রশ্ন : سَوَاءٌ كَانَ مُمْكِنَ الْاِنْقِطَاعِ اَوْمُمْتَنِعَ الخ এর তারকীব বল ? ---------- ১৪৮
প্রশ্ন : مِثْلُ كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا এর তারকীব বল ? ---------- ১৪৮
প্রশ্ন : صَارَ শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয় ? ---------- ১৪৯
প্রশ্ন : وَقَدْ تَكُوْنُ تَامَّةً بِمَعْنٰى الْاِنْتِقَالِ مِنْ مَكَانٍ এর তারকীব বল ? ---------- ১৫০
প্রশ্ন : نَحْوُ صَارَ زَيْدٌ مِنْ بَلَدٍ اِلٰى بَلَدٍ এর তারকীব বল ? ---------- ১৫০
প্রশ্নঃ اَمْسٰى-اَضْحٰى-اَصْبَحَ এ তিনটি শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হয়? ---------- ১৫২
প্রশ্নঃ উক্ত শব্দগুলি কি কোন সময় تَامَّه ও হয়? ---------- ১৫২
প্রশ্ন : فَهٰذِهِ الثَّلٰثَةُ لِاقْتِرَانِ مَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ الخ এর তারকীব বল ? ---------- ১৫২
প্রশ্নঃ ظَلَّ ও بَاتَ এ শব্দ দুটি কি আমল করে ? ---------- ১৫৪
প্রশ্ন : مَادَامَ শব্দটি কি আমল করে এবং কি অর্থ প্রকাশ করে ? ---------- ১৫৪
প্রশ্ন : وَهُوَ لِتَوْقِيْتِ شَيْئٍ بِمُدَّةِ ثُبُوْتِ এর তারকীব বল ? ---------- ১৫৪

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ اِجْلِسْ مَادَامَ زَيْدٌ جَالِسًا وَزَيْدٌ قَائِمٌ مَادَالخ এর তারকীব বল ? ---------- ১৫৫
প্রশ্নঃ مَافَتِئَ مَا انْفَكَّ - مَابَرِحَ - مَازَالَ কি জন্য ব্যবহৃত হয় ? ---------- ১৫৬
প্রশ্ন ঃ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هٰذِهِ الْاَفْعَالِ الْاَرْبَعَةِ এর তারকীব বল? ---------- ১৫৬
প্রশ্নঃ لَيْسَ কি জন্য ব্যবহৃত হয় ? ---------- ১৫৮
প্রশ্ন ঃ افعال ناقصه এর খবর কে তার ইসম এর উপর মুকাদ্দম করা জায়েজ আছে কি ? ---------- ১৫৮
প্রশ্ন ঃ وَقَالَ بَعْضُهُمْ تَقْدِيْمُ الْاَخْبَارِ এর তারকীব বল ? ---------- ১৫৮
প্রশ্ন ঃ وَاعْلَمْ اَنَّ حُكْمَ مُشْتَقَاتِ هٰذِهِ الْاَفْعَالِ كَحُكْمِ الخ এর তারকীব বল ? ------ ১৫৯

একাদশতম প্রকারঃ الافعال المقاربة

প্রশ্ন ঃএই فعل গুলো কে افعال مقاربه নাম করণের কারণ কি? এবং افعال مقابه কয়টি ও কি কি ?------ ১৬০
প্রশ্ন ঃ عسى কয় প্রকার আমল করে এবং কি অর্থ প্রকাশ করে বল ? ---------- ১৬১
প্রশ্ন ঃ نَحْوُ عَسٰى زَيْدٌ اَنْ يَخْرُجَ এর তারকীব বল ? ---------- ১৬১
প্রশ্ন ঃ عَسٰى এর খবর তার ইসম অনুযায়ী হওয়া জরুরী কি না ? ---------- ১৬৩
প্রশ্ন ঃ كَادَ কি আমল করে ?---------- ১৬৪
প্রশ্ন ঃ كَرُبَ কি আমল করে ?---------- ১৬৫
প্রশ্ন ঃ اَوْشَكَ কি আমল করে ? ---------- ১৬৫
প্রশ্ন ঃ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ اَفْعَالَ الْمُقَارَبَةِ سَبْعَةٌ এর তারকীব বল ? ---------- ১৬৫

দ্বাদশতম প্রকারঃ اَفْعَالُ الْمَدْحِ وَ الذَّمِّ

প্রশ্ন ঃ افعال مدح ذم কয়টি ও কি কি ? ---------- ১৬৬
প্রশ্ন ঃ نِعْمَ শব্দটি মূলতঃ কি ছিল এবং কি ভাবে نِعْمَ হয়েছে ? ---------- ১৬৬
প্রশ্ন ঃ তার فاعل টি কেমন হয় ? ---------- ১৬৭
প্রশ্ন ঃ مَخْصُوْصٌ بِالْمَدْحِ কে কখন হযফ করা হয় ? ---------- ১৬৭
প্রশ্ন ঃ مَخْصُوْصٌ بِالْمَدْحِ হওয়ার জন্য শর্ত কি ? ---------- ১৬৮
প্রশ্ন ঃ بِئْسَ শব্দটি মূলতঃ কি ছিল এবং কি ভাবে بِئْسَ হয়েছে , এর فاعل এর ব্যবহারের নিয়ম কি ?-- ১৬৯
প্রশ্ন ঃ حَبَّذَا শব্দটি মূলতঃ কি ছিল এবং কিভাবে حبذا হয়েছে ? ---------- ১৭১

ত্রয়োদশতম প্রকারঃ افعال اليقين والشك

প্রশ্ন ঃ افعال القلوب কয়টি এবং এ গুলি কি আমল করে ?---------- ১৭৩
প্রশ্ন ঃ افعال القلوب এর নাম করণের কারণ কি ?---------- ১৭৩
প্রশ্ন ঃ عَلِمْتُ আর কি অর্থে ব্যবহৃত হয় ? ---------- ১৭৪
প্রশ্ন ঃ এই فعل গুলি কখন একটি مفعول এর দিকে متعدى হয় এবং কখন দুই مفعول এর দিকে হ ১৭৫
প্রশ্ন ঃ مِثْلُ عَلِمْتُ زَيْدًا اَمِيْنًا এর তারকীব বল ? ---------- ১৭৫

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى এর তারকীব বল ? ---------- ১৭৫
প্রশ্ন ঃ এ সকল فعل এর ক্ষেত্রে এক مفعول এর উপর সীমাবদ্ধ করা জায়েজ নাই কেন ? ---------- ১৭৭
প্রশ্ন ঃ এই فعل গুলি কখন তিন مفعول এর দিকে متعدى হয় ? ---------- ১৭৮
প্রশ্ন ঃ এই সকল فعل এর আমল কখন বাতিল করে দেওয়া জায়েয আছে ?---------- ১৭৮
প্রশ্ন ঃ এই فعل গুলি কখন তিন مفعول এর দিকে متعدى হয় ? ---------- ১৭৮

কিয়াসী আমেল সাতটি ঃ اَلْعَوَامِلُ الْقِيَاسِيَّةُ

প্রশ্ন ঃ عَوَامِل قِيَاسِيَّه কয়টি ও কি কি ? ---------- ১৮০
প্রশ্ন ঃفعل কি আমল করে ? ---------- ১৮০
প্রশ্ন ঃ مصدر কাকে বলে ? ---------- ১৮১
প্রশ্ন ঃ مصدر আসল না فعل আসল ? এই ব্যাপারে নাহুবিদগণের মতবিরোধ কি এবং
কোনটি তুলনা মূলক সঠিক বল ? ---------- ১৮১
প্রশ্ন ঃ مصدر কি আমল করে ? ---------- ১৮২
প্রশ্ন ঃ আমলের দিক দিয়ে মাসদার কত প্রকার ? فاعل আমল করার জন্য কয়টি শর্ত এবং কি কি ? ---------- ১৮৩
প্রশ্ন ঃ اسم فاعل কাকে বলে এবং اسم فاعل কি আমল করে? ---------- ১৮৫
প্রশ্নঃ اسم فا عل এর আমল কখন রহিত হয়ে যায়?---------- ১৮৬
প্রশ্ন ঃ اسم مفعول কাকে বলে এবং কি আমল করে ?---------- ১৮৮
প্রশ্ন ঃ اسم مفعول এর আমল কখন রহিত হয়ে যায় ?---------- ১৮৮
প্রশ্ন ঃ صفت مشبه এর রূপান্তর কেমন ? ---------- ১৮৯
প্রশ্ন ঃ সিফাতে মুশাব্বাহ কোন فعل থেকে নির্গত হয় এবং কোন কাল প্রকাশ করে ? ---------- ১৮৯
প্রশ্ন ঃ مضاف কাকে বলে এবং مضاف কি আমল করে ? ---------- ১৯১
প্রশ্ন ঃ اضافت কয় ধরনের ও কি কি ? ---------- ১৯১
প্রশ্ন ঃ اسم تام কাকে বলে এবং اسم تام কি আমল করে ? ---------- ১৯১

আমেলে মা'নুবী দুইটি ঃ العامل المعنوى

প্রশ্ন ঃ عوامل معنوى কয়টি ও কি কি ? ---------- ১৯২

সমাপ্ত

www.islamijindegi.com

প্রশ্নঃ "মিয়াতে আমিল" ও "জুমাল" এর মুছান্নিফ (রহ.) এর জীবনী বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ "মিয়াতে আমিল" ও "জুমাল" এর মুছান্নিফ (রহ.) এর নাম আবদুল ক্বাহের। কুনিয়াত আবু বকর। পিতার নাম আবদুর রহমান। তিনি জুরজানের অধিবাসী ছিলেন। শ্রেষ্ঠতম আরবী ব্যাকরণবিদদের মধ্যে তিনি একজন। আরবী ভাষা ও সাহিত্য সংশ্লিষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞানে তিনি সর্বস্বীকৃত। তাকে ইলমুল মা'আনী ও ইলমুল বয়ান শাস্ত্রের ইমাম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাঁর সীমাহীন খেদমত ও অবদানের ভিত্তিতে বালাগাতবিদগণ তাকে বয়ান শাস্ত্রের ইমাম বা আবিস্কারকের উপাধি দিয়ে স্মরণ করে থাকেন।

ইল্‌ম শিক্ষা ঃ

আবু আলী খাহের যাদাহ ব্যতীত আর কারো থেকে তিনি জ্ঞানার্জন করেননি। তাঁর দরবারেই তাঁর পড়ালেখার শুরু ও শেষ। এতেই তিনি নাহ্‌ব, মা'আনী বয়ান ও বদী প্রভৃতি শাস্ত্রে যে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন, তাতেই তাঁর নাম চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। মাযহাবের দিক দিয়ে তিনি ইমাম শাফেঈ (রহ.)এর অনুসারী ছিলেন।

মৃত্যু ঃ তিনি ৪৭১ হি. মতান্তরে ৪৭৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

রচনাবলী ঃ তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হল ঃ

✪ আলমুগনী–ই'যাহের শরাহ (৩ খণ্ড) ✪ আল মাকছাদ–মুগনীর শরাহ ✪ মিয়াতে আমিল।

মিয়াতে আমিলের শরাহ

মিয়াতে আমেল হলো নাহ্‌ব শাস্ত্রের মগজ বা সারনির্যাস ও একটি বিখ্যাত কিতাব। এর অনেক শরাহ ও হাশিয়া লেখা হয়েছে। বিশেষ কয়েকটি শরাহ হলঃ

✪ শরহুল আওয়ামেল–শেখ বাবা তুশী ✪ তা'লীফ বর আওয়ামেল–সৈয়দ শারাফ আলী জুরজানী ✪ শরহে মিয়াতে আমিল ✪ সহজ মিয়াতে আমেল (বাংলা)।

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ "শরহে মিয়াতে আমেল"এর মুছান্নিফ (রহ.)এর জীবনী বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ 'শরহে মিয়াতে আমেল' এর মুছান্নিফ (রহ.) এর নাম আবদুর রহমান। তবে বিখ্যাত লকব হলো নুরুদ্দীন। কুনিয়াত আবুল বারাকাত। পিতার নাম আহমাদ। তিনি ২৩শে শাবান, ৮১৭ হিজরীতে খোরাসানে জন্মগ্রহণ করেন। জাম নামক স্থানে অবস্থান করেছিলেন বলে তাঁকে জামী বলা হয় এবং তিনি মোল্লাজামী নামেই বেশী পরিচিত।

শিক্ষা জীবন ঃ তিনি সে যুগের প্রখ্যাত আলেম ছিলেন। তিনি নাহব ছরফের তা'লীম তাঁর পিতার নিকট গ্রহণ করেন। তারপর খাজা আলী সমরকন্দী ও মাওলানা জুনদ উছূলী প্রমুখ থেকে ইলম অর্জন করে বুৎপত্তি লাভ করেন।

আধ্যাত্মিক সাধনা ও হজ্জ্ব পালন ঃ একদা তিনি স্বপ্নে দেখেন, কেউ তাকে বলছে- তুমি একজন হাবিব ধর, যিনি তোমাকে সঠিক পথ দেখাবেন। এ নির্দেশ পেয়ে তিনি সমরকন্দ থেকে খোরাসানের খাজা উবাইদুল্লাহ নকশবন্দীর দরবারে গমন করেন। খাজা সাহেবের সান্নিধ্যে থেকে তার ফয়েয ও বরকতে তিনি আধ্যাত্মিকতার উচ্চ পর্যায়ে উপনীত হন। পরে সা'দুদ্দীন কাশগরী থেকেও উপকৃত হন এবং আরও অনেকের সাথে মোলাকাত করেন। ৮৭৭ হিজরীতে তিনি পবিত্র হজ্জ পালন করেন। এ সময় তিনি সিরিয়া, দামেস্ক প্রভৃতি স্থান সফর করেন। সকল উলামা ও ফুযালা তাকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন।

কবিতা রচনা ঃ কবিতার প্রতি তাঁর সীমাহীন আকর্ষণ ছিল। কবিতা লেখা, আবৃত্তি করা ছিল তাঁর খুব পছন্দনীয় কাজ। ফারসী কবিদের মধ্যে তাঁর অবস্থান ছিল অনেক উর্ধ্বে। মসনুবী শরীফ, লাইলী-মজনু, ইউসুফ-জুলেখা ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ ব্যতীত তাঁর পৃথক একটি কাব্য সংকলন ছিল। এটি "কুল্লিয়াতে জামী" নামে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়।

রচনাবলী ঃ তিনি আরবী ও ফারসী উভয় ভাষায় ৫৪টিরও বেশী গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটি হল–

✪ শরহে আহাদীসে আরবাইন ✪ শাওয়াহেদে নবুওয়াত ✪ তরিকায়ে নকশবন্দিয়া ✪ আশিয়াতুল লুমআত ✪ মানাকেবে আরেফে রূমী ✪ রিসালায়ে লা-ইলাহা-ইল্লাহু ✪ মানাসিকে হজ্জ ✪ শরহে মিয়াতে আমেল মানযুম

www.islamijindegi.com

মিআতে আমেল

(সংক্ষেপে একশত আমেল-এর বর্ণনা)

✪ যা দ্বারা اسم বা فعل -এর শেষ অক্ষরের অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে عامل বলে।

✪ যে শব্দের শেষে পরিবর্তন হয় তাকে معمول বলে।

✪ শব্দের শেষ অবস্থা পরিবর্তনের চিহ্ন স্বরূপ যে حرف বা حركت ব্যবহৃত হয়, তাকে اعراب বলে।

علم نحو-এর ইমাম শাইখ আবদুল কাহের জুরজানী (রহ.)-এর মতে ইলমে নাহুতে মোট একশ'টি (১০০) আমেল রয়েছে। এর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

عامل দুই প্রকার ঃ (১) عامل لفظى (২) عامل معنوى

عامل لفظى দুই প্রকার ঃ (১) عامل سماعى (২) عامل قياسى

عامل سماعى একানব্বইটি, عامل قياسى সাতটি এবং عامل معنوى দুইটি, মোট ১০০টি। عامل سماعى ৯১টিকে ১৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম প্রকার

الحروف الجارة للاسم

الحروف الجارة ঃ যে হরফগুলি اسم -এর শুরুতে বসে اسم-এর শেষ অক্ষরে যের প্রদান করে। এগুলোর সংখ্যা ১৭টি। কবির ভাষায়–

نوع اول هفده حرف جر بود ميدان يقين *
كاندرين يك بيت أمد جمله بيچون وچرا
بَا و تَا وكَافُ ولَام و وَاوُ مُنْذُ ومُذْ خَلَا *
رُبَّ حَاشَا مِنْ عَدَا فِىْ عَنْ عَلٰى حَتّٰى اِلٰى

দ্বিতীয় প্রকার

الحروف المشبهة بالفعل

الحروف المشبهة بالفعل (فعل -এর অনুরূপ حروف সমূহ) ঃ এই حروفগুলো جمله اسميه -এর পূর্বে যুক্ত হয়ে مبتدا -এর শেষাক্ষরে نصب এবং خبر -এর শেষাক্ষরে رفع দিয়ে থাকে। যেমন–اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ

www.islamijindegi.com

এগুলো মোট ৬টি। কবির ভাষায়–

اِنَّ بَاَنَّ كَاَنَّ لَيْتَ لٰكِنَّ لَعَلَّ * ناصب اسم اند و رافع در خبر ضد مَاوَلَا

তৃতীয় প্রকার

مَا وَلَا اَلْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ

যে مَا ও لَا - مبتدآ ও خبر-এর পূর্বে এসে নাবাচক এর অর্থ দেয় এবং لَيْسَ এর মতো مبتدأ-এর শেষাক্ষরে رفع এবং خبر-এর শেষাক্ষরে نصب দেয়।

চতুর্থ প্রকার

اَلْحُرُوْفُ النَّاصِبَةُ لِلْاِسْمِ

নিম্নের ৭টি হরফ পরবর্তী اسم-এর শেষাক্ষরে نصب দেয়।

কবির ভাষায়–

وَاوْ يَا هَمْزَه وِاَلَّا اَيَا وَائِے هَيَا * ناصب اسمند پس ايں هفت حرف اے مقتدا

পঞ্চম প্রকার

اَلْحُرُوْفُ النَّاصِبَةُ لِلْفِعْلِ الْمُضَارِعِ

চারটি حروف ফেলে মুযারে-এর পূর্বে যুক্ত হয়ে উহার শেষাক্ষরে نصب দেয় ঃ

اَنْ - لَنْ - كَيْ - اِذَنْ

কবির ভাষায়–

اَنْ وَلَنْ پس كَيْ اِذَنْ ايں چار حرف معتبر *

نصب مستقبل كنند ايں جمله دائم اقتضا

ষষ্ঠ প্রকার

اَلْحُرُوْفُ الْجَازِمَةُ لِلْفِعْلِ الْمُضَارِعِ

নিম্নের পাঁচটি হুরূফ– فعل مضارع -এর পূর্বে যুক্ত হয়ে ফেলে মুজারে এর শেষাক্ষরে جزم দেয়। যেমন– اِنْ تَضْرِبْ اَضْرِبْ – কবির ভাষায়

اِنْ وَلَمْ لَمَّا ولَامِ اَمْر ولَائِے نَهِىْ نيز * پنج حرف جازم فعلند هريك بيدغا -

সপ্তম প্রকার

اَلْاَسْمَاءُ الْجَازِمَةُ لِلْفِعْلِ الْمُضَارِعِ

নিম্নের নয়টি ইসিম فعل مضارع-এর শেষে جزم প্রদান করে। কবি বলেন–

مَنْ وَمَا مَهْمَا وَاَىٌّ حَيْثُمَا اِذْمَا مَتٰى * اَيْنَمَا اَنّٰى نه اسم جازم امد فعل را

www.islamijindegi.com

অষ্টম প্রকার

اَلْاَسْمَاءُ النَّاصِبَةُ لِلنَّكِرَةِ

যে সকল ইসিম اسم نكره-এর পূর্বে যুক্ত হয়ে উহার শেষাক্ষরে তমীয হিসেবে نصب প্রদান করে, এগুলির সংখ্যা চারটি। কবি বলেন–

ناصب اسم منكر نوع هشتم چار اسم *
هست چوں تميز باشد أن منكر هر كجا
اولين لفظ عَشَرَ باشد مركب بَا اَحَدْ *
همچنيں تاتِسْعَ وَتِسْعِيْن برشمر اين حكم را
باز ثانى كَمْ چوں استفهام باشدنے خبر *
ثالث ايشاں كَاَيِّنْ رابع ايشاں كَذَا

প্রথম ঃ عَشَرَ এবং অন্যান্য দশক সংখ্যাগুলি যখন একক সংখ্যাগুলির কোন একটির সাথে مركب হয়, তখন তার পরবর্তী ইসিমকে তামীয হিসেবে নসব দেয়।

দ্বিতীয় كم ঃ ইহা দুই প্রকার ঃ যথা– (ক) كَمْ استفهاميه যেমন- كَمْ مَالٍ اَنْفَقْتُ -(খ) كم خبريه যেমন- كَمْ دِرْهَمًا عِنْدَكَ (৩) كَاَيِّنْ যেমন- كَاَيِّنْ رَجُلاً لَقِيْتُ (৪) كَذَا ঃ যেমন- عِنْدِىْ كَذَا رَجُلاً

নবম প্রকার

اَسْمَاءُ الْاَفْعَالِ

নিম্নোক্ত নয়টি শব্দের প্রথম ছয়টি امر حاضر-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই সে তার পরবর্তী اسم কে مفعول হিসেবে نصب দেয় এবং শেষ তিনটি শব্দ فعل ماضى এর অর্থে ব্যবহৃত হয় তাই সে তার পরবর্তী اسم কে فاعل হিসেবে رفع দেয়। কবি বলেন ঃ

نه بود اسمائے افعالى كزاں شش ناصبند *
دُوْنَكَ بَلْهَ عَلَيْكَ حَيَّهَلْ باشد وهَا
پس رُوَيْدَ باز رافع اسم راهَيْهَاتَ داں *
بازشَتَّانَ است وَسَرْعَانَ يادگير ايں بيتها

www.islamijindegi.com

দশম প্রকার
اَلْاَفْعَالُ النَّاقِصَةُ

নিম্নোক্ত ফে'লগুলি جمله اسميه-এর পূর্বে যোগ হয়ে প্রথম অংশকে رفع দেয়, যাকে افعال ناقصه এর اسم বলা হয়। এবং দ্বিতীয় অংশ خبر কে نصب দেয়, যাকে আফআলে নাকেছার خبر বলা হয়। কবির ভাষা–

نوع عاشر سيزده فعلند كايشان ناقصند *
رافع اسمند وناصب در خبر چون ما ولا
كَانَ صَارَ اَصْبَحَ اَمْسٰى اَضْحٰى ظَلَّ بَاتَ *
مَافَتِئَ مَادَام مَا اَنْفَكَّ لَيْسَ باشد از قفا
مَا بَرِحَ مَازَال وافعالى كزينها مشتقند *
هر كجا بينى همين حكم است در جمله روا

একাদশতম প্রকার
اَلْاَفْعَالُ الْمُقَارِبَةُ

নিম্নোক্ত চারটি ঃ ফেল افعال ناقصه -এর মত আমল করে। কবি বলেন–

ديگر افعال مقارب در عمل چون ناقصند *
هست أن كَادَ كَرُبَ با اَوْشَك وديگر عَسٰى

দ্বাদশতম প্রকার
اَفْعَالُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ

নিম্নোক্ত চারটি فعل তার পরবর্তী ইসিমকে রফা দেয়। কবির ভাষায়–

رافع اسمائے جنس افعال مدح وذم بود *
چار باشد نِعْم بِئْسَ سَاءَ أنكه حَبَّذَا

ত্রয়োদশতম প্রকার
اَفْعَالُ الْيَقِيْنِ وَالشَّكِّ

নিম্নোক্ত فعل গুলি خبر ও مبتدأ -এর পূর্বে সংযুক্ত হয়ে উভয়কে মাফউল হিসেবে نصب প্রদান করে। এগুলিকে افعال قلوب ও বলে। কবির ভাষায়–

ديگر افعال يقين وشك بود كان بردو اسم *
چون در أيد هريكے منصوب ساز دهر دورا
خِلْتُ باشد باعَلِمْتُ پس حَسِبْتُ بازَعَمْتُ *
پس ظَنَنْتُ با رَأَيْتُ پس وَجَدْتُ بے خطا

www.islamijindegi.com

اَلْعَوَامِلُ الْقِيَاسِيَّةُ আ'মেলে কিয়াসিয়্যার বর্ণনা

بعد ازاں هفت قیاسی اسم فاعل مصدراست *
اسم مفعول ومضاف وفعل باشد مطلقا
پس صفت باشد که أں مانند اسم فاعل است *
هفتم اسم تام باشد ناصب تمییز را

কিয়াসী আমেল সাতটি। যথা–

(১) اسم فاعل ঃ ইসমে ফায়েল দুটি শর্ত সাপেক্ষে ফে'লে মা'রূফ-এর মতো আমল করে। (২) مصدر - مفعول مطلق ব্যতীত অন্য মাসদার ফেল-এর মতো আমল করে। (৩) اسم مفعول - اسم مفعول ও اسم فاعل-এর মত দুটি শর্ত সাপেক্ষে ফেলে মাজহুল-এর মত আমল করে।

(৪) اسم مضاف ঃ ইসমে মুযাফ তার মুযাফ ইলাইহিকে যের প্রদান করে।

(৫) فعل ঃ ফেল তার ফায়েলকে رفع দেয় فعل متعدی হলে মাফউলে বিহীকে নসব দেয়। (৬) صفت مشبه ঃ সিফাতে মুশাব্বাহ ফেলে লাযেম-এর মতো আমল করে। (৭) اسم ঃ ইসমে তাম পরবর্তী ইসিমকে তামীয হিসেবে নসব দেয়।

اَلْعَامِلُ الْمَعْنَوِيُّ আমলে মা'নবী-এর বর্ণনা

عامل فعل مضارع معنوی باشد بدان *
همچنین معنی بود عامل بقیں در مبتدا

عامل معنوی দু'টি. (যা অন্তর দ্বারা অনুধাবন করা যায়, মৌখিকভাবে এর প্রকাশ ঘটে না।)

প্রথম ঃ خبر ও مبتدأ-এর عامل অর্থাৎ اسم টি عوامل لفظی হতে খালি হওয়া। যথা– زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ এখানে زَيْدٌ মুবতাদা, আর مُنْطَلِقٌ শব্দটি خبر হয়েছে। উভয়ের মধ্যে আমলে এবতেদাহ رفع দিয়েছে।

দ্বিতীয় ঃ فعل مضارع-এর عامل আর তা হলো عامل টি فعل مضارع হতে খালি হওয়া। ناصب وعامل جازم

www.islamijindegi.com

এক নজরে একশত আমেল

১। হরূফে জার	১৭টি
২। হরূফে মুশাব্বাহ বিল ফেল	৬টি
৩। مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ	২টি
৪। ইসিমকে নসব দানকারী হরূফ	৭টি
৫। ফে'লে মুযারেকে নসব দানকারী হরূফ	৪টি
৬। ফে'লে মুযারেকে জযম দানকারী হরূফ	৫টি
৭। ফে'লে মুযারেকে জযম দানকারী ইসম	৯টি
৮। ইসিমকে তমীয হিসেবে নসব দানকারী	৪টি
৯। আসমায়ে আফআল	৯টি
১০। আফআলে নাকেস	১৩টি
১১। আফআলে মুকারেব	৪টি
১২। আফআলে কুলুব	৭টি
১৩। আফআলে মাদহ ও যম	৪টি
আমেলে কিয়াসী	৭টি
আমেলে মা'নুবী	২টি
মোট=	১০০টি

www.islamijindegi.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى نَعْمَائِهِ الشَّامِلَةِ وَاٰلَائِهِ الْكَامِلَةِ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفٰى وَعَلٰى اٰلِهِ الْمُجْتَبٰى اِعْلَمْ اَنَّ الْعَوَامِلَ فِى النَّحْوِ عَلٰى مَا اَلَّفَهُ الشَّيْخُ الْاِمَامُ اَفْضَلُ عُلَمَاءِ الْاَنَامِ عَبْدُ الْقَاهِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُرْجَانِىُّ سَقَى اللّٰهُ ثَرَاهُ وَ جَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ مِائَةُ عَامِلٍ لَفْظِيَّةٌ وَمَعْنَوِيَّةٌ فَاللَّفْظِيَّةُ مِنْهَا عَلٰى ضَرْبَيْنِ سَمَاعِيَّةٌ وَقِيَاسِيَّةٌ فَالسَّمَاعِيَّةُ مِنْهَا اَحَدٌ وَتِسْعُوْنَ عَامِلًا وَالْقِيَاسِيَّةُ مِنْهَا سَبْعَةُ عَوَامِلَ وَالْمَعْنَوِيَّةُ مِنْهَا عَدَدَانِ وَتَتَنَوَّعُ السَّمَاعِيَّةُ مِنْهَا عَلٰى ثَلٰثَةَ عَشَرَ نَوْعًا

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য তাঁর সার্বজনীন ও পরিপূর্ণ নেয়ামত সমূহের প্রেক্ষিতে এবং দরূদ ও সালাম নাযিল হোক নবীকুল শিরোমনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ও তাঁর সম্মানিত পরিবার পরিজনের প্রতি। জেনে রাখ!, যুগশ্রেষ্ঠ আলেম শাইখ আব্দুল কাহির ইবনে আব্দুর রহমান জুরজানী (রহ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী ইলমে নাহ্‌ব এর মধ্যে আমেল ১০০টি। (আল্লাহ তায়ালা তাঁর কবরকে শান্তির স্থান ও জান্নাত কে তাঁর ঠিকানা বানান।)

এই আমেলগুলি দুই ভাগে বিভক্ত (১) লফযী (২) মা'নবী। লফযী দুই প্রকার (ক) সামায়ী (খ) কেয়াসী। আ'ওয়ামেলে সামায়ী ৯১ টি, কেয়াসী ৭টি, এবং আওয়ামেলে মা'নবী ২টি। সামায়ী আমেলগুলিকে ১৩ ভাগে ভাগ করা যায়।

www.islamijindegi.com

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নঃ ইলমে নাহ্‌ব এর মধ্যে আমেল কতগুলি এবং কত প্রকার ও কি কি ?

উত্তরঃ শাইখ আব্দুল কাহির ইবনে আব্দুর রহমান জুরজানী (রহ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী ইলমে নাহ্‌ব এর মধ্যে আমেল ১০০টি। (আল্লাহ তায়ালা তাঁর কবরকে শান্তির স্থান ও জান্নাত কে তাঁর ঠিকানা বানান।)

এই আমেলগুলি দুই ভাগে বিভক্ত (১) লফযী (২) মা'নবী। লফযী দুই প্রকার (ক) সামায়ী (খ) কেয়াসী। আ'ওয়ামেলে সামায়ী ৯১ টি, কেয়াসী ৭টি, এবং আওয়ামেলে মা'নবী ২টি। সামায়ী আমেলগুলিকে ১৩ ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্নঃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বাক্যটির তারকীব বল ?

উত্তরঃ - با হরফে জার اِسْم মুযাফ, লফযে اللّٰهِ মওছুফ ছিফতে اَلرَّحْمٰنِ আউয়াল ছিফতে اَلرَّحِيْمِ ছানী। موصوف তার উভয় صفت মিলে مضاف اليه - اسم মুযাফ এর। মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরুর, জার মাজরুর মিলে متعلق হবে اَشْرَعُ فعل محذوف এর সাথে, اَشْرَعُ ফেয়েল তার فاعل ও মুতাআল্লাক মিলে جمله فعليه خبريه

প্রশ্ন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ..... اَلْكَامِلَةِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ - اَلْحَمْدُ মুবতাদা ل হরফে জার লফযে اللّٰهِ মাজরূর, জার মাজরুর মিলে متعلق اول - ثَابِتٌ শিবহে ফেয়েলের সাথে। عَلٰى হরফে জার نَعْمَاءِ মুযাফ ، মুযাফ ইলাইহি, مضاف و مضاف اليه মিলে موصوف , اَلشَّامِلَةِ ছিফত, মওছুফ ছিফত মিলে معطوف عليه - واؤ হরফে আত্‌ফ اَلَاءِ মুযাফ ، মুযাফ ইলাইহি, মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে موصوف , اَلْكَامِلَةِ ছিফত صفت ও موصوف মিলে معطوف , معطوف عليه ও معطوف মিলে عَلٰى হরফে জারের মাজরুর, جار مجرور মিলে متعلق ثانى - ثَابِتٌ শিবহে ফেয়েলের সাথে, ثَابِتٌ তার ফায়েল ও উভয় متعلق মিলে شبه جمله হয়ে اَلْحَمْدُ মুবতাদা এর خبر , মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى ..... اٰلِهِ الْمُجْتَبٰى এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ- واؤ - হরফে আত্‌ফ, اَلصَّلٰوةُ মুবতাদা, عَلٰى হরফে জার سَيِّدِ মুযাফ الْاَنْبِيَاءِ মুযাফ ইলাইহি, مضاف و مضاف اليه মিলে مبدل منه , مُحَمَّدٍ

www.islamijindegi.com

মওছুফ اَلْمُصْطَفٰی ছিফত, موصوف صفت মিলে বদল, مبدل منه بدل মিলে মাজরুর, جار مجرور মিলে متعلق - نَازِلَةٌ শিবহে ফেয়েলের সাথে। শিবহে ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে শিবহে জুমলা হয়ে معطوف عليه, واو হরফে عطف - عَلٰی হরফে জার, اٰلِ মুযাফ ، মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে মওছুফ اَلْمُجْتَبٰی ছিফত, موصوف صفت মিলে مجرور, জার মাজরুর মিলে نَازِلَةٌ শিবহে ফেয়েলের সাথে متعلق, শিবহে ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে শিবহে জুমলা হয়ে معطوف , معطوف معطوف عليه মিলে খবর, مبتدا خبر মিলে جملہ اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ اِعْلَمْ اَنَّ الْعَوَامِلَ ..... مِأَةُ عَامِلٍ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ - اِعْلَمْ - فعل امر - اَنْتَ ضمير ফায়েল, اَنَّ - حرف مشبه بالفعل - متعلق اول - اَلْعَوَامِلَ যুলহাল, فِيْ হরফে জার اَلنَّحْوِ মাজরুর, জার مجرور মিলে كَائِنَةً শিবহে ফেয়েলের সাথে, عَلٰیহরফে জার مَا ইসমে মওসুল, اَلَّفَ ফেয়েল - عُلَمَاءِ মুযাফ, اَفْضَلُ মুযাফ, اَلْاِمَامُ ছিফতে আউয়াল, اَلشَّيْخُ মওছুফ, مفعول به - ہٗ মুযাফ ইলাইহি মুযাফ, اَلْاَنَامِ মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে আবার مضاف اليه মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে مبدل منه - عَبْدُ মুযাফ اَلْقَاهِرِ মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে موصوف - اِبْنُ মুযাফ عَبْدِ মুযাফ ইলাইহি মুযাফ اَلرَّحْمٰنِ মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে পুনরায় مضاف اليه , মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে صفت اول - اَلْجُرْجَانِيُّ ছিফতে ছানী, মওছুফ তার উভয় صفت মিলে বদল, مبدل منه بدل মিলে اَلشَّيْخُ মওছুফ এর ছিফতে ছানী, موصوف صفت মিলে اَلَّفَ ফেয়েলের ফায়েল, اَلَّفَ ফেয়েল তার ফায়েল ও মাফউল মিলে جملہ فعليه خبريه হয়ে مَا ইসমে মাওসুলের ছিলাহ, মাওসুল ছিলাহ মিলে عَلٰی হরফে জারের মাজরুর জার মাজরুর মিলে متعلق ثانى হয়েছে, كَائِنَةً শিবহে ফেয়েলের সাথে, كَائِنَةً শিবহে ফেয়েল তার ফায়েল ও উভয় মুতাআল্লিককে নিয়ে শিবহে জুমলা হয়ে اَلْعَوَامِلَ এর حال হয়েছে, ذو الحال ও তার হাল মিলে اَنَّ এর ইস্‌ম। مِأَةُ মুযাফ, عَامِلٍ মুযাফ ইলাইহি مضاف اليه মিলে خبر । اَنَّ তার اسم ও خبر মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া খবরিয়্যাহ হয়ে اِعْلَمْ এর مفعول به - اِعْلَمْ ফেয়েল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে جملہ فعليه انشائيه

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ سَقَى اللّٰهُ.......الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ – سَقَى ফেয়েল لفظ اللّٰه তার ফায়েল ثَرَا মুযাফ ه মুযাফ ইলাইহি مضاف و مضاف اليه মিলে مفعول به ফেয়েল فاعل ও মাফউলে বিহী মিলে جمله انشائيه دعائيه হয়ে معطوف عليه - وَاوْ হরফে আত্‌ফ جَعَلَ ফেয়েল (ইহা افعال قلوب এর অন্তর্ভুক্ত। ইহার দুটি মাফউলের প্রয়োজন) ضمير هُوَ ফায়েল مضاف مضاف اليه - الجنة مفعول به اول , مَثْوًا মুযাফ ه মুযাফ ইলাইহি مضاف اليه মিলে مفعول به ثانى ফেয়েল ফায়েল ও উভয় মাফউলে বিহী মিলে جمله انشائيه হয়ে معطوف , معطوف عليه معطوف মিলে جمله معطوفه معترضه

প্রশ্ন ঃ لَفْظِيَّةٌ وَمَعْنَوِيَّةٌ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ- শব্দ দুটি مبتدا محذوف এর خبر । مبتدا محذوف হলো بَعْضُهَا , مبتدا মিলে مضاف مضاف اليه, মুযাফ ইলাইহি هَا যমীর মুযাফ بَعْضُ । لَفْظِيَّةٌ খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে معطوف عليه । وَاوْ হরফে আত্‌ফ بَعْضُ মুযাফ هَا মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে مبتدا । مَعْنَوِيَّةٌ - তার খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে معطوف । معطوف عليه ও معطوف মিলে جمله معطوفه হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ فَاللَّفْظِيَّةُ مِنْهَا .... قِيَاسِيَّةٌ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ- فَ হরফে তাফসীল اَللَّفْظِيَّةُ মওছুফ مِنْ হরফে জার هَا জমীর মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে شبه فعل محذوف ثَابِتَةٌ এর সাথে শিবহে ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে صفت, মওসুফ সিফাত মিলে মুবতাদা। عَلٰى হরফে জার ضَرْبَيْنِ মাজরুর, جار مجرور মিলে متعلق - ثَابِتَةٌ এর সাথে, ثَابِتَةٌ তার ফায়েল ও متعلق মিলে خبر । মুবতাদা খবর মিলে جملة اسميه خبريه -

سَمَاعِيَّةٌ وَقِيَاسِيَّةٌ উভয় শব্দের مبتدا মাহযুফ আছে।

أَحَدُهُمَا - أَحَدُ মুযাফ هُمَا মুযাফ ইলাইহি, মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা, سَمَاعِيَّةٌ খবর। مبتدا ও خبر মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে

www.islamijindegi.com

مضاف মুযাফ ইলাইহি هِمَا মুযাফ ثَانِيْ - عطف হরফে وَاوْ -معطوف عليه , معطوف মিলে خبر ও مبتدا । খবর قِيَاسِيَّةٌ মুবতাদা মিলে مضاف اليه جمله معطوفه মিলে معطوف ও معطوف عليه

প্রশ্ন ঃ فَالسَّمَاعِيَّةُ .... الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ- فَا - تفصيله - اَلسَّمَاعِيَّةُ মওছুফ مِنْ হরফে জার هَا মাজরূর জার মাজরূর মিলে متعلق - ثَابِتَةٌ শিবহে ফেয়েলের সাথে, শিবহে ফেয়েল তার فاعل ও متعلق মিলে শিবহে জুমলা হয়ে صفت - موصوف صفت মিলে مبتدا - اَحَدٌ মাতুফ আলাইহি واو হরফে عطف - تِشْعُوْنَ মাতুফ - معطوف মিলে খবর مميز تمييز । তমীয عَامِلًا -- مميز মিলে معطوف عليه مبتدا খবর মিলে معطوف عليه - واو হরফে আতফ اَلْقِيَاسِيَّةُ মওছুফ مِنْهَا জার মাজরূর মিলে শিবহে ফেয়েল মাহযুফ ثَابِتَةٌ এর সাথে متعلق শিবহে فعل তার ফায়েল ও متعلق মিলে শিবহে জুমলা হয়ে ছিফত, موصوف صفت মিলে মুবতাদা سَبْعَةٌ মুযাফ عَوَامِلَ মুযাফ ইলাইহি مضاف اليه مضاف মিলে خبر মুবতাদা খবর মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে معطوف اول - وَاوْ হরফে আতফ اَلْمَعْنَوِيَّةُ মওছুফ, منها জার মাজরূর মিলে متعلق হয়েছে ثابتة محذوف এর সাথে, ثَابِتَةٌ তার ফায়েল ও متعلق মিলে শিবহে জুমলা হয়ে صفت, মওছুফ ও ছিফত মিলে মুবতাদা, عَدَدَانِ - খবর مبتدا এবং خبر মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে معطوف ثانى . وَاوْ হরফে আতফ تَتَنَوَّعُ ফেয়েল اَلسَّمَاعِيَّةُ যুলহাল مِنْهَا জার মাজরূর মিলে متعلق হয়েছে ثَابِتًا মাহযুফের সাথে ثَابِتًا তার ফায়েল ও متعلق মিলে শিবহে জুমলা হয়ে হাল। ذو الحال حال মিলে মুবতাদা عَلَى হরফে জার ثَلٰثَةَ عَشَرَ - مميز - نَوْعًا তামীয مميز تمييز মিলে مجرور জার মাজরূর মিলে متعلق - ثَابِتَةٌ شبه فعل محذوف এর সাথে। শিবহে فعل তার فاعل ও متعلق মিলে খবর, মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে معطوف ثالث । معطوف عليه তার মাতুফ সমূহকে নিয়ে جمله معطوفه

اَلنَّوْعُ الْاَوَّلُ

حُرُوْفٌ تَجُرُّ الْاِسْمَ فَقَطْ وَتُسَمّٰى حُرُوْفًا جَارَّةً وَهِىَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفًا اَلْبَاءُ لِلْاِلْصَاقِ وَهُوَ اِتِّصَالُ الشَّيْئِ بِالشَّيْئِ اِمَّا حَقِيْقَةً نَحْوُ بِهٖ دَاءٌ وَاِمَّا مَجَازًا نَحْوُ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ اَىْ اِلْتَصَقَ مُرُوْرِىْ بِمَكَانٍ يَقْرُبُ مِنْهُ زَيْدٌ وَلِلْاِسْتِعَانَةِ نَحْوُ كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ وَقَدْ تَكُوْنُ لِلتَّعْلِيْلِ نَحْوُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ وَلِلْمُصَاحَبَةِ نَحْوُ اِشْتَرَيْتُ الْفَرَسَ بِسَرْجِهٖ وَلِلتَّعْدِيَةِ نَحْوُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَنَحْوُ ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ اَىْ اَذْهَبْتُهٗ وَلِلْمُقَابَلَةِ نَحْوُ اِشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ بِالْفَرَسِ ـ

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

প্রথম প্রকার ঃ যে সকল হরফ শুধু اسم কে جر দেয়। এ হরফগুলির নাম হুরুফে জার, হুরুফে জার সতরটি। (প্রথমটি হলো) باء ইহা (১০টি অর্থে) ব্যবহৃত হয়-(১) باء - اَلْصَاقْ এর অর্থে (ব্যবহৃত হয়) ঃ অর্থাৎ কোন জিনিস অপর একটি জিনিসের সাথে মিলিত হওয়ার অর্থ প্রকাশ করে। الصاق বা মিলিত হওয়াটি (দুই ধরনের) হয়তো বাস্তবিকই মিলিত হবে, (ইহাকে اَلْصَاقِ حَقِيْقِىْ বলে) যেমন- بِهٖ دَاءٌ (সে অসুস্থ) অথবা রূপকভাবে মিলিত হবে, (ইহাকে اَلْصَاقِ مَجَازِىْ বলে।) যেমন مَرَرْتُ بِزَيْدٍ (আমি যায়েদের কাছ দিয়ে গিয়েছি।) অর্থাৎ আমার গমন এমন জায়গা দিয়ে হয়েছে যায়েদ যে জায়গার কাছাকাছি ছিল। (২) اِسْتِعَانَةْ (সাহায্য) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ (আমি কলমের সাহায্যে লিখেছি।) (৩) تَعْلِيْل "কারণ" এর অর্থে ঃ যেমন اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ (তোমরা গোবৎসকে উপাসনার বস্তু বানানোর কারণে নিজেদের উপর অত্যাচার করেছ।) (৪) مُصَاحَبَة "সহ" এর অর্থে ঃ যেমনঃ اِشْتَرَيْتُ الْفَرَسَ بِسَرْجِهٖ (আমি গদিসহ ঘোড়াটি ক্রয় করেছি) (৫) تَعْدِيَة (متعدى কে فعل لازم বানানোর জন্য।) এর অর্থে ঃ

যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন- ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ (আল্লাহ তাআলা তাদের চোখের জ্যোতি নিঃশেষ করে দিয়েছেন।) আরেকটি উদাহরণ যেমন- ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ (আমি যায়েদকে নিয়ে গিয়েছি।) অর্থাৎ ذَهَبَ শব্দটি اَذْهَبَ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (৬) مُقَابَلَةْ (বিনিময় অর্থ প্রকাশ।) এর অর্থে ঃ যেমন اِشْتَرَيْتُ الْعَبْدُ بِالْفَرَسِ (আমি ঘোড়ার বিনিময়ে গোলাম ক্রয় করেছি।)

সহজপ্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ হরফে জার কাকে বলে ? এবং হরফে জার কি আ মল করে ?

উত্তর ঃ যে সকল হরফ শুধু اسم কে جر দেয়। এ হরফগুলির নাম হুরুফে জার, হুরুফে জার সতরটি। কবি বলেন-

باو تاو كاف ولام و واو مُنْذُ مُذْ خَلَا *
رُبَّ حَاشَا مِنْ عَدَا فِيْ عَنْ عَلٰى حَتّٰى اِلٰى-

প্রশ্ন ঃ باء কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় ?

উত্তর ঃ باء ১০টি অর্থে ব্যবহৃত হয়-

(১) اِلْصَاقْ এর অর্থে (২) اِسْتِعَانَةْ এর অর্থে (৩) تَعْلِيْلِএর অর্থে (৪) مُصَاحَبَةْ এর অর্থে (৫) تَعْدِيَةْ এর অর্থে (৬) مُقَابَلَةْ এর অর্থে (৭) قَسَمْ এর অর্থে (৮) اِسْتِعْطَافَ এর অর্থে (৯) ظَرْفِيَّة এর অর্থে (১০) زِيَادَةْ অতিরিক্ত হিসাবে। (এ গুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল)

প্রশ্ন ঃ اِلْصَاقْ বা মিলিত হওয়া কয় ধরনের ও কি কি?

উত্তর ঃ اِلْصَاقْ বা মিলিত হওয়াটি দুই ধরনের, হয়তো বাস্তবিকই হবে, ইহাকে الصاق حقيقى বলে। যেমন- بِهٖ دَاءٌ (সে অসুস্থ) অথবা রূপকভাবে হবে, ইহাকে الصاق مجازى বলে।যেমন مَرَرْتُ بِزَيْدٍ (আমি যায়েদের কাছ দিয়ে গিয়েছি।) অর্থাৎ আমার গমন এমন জায়গা দিয়ে হয়েছে যায়েদ যে জায়গার কাছাকাছি ছিল।

প্রশ্ন ঃ تَعْدِيَةْ অর্থ কি ? উদাহরণ সহ বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ (৫) تعديه হলো فعل لازم কে متعدى বানানো। যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন- ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ (আল্লাহ তাআলা তাদের চোখের জ্যোতি নিঃশেষ করে দিয়েছেন।) আরেকটি উদাহরণ যেমন- ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ (আমি যায়েদকে নিয়ে গিয়েছি।) অর্থাৎ ذَهَبَ শব্দটি اَذْهَبَ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

www.islamijindegi.com

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ اَلنَّوْعُ الْاَوَّلُ حُرُوْفٌ تَجُرُّ الْاِسْمَ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ اَلنَّوْعُ – মওছুফ اَلْاَوَّلُ ছিফত, موصوف صفت মিলে مبتدا , حُرُوْفٌ মওছুফ تَجُرُّ ফেয়েল যমীরে هِىَ ফায়েল اَلْاِسْمَ মাফউলে বিহী। ফেয়েল فاعل ও مفعول به মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে সিফত, موصوف وصفت মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ فَقَطْ শব্দের তারকীব বল ?

উত্তর ঃ فَقَطْ শব্দটি মূলত ঃ شرط محذوف এর جزا এবং এতে فا টি فائے جزائيه । মূল বাক্যটি ছিল এরূপ - اِذَا جَرَرْتَ بِهَا الْاِسْمَ فَانْتَهِ عَنْ عَمَلِ غَيْرِ الْجَرِّ জার হরফে শর্ত اِذَا জার্‌রতা ফেয়েল اَنْتَ যমীর فاعل - بَا হরফে জার هَا মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق – جَرَرْتَ ফেয়েলের সাথে اَلْاِسْمَ মাফউল فعل فاعل ও তার مفعول মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে শর্ত فا جزائيه ، اِنْتَهِ ফেয়েল ضمير اَنْتَ ফায়েল عَنْ হরফে জার عَمَلِ মুযাফ غَيْرِ মুযাফ ইলাইহি মুযাফ اَلْجَرِّ মুযাফ ইলাইহি, مضاف ও مضاف اليه মিলে আবার مضاف - مضاف اليه মিলে মাজরুর। جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে انته ফেল এর সাথে। فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه انشائيه হয়ে জাযা। شرط ও جزا মিলে جمله شرطيه হয়েছে।

প্রশ্নঃ تُسَمّٰى حُرُوْفًا جَارَّةً এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ - تُسَمّٰى - فعل مجهول - যমীরে هِىَ নায়েবে ফায়েল حُرُوْفًا মওছুফ جَارَّةً ছিফত موصوف صفت মিলে مفعول به - فعل مجهول তার نائب فاعل ও مفعول به মিলে جمله فعليه خبريه

প্রশ্ন ঃ وَهِىَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفًا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ- هِىَ মুবতাদা سَبْعَةَ عَشَرَ - مميز . حَرْفًا - تمييز মুমাইয়্যায ও তমীয মিলে খবর। مبتدا خبر মিলে جملة اسميه خبرية

প্রশ্ন ঃ اَلْبَاءُ لِلْاِلْصَاقِ এর তারকীব বল ?

উত্তরঃ– اَلْبَاءُ মুবতাদা لِ হরফে জার اَلْاِلْصَاقِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق - شبه فعل محذوف مُسْتَعْمَلَةٌ এর সাথে مُسْتَعْمَلَةٌ এর মধ্যে ضمير هِىَ مستتر ফায়েল। شبه فعل তার ফায়েল ও متعلق মিলে شبه جمله হয়ে খবর। مبتدا ও খবর মিলে جمله اسميه خبريه

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ وَهُوَ اِتِّصَالُ الشَّيْئِ بِالشَّيْئِ اِمَّا حَقِيْقَةً وَاِمَّا مُجَازًا এর তারকীব বল ?

•উত্তর ঃ- هُوَ মুবতাদা اِتِّصَالُ মাছদারে মুযাফ الشَّيْئِ মুযাফ ইলাইহি بَا হরফে জার الشَّيْئِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق মাছদারের সাথে। মাছদার তার মুযাফ ইলাইহি ও متعلق মিলে مميز । اِمَّا হরফে তারদীদ حَقِيْقَةً মা'তুফ আলাইহি واو হরফে আত্‌ফ حرف ترديد اِمَّا - مُجَازًا মাতুফ, معطوف عليه معطوف মিলে تمييز - مميز تمييز মিলে খবর। مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ بِهٖ دَاءٌ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ এ বাক্যের তারকীবে مِثَالُهُ শব্দটিকে مبتدا محذوف মানতে হবে, مِثَالُ মুযাফ ه মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে مبتدا , نَحْوُ মুযাফ بَا হরফে জার ه মাজরুর جار مجرور মিলে মুতাআল্লিক হয়েছে উহ্য শিবহে ফেল مُلْتَصِقٌ এর সাথে। শিবহে ফেল ও মুতাআল্লাক خبر مقدم دَاءٌ মুবতাদা موخر খবরে মুকাদ্দাম ও মুবতাদা মুআখ্‌খার মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে মুযাফ ইলাইহি। مضاف ও مضاف اليه মিলে خبر - مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ পূর্বের ন্যায় এ ক্ষেত্রে ও مِثَالُهُ কে مبتدا محذوف মানতে হবে। অর্থাৎ مِثَالُ মুযাফ ه মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে মুবতাদা, نَحْوُ মুযাফ مَرَرْتُ ফেয়েল, জমীরে اَنَا ফায়েল بـا হরফে জার زَيْدٌ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق ফেয়েলের সাথে। فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه হয়ে মুফাস্‌সার, اى হরফে তাফসীর اَلْتَصَقَ ফেয়েল مُرُوْرِ মুযাফ ىْ মুতাকাল্লিম মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে ফায়েল بـا হরফে জার مكان মওছূফ يَقْرُبُ ফেয়েল مِنْ হরফে জার ه যমীর মাজরুর জার মাজরুর মিলে متعلق ফেয়েলের সাথে زَيْد ফায়েল فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে صفت মাওছূফ ছিফত মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق - اَلْتَصَقَ ফেয়েলের সাথে। فعل فاعل متعلق মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে তাফসীর। مفسر تفسير মিলে মুযাফ ইলাইহি হয়েছে نَحْوُ মুযাফের, মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে খবর, মুবতাদা খবর মিলে جمله اسميه خبريه

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ وَلِلْاِسْتِعَانَةِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ এ বাক্যের প্রকৃতরূপ হল اَلْبَاءُ - اَلْبَاءُ مُسْتَعْمَلَةٌ لِلْاِسْتِعَانَةِ মুবতাদা مُسْتَعْمَلَةٌ শিবহে ফেয়েল, এর মধ্যে ضمير هِيَ ফায়েল لِ হরফে জার اَلْاِسْتِعَانَةِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق শিবহে ফেয়েলের সাথে। شبه فعل তার فاعل ও متعلق মিলে শিবহে জুমলা হয়ে খবর। مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ এ বাক্যের মুবতাদা مِثَالُهُ শব্দটি محذوف আছে। مِثَالٌ মুযাফ মুযাফ ইলাইহি। مضاف مضاف اليه মিলে মুবতাদা, نَحْوٌ মুযাফ كَتَبْتُ ফেয়েল ضمير اَنَا ফায়েল با হরফে জার القلم মাজরুর, জার-মাজরুর মিলে متعلق হয়েছে كَتَبْتُ ফেয়েলের সঙ্গে, ফেয়েল ফায়েল এবং متعلق মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে খবর। مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ وَقَدْ تَكُوْنُ لِلتَّعْلِيْلِ –এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو হরফে আতফ قَدْ – تقليل তথা স্বল্পতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। تَكُوْنُ ناقص فعل যমীরে هِيَ তার اسم مُسْتَعْمَلَةً - শিবহে ফেয়েল মাহযুফ ضمير هِيَ তার ফায়েল لِ হরফে জার تَعْلِيْلِ মাজরুর, جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে مستعملة শিবহে ফেয়েল এর সাথে, শিবহে ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে শিবহে জুমলা হয়ে খবর হয়েছে تَكُوْنُ ফেয়েলে নাকেছ এর فعل ناقص তার اسم ও خبر মিলে جمله فعليه خبريه হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ এর তারকীব বল ?

উত্তরঃ نَحْوُ মুযাফ قَوْلُ মাছদার মুযাফ ، যমীর ذوى الحال - تَعَالٰى ফেয়েল ضمير هُوَ مستتر ফায়েল فعل فاعل মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে হাল, حال ذو الحال মিলে মুযাফ ইলাইহি হয়েছে قَوْلُ মাছদারের, মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে কওল, اِنَّ - حرف مشبه بالفعل - كُمْ যমীর তার اسم، ظَلَمْتُمْ - ফেয়েল ضمير اَنْتُمْ ফায়েল اَنْفُسَ মুযাফ كُمْ যমীর মুযাফ ইলাইহি, মুযাফ ও মুযাফইলাইহি মিলে مفعول ، بِ হরফে জার (তা'লীলের অর্থে) اِتِّخَاذِ মাছদার

www.islamijindegi.com

মুযাফ كَمْ মুযাফ ইলাইহি الْعِجْلَ মাফউল হয়েছে اِتِّخَاذ মাছদারের اِتِّخَاذ। মাছদারে মুযাফ তার مضاف اليه এবং মাফউলে বিহী মিলে মাজরুর, جار ও فاعل مفعول به فعل তার ظَلَمْتُمْ . متعلق মিলে مجرور متعلق মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া খবরিয়্যাহ হয়ে খবর হয়েছে اِنَّ حرف مشبه بالفعل এর, جملہ اسمیہ خبریہ حرف مشبه بالفعل তার اسم ও খবর মিলে হয়ে مقوله , قول এবং مقوله মিলে مضاف اليه হয়েছে نحو এর, মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مثاله মুবতাদা মাহযুফের خبر , مبتدا ও خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ وَلِلْمُصَاحَبَةِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ মূল জুমলাটি এরূপ اَلْبَاءُ = اَلْبَاءُ مُسْتَعْمَلَةٌ لِلْمُصَاحَبَةِ মুবতাদা مُسْتَعْمَلَةٌ শিবহে ফেয়েল ضمير هِيَ ফায়েল ل হরফে জার الْمُصَاحَبَةِ মাজরুর جار مجرور মিলে মুতাআল্লিক শিবহে ফেয়েলের সাথে শিবহে ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে شبه جمله হয়ে খবর। مبتدا ও خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ اِشْتَرَيْتُ الْفَرَسَ بِسَرْجِهِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ এ বাক্যে مِثَالُهُ মুবতাদা মাহযুফ আছে نَحْوُ মুযাফ اِشْتَرَيْتُ ফেয়েল ضمير اَنَا ফায়েল اَلْفَرَسَ মাফউলে বিহী ب হরফে জার سَرْجُ মুযাফ ه মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق ফেয়েল ফায়েল মাফউল ও মুতাআল্লিক মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে মুযাফ ইলাইহি نَحْوُ মুযাফের مضاف مضاف اليه মিলে خبر মুবতাদা মাহযুফ مثاله এর। মুবতাদা এবং খবর মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ وَلِلتَّعْدِيَةِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ لِ হরফে জার اَلتَّعْدِيَةِ। মাজরুর জার মাজরুর মিলে متعلق, مُسْتَعْمَلَةٌ শিবহে ফেয়েল মাহযুফের সাথে, শিবহে ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে খবর مبتدا محذوف اَلْبَاءُ এর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে ।

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ قَوْلُهُ تَعَالَى ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ قَوْلُ মাছদার মুযাফ ةُ যুলহাল تَعَالَى ফেয়েল ضمير هُوَ ফায়েল فعل তার ফায়েল এর সঙ্গে মিলে جمله فعليه হয়ে হাল। ذو حال

www.islamijindegi.com

الحال মিলে মুযাফ ইলাইহি مصدر مضاف এর مضاف اليه مضاف মিলে قول। ذَهَبَ ফেয়েল لفظ اَللّٰهُ তার ফায়েল با হরফে জার نُوْرُ মুযাফ هُمْ মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে মাজরুর। জার মাজরুর মিলে متعلق, فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে مقوله। قول مقول মিলে মুযাফ ইলাইহি হয়েছে نحو মুযাফ এর মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাতুফ আলাইহি و হরফ আতফ نَحْوُ মুযাফ ذَهَبْتُ ফেয়েল اَنَا যমীর ফায়েল بِ হরফে জার زَيْدٍ মাজরুর جار مجرور মিলে মুতাআল্লিক ذَهَبْتُ ফেয়েলের সাথে, ফেয়েল ফায়েল ও متعلق মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে مفسر اَيْ হরফে তাফসীর اَذْهَبْتُ ফেয়েল ضمير بارز تَ ফায়েল ضمير هُ মাফউলে বিহী। فعل فاعل ও مفعول به মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে تفسير। مفسر ও تفسير মিলে মুযাফ ইলাইহি হয়েছে نحو মুযাফের مضاف مضاف اليه মিলে معطوف, মাতুফ মাতুফ আলাইহি মিলে খবর হয়েছে مِثَالُهُ মুবতাদা মাহযুফের مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ وَلِلْمُقَابَلَةِ এর এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ- وَاؤ মুসতানিফা, لِ হরফে জার, اَلْمُقَابَلَةِ মাজরুর, জার ও মাজরুর মিলে متعلق - مُسْتَعْمَلَةً শিবহে فعل محذوف এর সাথে, শিবহে ফেয়েলে তার فاعل ও متعلق মিলে শিবহে জুমলা হয়ে মুবতাদা মাহযুফ اَلْبَاءُ এর খবর, মুবতাদা মাহযুফ তার খবরকে নিয়ে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ اِشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ بِالْفَرَسِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ اِشْتَرَيْتُ ফেয়েল تُ যমীরে বারেয তার ফায়েল اَلْعَبْدَ মাফউলে বিহী, با হরফে জার, اَلْفَرَسِ মাজরুর, جار مجرور মিলে মুতাআল্লিক। فعل فاعل ও متعلق এবং مفعول মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে مِثَالُهُ মুবতাদা মাহযুফ এর খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

www.islamijindegi.com

وَلِلْقَسَمِ نَحْوُ بِاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا وَلِلْاِسْتِعْطَافِ نَحْوُ اِرْحَمْ بِزَيْدٍ وَلِلظَّرْفِيَّةِ نَحْوُ زَيْدٌ بِالْبَلَدِ وَلِلزِّيَادَةِ نَحْوُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ - وَاللَّامُ لِلْاِخْتِصَاصِ نَحْوُ اَلْجُلُّ لِلْفَرَسِ وَلِلزِّيَادَةِ نَحْوُرَدِفَ لَكُمْ اَىْ رَدِفَكُمْ وَلِلتَّعْلِيْلِ نَحْوُ جِئْتُكَ لِاِكْرَامِكَ وَلِلْقَسَمِ نَحْوُ لِلّٰهِ لَاُؤَخِّرُ الْاَجَلَ وَلِلْمُعَاقَبَةِ نَحْوُ لَزِمَ الشَّرُّ لِلشَّقَاوَةِ - وَمِنْ وَهِىَ لِاِبْتِدَاءِ الْغَايَةِ نَحْوُ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ وَلِلتَّبْعِيْضِ نَحْوُ اَخَذْتُ مِنَ الدَّرَاهِمِ اَىْ بَعْضَ الدَّرَاهِمِ -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

(৭) قسم এর অর্থে ঃ যথা- بِاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا (আল্লাহর কসম, অবশ্যই আমি এরূপ করব।) (৮) اِسْتِعْطَاف (অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়।) এর অর্থে ঃ যেমন- اِرْحَمْ بِزَيْدٍ (যায়েদের প্রতি অনুগ্রহ কর।

(৯) ظرفية এর (স্থান বা কালে কোন কাজ সংঘটিত হয়েছে বুঝানোর জন্য) অর্থে ঃ যেমন- زَيْدٌ بِالْبَلَدِ (যায়েদ শহরে আছে।) (১০) زيادة (অর্থহীন বা নিরর্থক ভাবে ব্যবহার করা হয়।) হিসাবে, যেমন-

وَلَاتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ (তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিওনা।)

দ্বিতীয় হরফ لام ইহা ছয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয়-

(১) اختصاص (নির্দিষ্ট) এর অর্থে ঃ যেমন- اَلْجُلُّ لِلْفَرَسِ (জুল ঘোড়ার জন্য নির্দিষ্ট)। (২) تمليك (স্বত্ত্বাধিকার) এর অর্থে ঃ যেমন- اَلْمَالُ لِزَيْدٍ (সম্পদ যায়েদের মালিকানাধীন।) (৩) زيادة তথা নিরর্থক ব্যবহার হয়।যেমন- رَدِفَ لَكُمْ (সে তোমাদের সঙ্গী হয়েছে।) অর্থাৎ رَدِفَكُمْ (৪) تعليل (কারণ) এর অর্থে ঃ যেমন- جِئْتُكَ لِاِكْرَامِكَ (তোমার সম্মান প্রদর্শনের

www.islamijindegi.com

কারণে তোমার কাছে এসেছি।) (৫) قسم (শপথ) এর অর্থে ঃ যেমন ঃ لِلّٰهِ لَايُؤَخِّرُ الْاَجَلُ (আল্লাহর কসম মৃত্যু অপেক্ষা করে না।) (৬) معاقبة এর অর্থে ঃ (পরিণাম) যেমন- لَزِمَ الشَّرُّ لِلشَّقَاوَةِ (অবশ্যই মন্দের পরিণাম হলো দুর্ভাগ্য।)

তৃতীয় হরফ ঃ من ইহা চারটি অর্থে ব্যবহার হয়-

(১) ابتداء غاية (দূরত্বের শুরু) এর অর্থে ঃ যেমন- سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ (আমি বসরা হতে কুফা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি।)

(২) تبعيض (অংশ) এর অর্থে ঃ যেমন- اَخَذْتُ مِنَ الدَّرَاهِمِ অর্থাৎ بَعْضَ الدَّرَاهِمِ (আমি কিছু দেরহাম নিয়েছি।) অর্থাৎ কয়েকটি দেরহাম নিয়েছি।

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ لام কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং উহা কি কি বল ?

উত্তর ঃ لام ছয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয়-

(১) اختصاص (নির্দিষ্ট) এর অর্থে (২) تمليك (স্বত্ত্বাধিকার) এর অর্থে

(৩) زيادة তথা নিরর্থক ব্যবহার হয়। (৪) تعليل (কারণ) এর অর্থে ঃ

(৫) قسم (শপথ) এর অর্থে (৬) معاقبة এর অর্থে

প্রশ্ন ঃ مِنْ কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং উহা কি কি বল ?

উত্তর ঃ مِنْ চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়- (১) ابتداء غاية (দূরত্বের শুরু) এর অর্থে (২) تبعيض (অংশ) এর অর্থে (৩) تبيين (কোন অস্পষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যা) এর অর্থে (৪) زياده তথা অর্থহীনভাবে

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্নঃ وَلِلْقَسَمِ এর তারকীব বল?

উত্তর وَ হরফে আতফ, اَلْبَاءُ মুবতাদা মাহযুফ, ثَابِتَةٌ শিবহে ফে'ল মাহযুফ, لِلْقَسَمِ জার ও মাজরুর মিলে মুতায়াল্লেক, শিবহে (উহ্য) ফে'ল ও মুতায়াল্লেক মিলে খবর , মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়াহ হয়েছে।

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ بِاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثَالُهٗ মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা মাহযুফ, نَحْوُ মুজাফ, اُقْسِمُ ফে'ল, উহাতে اَنَا যমীর ফায়েল, بِاللّٰهِ জার ও মাজরুর মিলে মুতায়াল্লেক। ফে'ল, ফায়েল ও মুতায়াল্লেক মিলে জুমালায়ে ফেলিয়াহ হয়ে কসম, لَاَفْعَلَنَّ ফে'ল, উহাতে اَنَا যমীর ফয়েল, كَذَا জার ও মাজরুর মিলে মুতায়াল্লেক । ফে'ল, ফায়েল ও মুতায়াল্লেক মিলে জুমালায়ে ফেলিয়াহ হয়ে জওয়াবে কসম, কসম ও জওয়াবে কসম মিলে মুযাফ ইলাইহ,মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহ মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া খবরিয়াহ হয়েছে।

প্রশ্নঃ وَلِلْاِسْتِعْطَافِ এর তারকীব বল।

উত্তরঃ وَ মুসতানিফাহ, اَلْبَاءُ মুবতাদা মাহযুফ, مُسْتَعْمَلَةٌ উহ্য শিবহে ফে'ল لِلْاِسْتِعْطَافِ জার ও মাজরুর মিলে মুতায়াল্লেক । উহ্য শিবহে ফে'ল ও মুতায়াল্লেক মিলে খবর , মুবতাদা মাহযুফ ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়াহ হয়েছে।

প্রশ্নঃ نَحْوُ اِرْحَمْ بَزِيْدٍ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثَالُهٗ উহ্য মুবতাদা نَحْوُ মুজাফ, اِرْحَمْ ফে'ল, উহাতে اَنْتَ যমীর ফায়েল, بِزَيْدٍ জার মাজরুর মিলে মুতায়াল্লেক। এখন ফে'ল ফায়েল ও মুতায়াল্লেক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়ায়ে ইনশাইয়াহ হয়ে মুজাফ ইলাইহ, মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহ মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়াহ হয়েছে ।

প্রশ্নঃ وَلِلظَّرْفِيَّةِ نَحْوُ زَيْدٌ بِالْبَلَدِ এর তারকীব বল।

উত্তরঃ وَ হরফে আতফ মুসতানিফাহ, اَلْبَاءُ উহ্য মুবতাদা, مُسْتَعْمَلَةٌ উহ্য ফে'ল لِلظَّرْفِيَّةِ জার ও মাজরুর মিলে মুতায়াল্লেক। শিবহে ফে'ল ও মুতায়াল্লেক মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়াহ হয়েছে।

مِثَالُهٗ মুবতাদা মাহযুফ, نَحْوُ মুজাফ, زَيْدٌ মুবতাদা, سَاكِنٌ উহ্য শিবহে ফে'ল بِالْبَلَدِ হরফে জার ও মাজরুর মিলে মুতায়াল্লেক, শিবহে ফে'ল মুতায়াল্লেক মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়াহ হয়ে মুজাফ ইলাইহ ,মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহ মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়াহ হয়েছে।

www.islamijindegi.com

প্রশ্নঃ وَلِلزِّيَادَةِ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ وَ হরফে আতফ, اَلْبَاءُ মুবতাদা, مُسْتَعْمَلَةٌ উহ্য শিবহে ফে'ল لِلزِّيَادَةِ জার ও মাজরুর মিলে মুতায়াল্লেক, শিবহে ফে'ল ও মুতায়াল্লেক মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়াহ হয়েছে।

مِثَالُهٗ মুবাতাদা মাহযুফ, نَحْوُ মুজাফ, لَاتُلْقُوْا ফে'ল উহাতে اَنْتُمْ যমীর ফায়েল , بَاء হরফে জার اَيْدِيْكُمْ মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহ মিলে মাজরুর , জার ও মাজরুর মিলে মুতায়াল্লেক আওয়াল । اِلَى التَّهْلُكَةِ জার ও মাজরুর মিলে মুতায়াল্লেক ছানী, ফে'ল ফায়েল ও উভয় মুতায়াল্লেক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়াহ হয়ে মুজাফ ইলাইহ, মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহ মিলে খবর, মুবতাদা মাহযুফ ও খবরমলে জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়া।

প্রশ্ন ঃ وَاللَّامُ لِلْاِخْتِصَاصِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ وَ হরফে আতফ, اَللَّامُ মুবতাদা মাহযুফ, مُسْتَعْمَلٌ উহ্য শিবহে ফে'ল, لِلْاِخْتِصَاصُ জার ও মাজরুর মিলে মুতায়াল্লেক, শিবহে ফে'ল, ও মুতায়াল্লেক মিলে খবর, উহ্য মুবতাদা ও খবরমিলে জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়াহ।

প্রশ্ন ঃ প্রশ্ন ঃ نَحْوُ اَلْجُلُّ لِلْفَرَسِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثَالُهٗ মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা মাহযুফ, نَحْوُ মুজাফ اَلْجُلُّ মুবতাদা, مُخْتَصٌّ উহ্য শিবহে ফে'ল, জার ও মাজরুরু মিলে মুতায়াল্লেক, শিবহে ফে'ল ও মুতায়াল্লেক মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়াহ হয়ে মুজাফ ইলাইহ ,মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহ মিলে খবর, মুবতাদা মাহযুফ ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়াহ হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ وَلِلتَّمْلِيْكِ نَحْوُ اَلْمَالُ لِزَيْدٍ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ وَ মুসতানিফাহ, اَللَّام উহ্য মুবতাদা, مُسْتَعْمَلٌ উহ্য শিবহে ফে'ল, لِلتَّمْلِيْكِ জার ও মাজরুর মিলে মুতায়াল্লেক, শিবহে ফে'ল, ও মুতায়াল্লেক মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়াহ খবরিয়াহ হয়েছে।

www.islamijindegi.com

مِثَالُهٗ উহ্য মুবতাদা , نَحْوُ মুজাফ, اَلْمَالُ মুবতাদা مُخْتَصٌّ উহ্য শিবহে ফে'ল, لِزَيْدٍ জার মাজরুর মিলে মুতায়াল্লেক, শিবহে ফে'ল ও মুতায়াল্লেক মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে মুজাফ ইলাইহ ,মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহ মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়াহ হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ وَلِلزِّيَادَةِ نَحْوُ رَدَفَ لَكُمْ اَىْ رَدِفَكُمْ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ وَ মুসতানিফহ, اَللَّامُ উহ্য মুবতাদা مُسْتَعْمَلٌ উহ্য শিবহে ফে'ল, لِلزِّيَادَةِ জার ও মাজরুর মিলে মুতায়াল্লেক, উহ্য শিবহে ফে'ল ও মুতায়াল্লেক মিলে খবর, মুবতাদা ও খবরমিলে জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়াহ হয়েছে।

مِثَالُهٗ উহ্য মুবতাদা, نَحْوُ মুজাফ, رَدِفَ ফে'ল উহাতে هُوَ যমীর ফায়েল, لَكُمْ মুতায়াল্লেক, ফে'ল, ফায়েল ও মুতায়াল্লেক মিলে মুফাসসার, اى হরফে তাফসীর, رَدِفَكُمْ ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে তাফসীর, মুফাসসার ও তাফসীর মিলে মুজাফ ইলাইহ ,মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহ মিলে খবর, মুবতাদা মাহযুফ ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়াহ হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ وَلِلتَّعْلِيْلِ نَحْوُ جِئْتُكَ لِاِكْرَامِكَ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ وَ মুসতানিফাহ اَللَّامُ উহ্য মুবতাদা, مُسْتَعْمَلٌ উহ্য শিবহে ফে'ল. لِلتَّعْلِيْلِ মুতায়াল্লেক, শিবহে ফে'ল ও মুতায়াল্লেক মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়াহ হয়েছে।

مِثَالُهٗ উহ্য মুবতাদা , نَحْوُমুজাফ جِئْتُ ফে'ল উহাতে اَنَا মাফউলে বিহী, لِ হরফে জার, اِكْرَامِكَ মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহ মিলে মাজরুর, জার ও মাজরুর মিলে মুতায়াল্লেক, ফে'ল ফায়েল , মাফউলে বিহি ও মুতায়াল্লেক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়াহ হয়ে মুজাফ ইলাইহ,মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহ মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়াহ হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ وَلِلْقَسَمِ نَحْوُ لِلّٰهِ لَايُؤَخِّرُ الْاَجَلُ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ وَ হরফে আতফ, اَللَّام মুবতাদা মাহযুফ, مُسْتَعْمَلٌ উহ্য শিবহে ফে'ল لِلْقَسَمِ জার ও মাজরুর মিলে মুতায়াল্লেক, শিবহে ফে'ল ও মুতায়াল্লেক মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়াহ হয়েছে।

www.islamijindegi.com

مِثَالُهٗ মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা, نَحْوُ মুজাফ, اُقْسِمُ উহ্য ফে'ল উহাতে যমীর اَنَا ফায়েল, لِلّٰهِ জার ও মাজরুর মিলে মুতায়াল্লেক। উহ্য ফে'ল, তার ফায়েল ও মুতায়াল্লেক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়ায়ে ইনশাইয়াহ হয়ে কসম, لَايُؤَخِّرُالْاَجَلُ ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুলায়ে ফেলিয়া হয়ে জওয়াবে কসম, কসম ও জওয়াবে কসম মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়াহ হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ – وَلِلْمُعَا قَبَةِ نَحْوُ لَزِمَ الشَّرُّ لِلشَّقَاوَةِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ وَ হরফে আতফ, اَللَّامُ উহ্য মুবতাদা, مُسْتَعْمَلٌ উহ্য শিবহে ফে'ল لِلْمُعَا قَبَةِ জার ও মাজরুরমিলে মুতায়াল্লেক , শিবহে ফে'ল ও মুতায়াল্লেক মিলে খবর, মুবতাদা ও খবরমিলে জুমলায়ে ইসমিয়া খবরিয়াহ হয়েছে।

مِثَالُهٗ মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা মাহযুফ, نَحْوُ মুজাফ, لَزِمَ ফে'ল উহাতে যমীর هُوَ ফায়েল , اَلشَّرُّ মাফউলে বিহ, لِلشَّقَاوَةِ জার ও মাজরুর মিলে মুতায়াল্লেক, ফে'ল ফায়েল ও মুতায়াল্লেক মিলে জুময়ায়ে ফেলিয়াহ হয়ে মুজাফ ইলাইহ ,মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহ মিলে খবর মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়াহ হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ وَمِنْ وَهِىَ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ نَحْوُ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ وَ হরফে আতফ, مِنْ মুবতাদা, وَ হরফে আতফ هِيَ মুবতাদা, مُسْتَعْمَلَةٌ উহ্য শিবহে ফে'ল لام হরফে জার لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহ মিলে মাজরুর, জার ও মাজরুর মিলে মুতায়াল্লেক, শিবহে ফে'ল ও মুতায়াল্লেক মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে হয়ে পুনরায় খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়াহ হয়েছে।

مِثَالُهٗ উহ্য মুবতাদা, نَحْوُ মুজাফ, سِرْتُ ফে'ল, যমীর اَنَا ফায়েল, مِنَ الْبَصْرَةِ মুতায়াল্লেক, اِلَى الْكُوْفَةِ মুতায়াল্লেক, ফে'ল ফায়েল ও উভয় মুতায়াল্লেক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়াহ হয়ে মুজাফ ইলাইহ,মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহ মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়াহ হয়েছে।

www.islamijindegi.com

وَلِلتَّبْيِيْنِ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ اَیْ اَلرِّجْسَ الَّذِیْ هُوَ الْاَوْثَانُ وَلِلزِّیَادَةِ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى یَغْفِرْلَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ اِلٰى لِاِنْتِهَاءِ الْغَایَةِ فِی الْمَكَانِ نَحْوُ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ وَلِلْمُصَاحَبَةِ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ اَیْ مَعَ اَمْوَالِكُمْ وَقَدْ یَكُوْنُ مَا بَعْدَهَا دَاخِلًا فِیْ مَا قَبْلَهَا اِنْ كَانَ مَا بَعْدَهَا مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَیْدِیَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَقَدْ لَایَكُوْنُ مَا بَعْدَهَا دَاخِلًا فِیْ مَا قَبْلَهَا اِنْ لَمْ یَكُنْ مَا بَعْدَهَا مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّیَامَ اِلَى الَّلیْلِ -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

(৩) تبیین (কোন অস্পষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যা) এর অর্থে ঃ যেমন- فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ (তোমরা অপবিত্রতা হতে বিরত থাক অর্থাৎ মূর্তি পূজা হতে)।(৪) زیادہ তথা অর্থহীনভাবে ঃ যেমন- یَغْفِرْلَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ (আল্লাহ তাআলা তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।) এখানে من এর কোন অর্থ নেই।

৪র্থ হরফ الی ইহা চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১) انتهاء غایة (স্থানের দূরত্বের শেষ সীমানা) এর অর্থেঃ যেমন- سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ (আমি বসরা হতে কূফা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি।)(২) مصاحبة (একত্রে/সাথে) এর অর্থে ঃ যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন- وَلَاتَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ اَیْ مَعَ اَمْوَالِكُمْ (তোমরা তোমাদের মালের সাথে তাদের মালও খেয়ে ফেলো না।) এখানে اِلٰى শব্দটি مَعَ এর অর্থ প্রকাশ করেছে। (৩) কখনো اِلٰى -এর পরবর্তী বিষয়টি পূর্ববর্তী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকে, যদি পরবর্তী ও পূর্ববর্তী উভয় বিষয় এক জাতীয় হয়।

www.islamijindegi.com

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন- فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ (তোমরা তোমাদের চেহারা ধৌত কর এবং হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধৌত কর।)

(৪) আবার কখনো اِلٰى এর পরবর্তী বিষয়টি পূর্ববর্তী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না, যদি পরবর্তী ও পূর্ববর্তী উভয় বিষয় একজাতীয় না হয়। যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন- ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ (অতঃপর রোযাকে রাত্রি পর্যন্ত পূর্ণ কর।)

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ اِلٰى কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং উহা কি কি বল ?

উত্তর ঃ الى চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়-

(১) انتهاء غاية (স্থানের দূরত্বের শেষ সীমানা) এর অর্থে ।

(২) مصاحبة (একত্রে/সাথে) এর অর্থে ।

(৩) কখনো اِلٰى -এর পরবর্তী বিষয়টি পূর্ববর্তী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকে, যদি পরবর্তী ও পূর্ববর্তী উভয় বিষয় এক জাতীয় হয়।

(৪) আবার কখনো اِلٰى এর পরবর্তী বিষয়টি পূর্ববর্তী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না, যদি পরবর্তী ও পূর্ববর্তী উভয় বিষয় একজাতীয় না হয়।

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন وَلِلتَّبْيِيْنِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ وَاو মুসতানিফাহ্ لِ হরফে জার التَّبْيِيْنِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق - مُسْتَعْمَلٌ শিবহে ফেয়েলের সাথে, শিবহে ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে শিবহে জুমলা হয়ে খবর হল مِنْ مبتدا محذوف এর, মুবতাদা খবর মিলে جملہ اسمیہ خبریہ

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ قول মাছদার মুযাফ ، যুলহাল تَعَالٰى ফেয়েল ضمير هُوَ ফায়েল, فعل فاعل মিলে جملہ فعلیہ হয়ে হাল ذو الحال حال মিলে মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে কওল فا سببيه - اِجْتَنِبُوْا ফেয়েল, اَنْتُمْ ضمير مستتر ফায়েল, اَلرِّجْسَ মাফউলেবিহী, مِنْ হরফে জার, الْاَوْثَانِ মাজরুর, جار مجرور মিলে متعلق । فعل فاعل مفعول به ও متعلق মিলে جملہ فعلیہ انشائیہ হয়ে মুফাস্সার, اَىْ হরফে তাফসীর, اَلرِّجْسَ মাওছুফ, الَّذِيْ ইসমে মাওছুল هُوَ মুবতাদা الْاَوْثَانُ খবর, مبتدا خبر মিলে جملہ اسمیہ خبریہ

www.islamijindegi.com

হয়ে ছিলাহ। اسم موصول ও صله মিলে ছিফত, মাওছুফ ও ছিফত মিলে তাফসীর, مفسر تفسير মিলে কওল। قول مقوله মিলে মুযাফ ইলাইহি। مضاف مضاف اليه মিলে খবর مبتدا محذوف مثاله এর, মুবতাদা খবর মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ وَلِلزِّيَادَةِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واؤ মুসতানিফাহ, لِ হরফে জার, الزِّيَادَةِ মাজরুর, جار مجرور মিলে متعلق ও فاعل তার شبه فعل مُسْتَعْمَلٌ এর সাথে। شبه فعل - متعلق মিলে شبه جمله হয়ে খবর مبتدا محذوف لفظ من এর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى يَغْفِرْلَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ قَوْلُ মাছদার মুযাফ ، যুলহাল تَعَالٰى ফেয়েল, ضمير هُوَ ফায়েল, فعل فاعل মিলে جمله فعليه হয়ে হাল, حال ذو الحال মিলে মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে কওল, يغفر ফেয়েল, ضمير هو مستتر ফায়েল, لَ হরফে জার, كُمْ মাজরুর, جار مجرور মিলে متعلق اول, مِنْ হরফে জার (যায়েদা) ذُنُوْبِ মুযাফ, كُمْ মুযাফ ইলাইহ, مضاف مضاف اليه মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق ثانى ফেয়েল তার فاعل ও উভয় متعلق মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে মাকূলা, قول مقوله মিলে মুযাফ ইলাইহি نَحْوُ মুযাফের مضاف مضاف اليه মিলে খবর مبتدا محذوف مِثَالُهٗ এর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ وَاِلٰى لِاِنْتِهَاءِ الْغَايَةِ فِى الْمَكَانِ এর তারকীব বল

উত্তর ঃ واؤ مستانفه - لفظ اِلٰى মুবতাদা لِ হরফে জার اِنْتِهَاءِ মাছদারে মুযাফ الْغَايَةِ মুযাফ ইলাইহি। فِىْ হফে জার الْمَكَانِ মাজরুর جارمجرور মিলে متعلقহয়েছে اِنْتِهَاءِ মাছদারের সাথে, মাছদার তার মুযাফ ইলাইহি ও متعلق মিলে لِ হরফে জারের মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق - مستعمل শিবহে ফেয়েলের সাথে, شبه فعل তার ফায়েল ও متعلق মিলে شبه جمله হয়ে খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ (এ বাক্যের তারকীব مِنْ এর ১ম অর্থের উদাহারণে দেখুন।)

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ وَلِلْمُصَاحَبَةِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ وَ মুসতানিফাহ, لِ হরফে জার اَلْمُصَاحَبَةِ মাজরুর جار مجرور মিলে شبه فعل محذوف - متعلق مُسْتَعْمَلٌ شبه فعل এর সাথে তার ফায়েল ও متعلق মিলে لفظ الى مبتدامحذوف এর খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَاتَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ قَوْلِ মুযাফ ہ যুহাল تَعَالٰى ফেয়েল ضمير هُوَ ফায়েল, فعل فاعل মিলে جمله فعليه হয়ে হাল, حال ذو الحال মিলে মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে কওল, لَاتَاْكُلُوْا ফেয়েল اَنْتُمْ ফায়েল اَمْوَالَ মুযাফ هُمْ মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে মাফউলে বিহী اِلٰى হরফে জার اَمْوَالِ মুযাফ كُمْ মুযাফ ইলাইহ, مضاف مضاف اليهমিলে মাজরুর , جار مجرور মিলে مفسر, اَىْ হরফে তাফসীর مَعَ মুযাফ اَمْوَالِ মুযাফ ইলাইহি মুযাফ كُمْ মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে আবার মুযাফ ইলাইহি,. مضاف مضاف اليه মিলে তাফসীর, مفسر تفسير মিলে متعلق হয়েছে لَاتَاْكُلُوْا ফেয়েলের সাথে। ফেয়েল তার فاعل مفعول به ও متعلق মিলে جمله فعليه انشائيه হয়ে মাকূলা قول مقوله মিলে نحو মুযাফের মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে খবর مبتدا محذوف مِثَالُهٗ এর, مبتدا ও خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্নঃ وَقَدْ يَكُوْنُ مَابَعْدَهَا دَاخِلًا فِىْ حُكْمِ مَاقَبْلَهَا اِنْ كَانَ مَا بَعْدَهَا الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واؤ مستانفه - قَدْ হরফে তাক্বলীল يَكُوْنُ ফে'ল নাকেছ, مَا ইসমে মাওছুল, بَعْدَ মুযাফ, هَا মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে ظرف হয়েছে ثَبَتَ ফে'ল মাহযুফের, ثَبَتَ ফেয়েল ضمير هُوَ مستتر তার ফায়েল, فعل فاعل ও ظرف মিলে صله ইসমে মাওছুল ও ছিলাহ মিলে فعل ناقص তার اسم এর। داخلا শিবহে ফেয়েল, هُوَ ضمير তার ফায়েল, فِىْ হরফে জার, حُكْمِ মুযাফ, مَا ইসমে মাওছুল, قَبْلَ মুযাফ, هَا মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে ظرف হয়েছে ثَبَتَ ফেয়েলে মুকাদ্দার এর, ثَبَتَ فعل তার فاعل ও ظرف মিলে ছিলাহ اسم موصول صله মিলে মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে মাজরুর হয়েছে فِىْ হরফে জারের جار مجرور মিলে متعلق - داخلا শিবহে

www.islamijindegi.com

ফেয়েলের সহিত। শিবহে ফেয়েল তার ফায়েল এবং متعلق মিলে খবর হয়েছে يَكُونُ ফেয়েলে নাকিছ এর فعل ناقص তার ইসম ও খবর মিলে جملہ فعلیہ হয়ে جزائے مقدم । اِنْ হরফে শর্ত كَانَ ফেলে নাকিছ مَا ইসমে মাওছুল بَعْدَ মুযাফ هَا মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف الیہ মিলে وَقَعَ ফেলে মাহফুজের ظرف ফেয়েল তার فاعل ও ظرف মিলে ছিলাহ اسم موصول صلہ মিলে كَانَ فعل ناقص এর اسم , مِنْ হরফে জার جِنْسِ মুযাফ مَا ইসমে মাওছুল قَبْلَ মুযাফ هَا মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف الیہ মিলে ظرف فعل مقدر وَقَعَ এর ফেয়েল তার ফায়েল ও ظرف মিলে ছিলাহ। اسم موصول صلہ মিলে মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف الیہ মিলে মাজরুর হয়েছে مِنْ হরফে জারের جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে ثَابِتٌ শিবহে ফেয়েলের সহিত। শিবহে فعل তার فاعل ও متعلق মিলে খবর হয়েছে كَانَ فعل ناقص এর فعل ناقص তার اسم ও خبر মিলে جملہ فعلیہ হয়ে جزائے مقدم ও شرط مؤخر , شرط مؤخر মিলে جملہ فعلیہ شرطیہ

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ قَوْلِ মাছদারে মুযাফ ہ যমীর যুলহাল تَعَالٰى ফেয়েল ضمير هُوَ ফায়েল, فعل فاعل মিলে جملہ فعلیہ হয়ে হাল, حال ذو الحال মিলে কওল فَا - جزائیہ , اِغْسِلُوْا ফেয়েল وُجُوْهَ মুযাফ كُمْ মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف الیہ মিলে মাতুফ আলাইহি وَاوْ হরফে আতফ اَيْدِىْ মুযাফ كُمْ মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف الیہ মিলে মাতুফ معطوف معطوف علیہ মিলে মাফউলে বিহী اِلٰى হরফে জার الْمَرَافِقِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق - اِغْسِلُوْا ফেয়েলের সাথে, فعل তার فاعل مفعول بہ ও متعلق মিলে جملہ فعلیہ انشائیہ হয়ে পুর্বোক্ত (اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ) শর্তের জাযা, شرط جزا মিলে মাকূলা। قول مقولہ মিলে مضاف الیہ। مضاف مضاف الیہ মিলে খবর مِثَالُهٗ مبتدا محذوف এর, মুবতাদা খবর جملہ اسمیہ خبریہ

প্রশ্ন ঃ وَقَدْ لَايَكُوْنُ مَابَعْدَهَا دَاخِلًا فِىْ حُكْمِ مَا قَبْلَهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ مَا الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ وَاوْ مستانفہ - قَدْ হরফে তাকলীল لَايَكُوْنُ ফেয়েল নাকিছ مَا

www.islamijindegi.com

ইসমে মাওসূল بَعْدَ মুযাফ هَـا মুযাফ ইলাইহি مضاف اليه مضاف মিলে متعلق হয়েছে فعل محذوف وَقَعَ এর وَقَعَ ফেয়েল তার ফায়েল এবং متعلق মিলে ছিলাহ। اسم موصول صله মিলে لَايَكُوْنُ ফেয়েলে নাকিছ এর اسم । دَاخِلًا শিবহে ফেয়েল فِىْ হরফে জার حُكْم মুযাফ مَا ইসমে মাওসূল قَبْلَ মুযাফ هَا মুযাফ ইলাইহি। مضاف مضاف اليه মিলে متعلق - وَقَعَ ফেয়েলে মাহযুফের সাথে, ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে ছিলাহ। اسم موصول صله মিলে মুযাফ ইলাইহি হয়েছে حُكْم মুযাফের مضاف مضاف اليه মিলে মাজরুর فِىْ হরফে জারের جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে داخلا শিবহে ফেয়েলের সাথে শিবহে ফেয়েল তার فاعل ও متعلق মিলে খবর لَايَكُوْنُ এর, فعل ناقص তার اسم خبر মিলে جمله فعليه হয়ে জাযায়ে মুকাদ্দাম, اِنْ হরফে শর্ত لَمْ يَكُنْ ফেয়েল নাকিছ مَا ইসমে মাওসূল بَعْدَ মুযাফ هَا মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে فعل مقدر وَقَعَ এর সাথে متعلق। ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে صله । اسم موصول صله মিলে فعل ناقص এর ইসম। مِنْ হরফে জার جِنْس মুযাফ مَا ইসমে মাওসূল قَبْلَ মুযাফ هَا মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে فعل مقدر وَقَعَ এর সাথে متعلق । ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে ছিলাহ। اسم موصول ও صله মিলে মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে ثَابِتٌ শিবহে ফেয়েল মাহযুফের متعلق, শিবহে ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে খবর হয়েছে فعل ناقص لَمْ يَكُنْ এর, فعل ناقص তার ইসম খবর মিলে جمله فعليه হয়ে شرط مؤخر ও شرط مؤخر جزاءِ مقدم মিলে جمله شرطيه

প্রশ্নঃ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالٰى ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ قَوْلُ মুযাফ ه যুলহাল تَعَالٰى ফেয়েল ضمير هُوَ ফায়েল فعل فاعل মিলে হাল, حال ذوالحال মিলে মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে কওল, ثُمَّ تعقيبيه - اَتِمُّوا ফেয়েল ضمير اَنْتُمْ ফায়েল اَلصِّيَامَ মাফউলে বিহী اِلَى হরফে জার اللَّيْلِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে جمله فعليه হয়ে মাকূলা। قول مقوله মিলে মুযাফ ইলাইহি نَحْوُ মুযাফের, مضاف مضاف اليه মিলে খবর مِثَالُهٗ مبتدا محذوف এর, মুবতাদা খবর মিলে جمله اسميه خبريه

www.islamijindegi.com

حَتّٰى لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ فِى الزَّمَانِ نَحْوُ نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ وَفِى الْمَكَانِ نَحْوُ سِرْتُ الْبَلَدَ حَتَّى السُّوْقِ وَلِلْمُصَاحَبَةِ نَحْوُ قَرَأْتُ وِرْدِىْ حَتَّى الدُّعَاءِ اَىْ مَعَ الدُّعَاءِ وَمَا بَعْدَهَا قَدْ يَكُوْنُ دَاخِلًا فِىْ حُكْمِ مَا قَبْلَهَا نَحْوُ اَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتّٰى رَأْسِهَا وَقَدْ لَايَكُوْنُ دَاخِلًا فِيْهِ نَحْوَ الْمِثَالِ الْمَذْكُوْرِ وَهِىَ مُخْتَصَّةٌ بِالْاِسْمِ الظَّاهِرِ بِخِلَافِ اِلٰى فَلَايُقَالُ حَتَّاهُ وَيُقَالُ اِلَيْهِ

সহজ তরজমা ও তাশরীহ -

৫ম হরফ حَتّٰى ইহা পাঁচটি অর্থে ব্যবহৃত হয় ঃ

(১) انتهاء غايت فى الزمان (সময়ের দূরত্বের শেষ সীমানা) এর অর্থে ঃ যেমন- نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ (আমি গত রাত্রে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়েছি)। (২) انتهاء غايت فى المكان (স্থানগত দূরত্বের শেষ সীমানা) এর অর্থে ঃ যেমন- سِرْتُ الْبَلَدَ حَتَّى السُّوْقِ (আমি শহরটি ভ্রমণ করেছি বাজার পর্যন্ত।) (৩) مصاحبة ("সহ") এর অর্থে ঃ যেমন- قَرَأْتُ وِرْدِىْ حَتَّى الدُّعَاءِ (আমি দু'আসহ অজিফা পড়েছি।) এখানে حَتّٰى ব্যবহার হয়েছে مَعَ এর অর্থে। (৪) কখনো কখনো حَتّٰى এর পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন- اَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتّٰى رَأْسِهَا (আমি মাথাসহ মাছটি খেয়েছি)। (৫) কোন কোন সময় حَتّٰى এর পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত থাকে না। যেমন- (উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ হয়েছে) نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ (আমি গতরাতে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়েছি।) (অর্থাৎ সকালের পূর্ব পর্যন্ত।)

এখানে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, حَتّٰى শুধু ইসমে জাহেরের সাথে মিলে ব্যবহার হয়। কিন্তু اِلٰى তার বিপরীত অর্থাৎ اِلٰى ইসমে জাহের ও ইসমে জমীর উভয়ের সঙ্গে সমানভাবে ব্যবহৃত হয়, সুতরাং حَتَّاهُ বলা যাবে না। তবে اِلَيْهِ বলা যাবে

www.islamijindegi.com

সহজ প্রশোত্তর

প্রশ্ন ঃ حَتّٰى কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং উহা কি কি বল ?

উত্তর ঃ حَتّٰى পাঁচটি অর্থে ব্যবহৃত হয়–

(১) انتهاء غايت فى الزمان (সময়ের দূরত্বের শেষ সীমানা) এর অর্থে (২) انتهاء غايت فى المكان (স্থানগত দূরত্বের শেষ সীমানা) এর অর্থে (৩) مصاحبة ("সহ") এর অর্থে ঃ (৪) কখনো কখনো حتى এর পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়। (৫) কোন কোন সময় حَتّٰى এর পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত থাকে না।

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ وَحَتّٰى لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ فِى الزَّمَانِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ وَاوْ مستانفه লফজে حَتّٰى মুবতাদা لِ হরফে জার اِنْتِهَاءِ মাছদার মুজাফ اَلْغَايَةِ মুযাফ ইলাইহি فِىْ হরফের জার اَلزَّمَانِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق - হয়েছে اِنْتِهَاءِ মাছদারের সাথে, مصدر তার مضاف اليه ও متعلق মিলে মাজরুর, جار مجرور মিলে متعلق - مستعمل শিবহে ফেয়েলের সাথে শিবহে ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে খবর, মুবতাদা খবর মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ نِمْتُ ফেয়েল تُ ضمير بارز ফায়েল اَلْبَارِحَةَ মাফউলে বিহী حَتّٰى হরফে জার اَلصَّبَاحِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق। ফেয়েল ফায়েল মাফউলে বিহী ও মুতাআল্লিক মিলে جمله فعليه হয়ে মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে খবর مبتدا محذوف مِثَالُهٗ এর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

وَفِى الْمَكَانِ এ জুমলা আতফ হয়েছে পূর্বোল্লিখিত فِى الزَّمَانِ এর উপর।

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ سِرْتُ الْبَلَدَ حَتَّى السُّوْقِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ سِرْتُ ফেয়েল تُ ضمير بارز ফায়েল, اَلْبَلَدَ মাফউলে বিহী حَتّٰى জার اَلسُّوْقِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق। فعل فاعل مفعول ও متعلق মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে মুযাফ ইলাইহি। مضاف مضاف اليه মিলে খবর مبتدا محذوف مِثَالُهٗ এর, মুবতাদা খবর মিলে جمله اسميه خبريه

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ وَلِلْمُصَاحَبَةِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واؤ مستانفه - لِ হরফে জার اَلْمُصَاحَبَةِ মাজরুর جار مجرور মিলে مُسْتَعْمَلٌ - متعلق শিবহে ফেয়েলের সাথে, শিবহে ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে শিবহে জুমলা হয়ে খবর مبتدا محذوف لفظ حَتّٰى এর। مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ قَرَأْتُ وِرْدِيْ حَتَّى الدُّعَاءِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ قَرَأْتُ ফেয়েল تُ ضمير بارز ফায়েল وِرْدِ মুযাফ یْ متكلم মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে মাফউলে বিহী حَتَّى হরফে জার الدُّعَاءِ মাজরুর جار مجرور মিলে مفسر - اَىْ হরফে তাফসীর مَعَ মুযাফ الدُّعَاءِ মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে তাফসীর مفسر تفسير মিলে متعلق - قَرَأْتُ ফেয়েলের সাথে فعل فاعل مفعول به ও متعلق মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে মুযাফ ইলাইহি نَحْوُ মুযাফের مضاف مضاف اليه মিলে খবর مبتدا محذوف مِثَالُهُ এর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبرية

প্রশ্নঃ وَمَا بَعْدَهَا قَدْ يَكُوْنُ دَاخِلًا فِيْ حُكْمِ مَا قَبْلَهَا الخ এর তারকীব বল?

উত্তরঃ واو مستانفه - مَا ইসমে মাওসূল بَعْدَ মুযাফ هَا মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে ظرف হয়েছে ثَبَتَ ফেয়েল মাহযুফের فاعل فعل তার ও ظرف মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে صله ইসমে মাওসূল ছিলাহ মিলে মুবতাদা। قَدْ حرف تقليل ، يكون ফেয়েল নাকিছ هُوَ ضمير مستتر তার اسم دَاخِلًا , শিবহে ফেয়েল فِىْ হরফে জার حُكْمِ মুযাফ مَا ইসমে মাওসুল قَبْلَ মুযাফ هَا মুযাফ ইলাইহি। مضاف مضاف اليه মিলে ছিলাহ اسم موصول صله মিলে মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে دَاخِلًا শিবহে ফেয়েলের সাথে شبه فعل তার ফায়েল ও متعلق মিলে شبه جمله হয়ে খবর فعل ناقص তার اسم ও خبر মিলে মা'তুফ আলাইহি واؤ হরফে আতফ قَدْ হরফে তাক্বলীল لَايَكُوْنُ ফেয়েলে নাকিছ هُوَ ضمير مستتر তার ইসম دَاخِلًا শিবহে ফেয়েল فِىْ হরফে জার ہ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে دَاخِلًا শিবহে ফেয়েলের সাথে, شبه فعل তার ফায়েল ও متعلق মিলে খবর فعل ناقص তার اسم ও خبر মিলে جمله فعليه হয়ে

www.islamijindegi.com

মাতুফ, ما بعدها معطوف عليه ও معطوف মিলে جمله عاطفه হয়ে মুবতাদার খবর, مبتدا ও خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্নঃ نَحْوُ اَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتّٰى رَأْسِهَا এর তারকীব বল ?

উত্তরঃ نَحْوُ মুযাফ اَكَلْتُ ফেয়েল تُ ضمير بارز ফায়েল السَّمَكَةَ। মাফউলে বিহী حَتّٰى হরফে জার رَأْسِ মুযাফ هَا মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق ফেয়েলের সাথে فعل তার فاعل ও متعلق - مفعول به মিলে جمله فعليه হয়ে মুযাফ ইলাইহি, মুযাফ ইলাইহি মিলে খবর مبتدا محذوف مِثَالُهٗ مبتدا -এর خبر مبتدا মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্নঃ نَحْوُ الْمِثَالِ الْمَذْكُوْرِ এর তারকীব বল?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ اَلْمِثَالِ মাওছূফ اَلْمَذْكُوْرِ। সিফাত موصوف صفت মিলে মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে খবর مبتدا محذوف مِثَالُهٗ -এর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্নঃ وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِالْاِسْمِ الظَّاهِرِ بِخِلَافِ اِلٰى এর তারকীব বল ?

উত্তরঃ واو مستانفه - هِيَ ضمير مرفوع منفصل মুবতাদা مُخْتَصَّةٌ ইসমে মাফউল শিবহে ফেয়েল ضمير هِيَ নায়েবে ফায়েল بَا হরফে জার اَلْاِسْمِ মাওসূফ اَلظَّاهِرِ সিফাত موصوف صفت মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق اول শিবহে ফেয়েলের সাথে بَا হরফে জার خِلَافِ মুযাফ اِلٰى মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق ثانى শিবহে ফেয়েল তার نائب فاعل ও উভয় متعلق মিলে খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্নঃ فَلَا يُقَالُ حَتَّاهُ وَيُقَالُ اِلَيْهِ এর তারকীব বল ?

উত্তরঃ فَا বয়ানিয়্যাহ। لَا يُقَالُ ফেয়েলে মাজহুল حَتّٰى হরফে জার ہٗ মাজরুর جار مجرور মিলে بتاويل لفظ নায়েবে ফায়েল فعل مجهول তার نائب فاعل মিলে جمله فعليه হয়ে মাতুফ আলাইহি واو حرف عطف -- يُقَالُ ফেয়েলে মাজহুল اِلٰى হরফে জার ہ মাজরুর جار مجرور মিলে بتاويل لفظ নায়েবে ফায়েল, فعل مجهول ও নায়েবে ফায়েল মিলে جمله فعليه হয়ে মাতুফ معطوف عليه ও معطوف মিলে جمله عاطفه

www.islamijindegi.com

وَعَلٰى لِلْاِسْتِعْلَاءِ نَحْوُ زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَقَدْ تَكُوْنُ بِمَعْنَى الْبَاءِ نَحْوُ مَرَرْتُ عَلَيْهِ بِمَعْنَى مَرَرْتُ بِهٖ وَقَدْ تَكُوْنُ بِمَعْنَى فِيْ نَحْوُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ اَىْ فِيْ سَفَرٍ وَعَنْ لِلْبُعْدِ وَالْمُجَاوَزَةِ نَحْوُ رَمَيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ وَفِيْ لِلظَّرْفِيَّةِ نَحْوُ اَلْمَالُ فِي الْكِيْسِ وَنَظَرْتُ فِيْ الْكِتَابِ وَ لِلْاِسْتِعْلَاءِ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

৬ষ্ঠ হরফ عَلٰى (তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়) ঃ (১) استعلاء (কোন বস্তু উপরে থাকা) এর অর্থে ঃ যেমন- زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ (যায়েদ ছাদের উপর আছে) এ উদাহরণে عَلٰى বাস্তবেই উপরের অর্থ দিয়েছে। কখনো রূপকভাবে উপর এর অর্থ দেয়। যেমন- عَلَيْهِ دَيْنٌ (তাহার উপর ঋণ আছে)। (২) কোন কোন সময় عَلٰى শব্দটি باء-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। (অর্থাৎ- مجازى الصاق-এর অর্থ দেয়)। যেমন- مَرَرْتُ عَلَيْهِ ইহা مَرَرْتُ بِهٖ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (আমি তাহার কাছ দিয়ে গিয়েছি)। (৩) কোন কোন সময় عَلٰى-শব্দটি فِيْ-এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন-আল্লাহ তাআলা বলেন- اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ অর্থাৎ فِيْ سَفَرٍ (যদি তোমরা সফরে থাক।)

৭নং হরফে জার عن ইহা দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয় ঃ ইহা ব্যবহার হয় (১) بعد (২) مجاوزة (দূরত্ব ও অতিক্রম করা) এর অর্থে ঃ যেমন- رَمَيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ (আমি ধনুক হতে তীর নিক্ষেপ করেছি।

৮নং হরফে জার فِيْ (ইহা দুই অর্থে ব্যবহার হয়) ঃ (১) ظرفية (কোন জিনিসের কোন স্থান বা কালে অবস্থান বুঝানোর জন্য) এর অর্থে ঃ যেমন- اَلْمَالُ فِي الْكِيْسِ (সম্পদ বা মালটি থলিতে আছে। এটি হলো ظرفية

www.islamijindegi.com

نَظَرْتُ فِى الْكِتَابِ (-যেমন। বুঝায় ظرفية مجازى কখনো حقيقى (আমি বইটির দিকে দৃষ্টিপাত করেছি)। (২) কখনো استعلاء (উপরে বুঝানোর জন্য) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন- وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ (অবশ্যই আমি তোমাদেরকে খেজুর ডালের শুলে চড়াব।)

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ عَلٰى শব্দটি কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং কি কি বল?

উত্তর ঃ عَلٰى শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) اِسْتِعْلَاء (কোন বস্তু উপরে থাকা) এর অর্থে (২) কোন কোন সময় عَلٰى শব্দটি باء-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। (অর্থাৎ- الصاق مجازى-এর অর্থ দেয়)। (৩) কোন কোন সময় عَلٰى-শব্দটি فِىْ-এর অর্থে ব্যবহার হয়

প্রশ্ন ঃ عَنْ শব্দটি কয়টি অর্থে ব্যবহৃত এয় এবং কি কি বল?

উত্তর ঃ عَنْ শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) بعد (২) مجاوزة (দূরত্ব ও অতিক্রম করা) এর অর্থে

প্রশ্ন ঃ فِىْ শব্দটি কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং কি কি বল?

উত্তর ঃ فِىْ শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) ظرفية (কোন জিনিসের কোন স্থান বা কালে অবস্থান বুঝানোর জন্য) এর অর্থে , এটি হলো ظرفية حقيقى কখনো ظرفية مجازى বুঝায়। যেমনنَظَرْتُ فِى الْكِتَابِ (আমি বইটির দিকে দৃষ্টিপাত করেছি)।

(২) কখনো استعلاء (উপরে বুঝানোর জন্য) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ وَعَلٰى لِلْاِسْتِعْلَاءِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واؤ مستانفه - لفظ عَلٰى মুবতাদা ل হরফে জার اَلْاِسْتِعْلَاءِ মাজরুরে মুমাইয়ায اِمَّا হরফে তারদীদ حَقِيْقَةً তামীযে আউয়াল وَاوْ হরফে আতফ اِمَّا হরফে তারদীদ مُجَازًا তামীযে ছানী مميز ও উভয় تميز মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে মুতাআল্লেক হয়েছে مُشْتَغَمَلٌ شبه فعل -এর সাথে شبه فعل - متعلق তার নায়েবে ফায়েল ও متعلق মিলে محذوف খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ, زَيْدٌ মুবতাদা, عَلَى হরফে জার, السَّطْحِ মাজরুর, جار مجرور মিলে متعلق এর সাথে ثابت شبه فعل শিবহে ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে শিবহে জুমলা হয়ে খবর زَيْدٌ মুবতাদার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে মাতুফ আলাইহি। وَاوْ হরফে আতফ, عَلَى হরফে জার, ه মাজরুর, جار مجرور মিলে ثَابِتٌ শিবহে ফেয়েলের সাথে متعلق শিবহে ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে خبر مقدم - دَيْنٌ মুবতাদা মুয়াখখার, خبر مقدم مبتدا مؤخر মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে মাতুফ, معطوف عليه ও معطوف মিলে جملہ عاطفه হয়ে মুযাফ ইলাইহি হয়েছে نَحْوُ মুযাফের, مضاف مضاف اليه মিলে খবর হয়েছে مثاله মুবতাদা মাহযুফের, مبتدا خبر মিলে جملہ اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَقَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى الْبَاءِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واؤ মুসতানিফাহ, قَدْ হরফে তাক্বলীল, تَكُونُ ফেয়েলে নাকিছ, ضمير هِيَ مستتر তার ইস্ম, با হরফে জার, مَعْنَى মুযাফ, اَلْبَاءِ মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে মাজরুর, جار مجرور মিলে متعلق مُسْتَعْمَلَةٌ شبه فعل مقدر-এর সাথে শিবহে ফেয়েল তার নায়েবে ফায়েল ও متعلق মিলে খবর فعل ناقص-এর, فعل ناقص তার اسم خبر মিলে جملہ فعليه خبريه -

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ مَرَرْتُ عَلَيْهِ بِمَعْنَى مَرَرْتُ بِهِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ, مَرَرْتُ ফেয়েল, تُ ضمير بارز ফায়েল, عَلَى হরফে জার, ه মাজরুর, جار مجرور মিলে متعلق ফেয়েল ফায়েল ও متعلق মিলে جملہ فعليه হয়ে যুলহাল। با হরফে জার مَعْنَى মুযাফ مَرَرْتُ ফেয়েল تُ ফায়েল با হরফে জার ه মাজরুর, জার ও মাজরুর মিলে متعلق ফেয়েল ফায়েল متعلق মিলে جملہ فعليه হয়ে মুযাফ ইলাইহি مَعْنَى-এর। مضاف مضاف اليه মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে كائنة شبه فعل مقدر-এর সাথে شبه فعل তার فاعل ও متعلق মিলে হাল, ذو الحال حال মিলে মুযাফ ইলাইহি হয়েছে نحو মুযাফের, مضاف مضاف اليه মিলে খবর হয়েছে مثاله مبتدا محذوف এর, مبتدا خبر মিলে جملہ اسميه خبريه -

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ وَقَدْ تَكُوْنُ بِمَعْنٰى فِىْ– এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واؤ مستانفه – قَدْ হরফে تقليل – تَكُوْنُ ফেয়েলে নাকিছ, এর মধ্যে ضمير مستتر তার ইস্‌ম, بَا হরফে জার, مَعْنٰى মুযাফ, لفظ فِىْ মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে مقدر مُسْتَعْمَلَةً-এর সাথে, শিবহে ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে খবর, فعل ناقص তার اسم ও خبر মিলে جمله فعليه خبريه -

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ اَىْ فِىْ سَفَرٍ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ, قَوْلِ মাছদারে মুযাফ, ه যুলহাল, تَعَالٰى ফেয়েল, ضمير هُوَ مستتر ফায়েল, فعل فاعل মিলে جمله فعليه হয়ে হাল, ذوالحال حال মিলে মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে কওল। اِنْ হরফে শর্ত كُنْتُمْ ফেয়েলে নাকিছ ضمير بارز تُمْ তার ইসম عَلٰى হরফে জার سَفَرٍ মাজরুর, جار مجرور মিলে মুফাসসার, اَىْ হরফে তাফসীর, فِىْ হরফে জার, سَفَرٍ মাজরুর, جار مجرور মিলে تفسير। মুফাসসার ও تفسير মিলে ظرف مستقر বা متعلق হয়েছে كَائِنَةً শিবহে ফেয়েল এর সাথে, শিবহে ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে খবর, فعل ناقص তার اسم ও خبر মিলে جمله فعليه شرطيه হয়ে মাকূলা। قول مقوله মিলে মুযাফ ইলাইহি نحو মুযাফের, مضاف اليه মিলে খবর مبتدا محذوف مثاله -এর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ وَعَنْ لِلْبُعْدِ وَالْمُجَاوَزَةِ– এর তারকীব বল ?

উত্তর واؤ مستانفه – عَنْ মুবতাদা, لِ হরফে জার, اَلْبُعْدِ মাতুফ আলাইহি, وَاؤ হরফে আতফ اَلْمُجَاوَزَةِ মাতূফ, معطوف عليه معطوف মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে مستعملة শিবহে ফেয়েলের সাথে شبه فعل তার নায়েবে ফায়েল ও متعلق মিলে খবর। مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ رَمَيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوَ মুযাফ رَمَيْتُ ফেয়েল تُ যমীরে বারেয ফায়েল اَلسَّهْمَ মাফউলে বিহী عَنْ হরফে জার اَلْقَوْسِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق ফেয়েলের সাথে, ফেয়েল ফায়েল মাফউলে বিহী মুতাআল্লিক মিলে جمله فعليه হয়ে মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে খবর مبتدا محذوف مثاله -এর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ وَفِيْ لِلظَّرْفِيَّةِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو مستانفه - فِيْ মুবতাদা لِ হরফে জার الظَّرْفِيَّةِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق - مُسْتَعْمَلَةٌ مقدر -এর সাথে شبه فعل তার نائب فاعل ও متعلق মিলে খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্নঃ نَحْوُ اَلْمَالُ فِيْ الْكِيْسِ وَنَظَرْتُ فِيْ الْكِتَابِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ, اَلْمَالُ মুবতাদা, فِيْ হরফে জার, الْكِيْسِ মাজরুর, جار مجرور মিলে متعلق - হয়েছে مَوْجُوْدٌ مقدر-এর সাথে شبه فعل তার فاعل ও متعلق মিলে খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه হয়ে মাতুফ আলাইহি واؤ হরফে আতফ্ نَظَرْتُ ফেয়েল تُ ضمير بارز ফায়েল, فِيْ হরফে জার, الْكِتَابِ মাজরুর, جار مجرور মিলে متعلق। فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে মাতুফ معطوف عليه معطوف মিলে মুযাফ ইলাইহি نحو মুযাফের مضاف مضاف اليه মিলে খবর محذوف مبتدا مِثَالُهُ-এর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَلِلْاِسْتِعْلَاءِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو مستانفه - لِ হরফের জার اَلْاِسْتِعْلَاءِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق - مُسْتَعْمَلَةٌ مقدر -এর সাথে, شبه فعل তার نائب فاعل ও متعلق মিলে খবর محذوف مبتدا في -এর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ قَوْل মাছদারে মুযাফ ه যুলহাল تَعَالٰى ফেয়েল هُوَ ضمير مستتر ফায়েল فعل فاعل মিলে جمله فعليه হয়ে হাল। ذوالحال حال মিলে মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে কওল। واؤ আতেফাহ্ لَاُصَلِّبَنَّ ফেয়েল انا مستتر ضمير ফায়েল كُمْ মাফউলে বিহী فِيْ হরফে জার جُذُوْعِ মুযাফ النَّخْلِ মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق। فعل فاعل مفعول به ও متعلق মিলে جمله فعليه হয়ে মাকুলা, قول مقوله মিলে মুযাফ ইলাইহি نحو মুযাফের, مضاف مضاف اليه মিলে খবর محذوف مبتدا مِثَالُهُ-এর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

www.islamijindegi.com

وَالْكَافُ لِلتَّشْبِيْهِ نَحْوُ زَيْدٌ كَالْاَسَدِ وَقَدْ تَكُوْنُ زَائِدَةً نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَمُذْ وَمُنْذُ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ فِى الزَّمَانِ الْمَاضِىْ نَحْوُ مَا رَأَيْتُهٗ مُذْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ اَوْ مُنْذُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ اَىْ اِبْتِدَاءُ عَدَمِ رُؤْيَتِىْ اِيَّاهُ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلَى الْاٰنِ وَقَدْ تَكُوْنَانِ بِمَعْنٰى جَمِيْعِ الْمُدَّةِ نَحْوُ مَا رَأَيْتُهٗ مُذْ يَوْمَيْنِ اَوْ مُنْذُ يَوْمَيْنِ اَىْ جَمِيْعُ مُدَّةِ انْقِطَاعِ رُؤْيَتِىْ اِيَّاهُ يَوْمَانِ -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

৯ নং হরফে জার كاف ইহা তিনটি অর্থে ব্যবহার হয় ঃ (১) تشبيه (মতো" বা "অনুরূপ" অর্থ প্রকাশ করার জন্য) এর অর্থে ঃ যেমন- زَيْدٌ كَالْاَسَدِ (যায়েদ সিংহের মতো)। (২) زيادة (কখনো বাক্যে নিরর্থ এবং অতিরিক্ত ব্যবহার হয়।) যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন- لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ অর্থাৎ لَيْسَ مِثْلُهٗ شَيْءٌ (তার অনুরূপ কোন কিছুই নেই) (৩) اسم (كاف কখনো اسم হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়।) এর অর্থে ঃ যেমন- يَضْحَكْنَ عَنْ كَالْبَرَدِ الْمُنْهَمِّ (তারা বরফের ন্যায় শুভ্র দাঁত দিয়ে হাসে)।

১০-১১নং হরফে জার منذ- مذ এ শব্দ দুটি দুই অর্থে ব্যবহার হয়ঃ

(১) ابتداء الغاية فى الزمان الماضى (অতীতকালে কোন সময়ের শুরু বুঝানোর জন্য।) এর অর্থে ঃ যেমন- مَا رَأَيْتُهٗ مُذْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ অথবা مُنْذُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (আমি তাকে শুক্রবার হতে দেখিনি।) অর্থাৎ আজ পর্যন্ত আমি তাকে না দেখার শুরু হলো শুক্রবার। (২) جميع مدة (কখনো অতীতকালের মোট সময় বুঝানোর জন্য ব্যহার হয়।) এর অর্থে ঃ যেমন- مَارَأَيْتُهٗ مُذْ يَوْمَيْنِ اَوْمُنْذُ يَوْمَيْنِ (আমি তাকে দুদিন ধরে দেখিনি) অর্থাৎ তাকে আমার না দেখার সর্বমোট সময় হলো দু'দিন।

www.islamijindegi.com

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ كَافْ কয়টি অর্থে ব্যবহার হয় ?

উত্তর ঃ كَافْ তিনটি অর্থে ব্যবহার হয় ঃ

(১) تَشْبِيْه (মতো" বা "অনুরূপ" অর্থ প্রকাশ করার জন্য) এর অর্থে (২) زِيَادَةْ (কখনো বাক্যে নিরর্থ এবং অতিরিক্ত ব্যবহার হয়।) (৩) اسم (كاف কখনো اسم হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়।) হিসেবে

প্রশ্ন ঃ مُنْذُ – مُذْ কয়টি অর্থে ব্যবহার হয় ?

উত্তর ঃ مُنْذُ – مُذْ দুইটি অর্থে ব্যবহার হয় ঃ

(১) اِبْتِدَاءُ الْغَايَةِ فِى الزَّمَانِ الْمَاضِىْ (অতীতকালে কোন সময়ের শুরু বুঝানোর জন্য।) এর অর্থে (২) جَمِيْع مُدَّةْ (কখনো অতীতকালের মোট সময় বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়।) এর অর্থে

সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ وَالْكَافُ لِلتَّشْبِيْه এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ- واو مستانفه -وَاوْ اَلْكَافُ মুবতাদা لِ হরফে জার التَّشْبِيْه মাজরূর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে شبه فعل مقدر مُسْتَعْمَلَةٌ-এর সাথে شبه فعل তার فاعل ও متعلق মিলে খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ زَيْدٌ كَالْاَسَدِ – এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ زَيْدٌ মুবতাদা كَ হরফে জার اَلْاَسَدِ মাজরূর جار مجرور মিলে كَائِنٌ মুকাদ্দারের সাথে متعلق - شبه فعل তার ফায়েল ও متعلق মিলে খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه হয়ে মুযাফ ইলাইহি, مضاف اليه মিলে খবর مبتدا محذوف مثاله-এর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَقَدْ تَكُوْنُ زَائِدَةً –এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ وَاوْ মুসতানিফাহ্ قَدْ হরফে তাক্বলীল, تَكُوْنُ ফেয়েলে নাকিছ ضمير مستتر هى তার اسم – زَائِدَةً খবর। فعل ناقص তার اسم ও خبر মিলে جمله فعليه خبريه -

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ قَوْلُهُ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ اَىْ لَيْسَ مِثْلُهُ شَيْئٌ –এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ قَوْلُ মাসদারে মুযাফ ; যুলহাল تَعَالَى ফেয়েল ضمير তার ফায়েল فعل فاعل মিলে جمله فعليه হয়ে হাল ذوالحال حال মিলে মুযাফ ইলাইহি। مضاف مضاف اليه মিলে কওল। لَيْسَ ফেয়েলে নাকিছ ك হরফে জার مِثْلُ মুযাফ ; মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে كَائِنٌ مقدر -এর সাথে, শিবহে ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে খবরে মুকাদ্দাম। شَيْئٌ ইসমে مؤخر ، خبر مقدم ও اسم مؤخر মিলে جمله فعليه হয়ে مفسر – اَىْ হরফে তাফসীর لَيْسَ ফেয়েলে নাকিছ مِثْلُ মুযাফ , মুযাফ ইলাইহি مضاف – مضاف اليه মিলে لَيْسَ-এর খবর شَيْئٌ ইসম, فعل ناقص তার اسم خبر মিলে جملهٔ فعليه হয়ে তাফসীর مفسر تفسير মিলে মাকুলা قول مقول মিলে মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে মুযাফ ইলাইহি نَحْوُ مضاف এর مضاف مضاف اليه মিলে مِثَالُهُ مبتدا -এর খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه - - مبتدا محذوف

প্রশ্ন ঃ وَقَدْ تَكُوْنُ بِمَعْنَى الْاِسْمِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ وَاوْ মুসতানিফাহ্ قَدْ হরফে তাক্বলীল تَكُوْنُ ফেয়েলে নাকিছ ضمير هِىَ তার ইস্‌ম। بِا হরফে জার مَعْنَى মুযাফ اَلْاِسْمِ মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে ثَابِتَةٌ শিবহে ফেয়েলের সাথে متعلق। شبه فعل তার ফায়েল ও متعلق মিলে فعل ناقص-এর খবর। فعل ناقص তার اسم خبر মিলে جمله فعليه خبريه -

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ يَضْحَكْنَ عَنْ كَالْبَرْدِ الْمُنْهَمِّ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ يَضْحَكْنَ ফেয়েল نَ ضمير بارز তার ফায়েল عَنْ হরফে জার مِثْلُ كاف بمعنى মুযাফ اَلْبَرْدِ মাওসূফ اَلْمُنْهَمِّ ছিফাত موصوف صفت মিলে মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে মাজরুর, جار مجرور মিলে متعلق। فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে مثاله مبتدا محذوف -এর خبر। مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

www.islamijindegi.com

প্রশ্নঃ وَمُذْ وَمُنْذُ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ فِى الزَّمَانِ الْمَاضِى **এর তারকীব বল ?**

উত্তর : واو মুসতানিফাহ্, مُذْ মাতুফ আলাইহি, واو হরফে আত্ফ, مُنْذُ মাতুফ, معطوف معطوف عليه মিলে মুবতাদা, لِ হরফে জার, اِبْتِدَاءِ মাছদারে মুযাফ, الْغَايَةِ মুযাফ ইলাইহি, فِى হরফে জার, الزَّمَانِ মাওসূফ, الْمَاضِى সিফাত, موصوف صفت মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق- اِبْتِدَاءُ মাছদারের সাথে, مصدر তার مضاف اليه ও متعلق মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে مُسْتَعْمَلُ শিবহে ফেয়েলের সাথে شبه فعل তার فاعل ও متعلق মিলে খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন : نَحْوُ مَا رَأَيْتُهُ مُذْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوْمُنْذُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَىْ اِبْتِدَاءُ عَدَمِ رُؤْيَتِى اِيَّاهُ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلَى الْاٰنِ **এর তারকীব বল ?**

উত্তর : نَحْوُ মুযাফ مَا হরফে নফী رَأَيْتُ ফেয়েল تُ ضمير بارز ফায়েল ه মাফউলে বিহী مُذْ হরফে জার يَوْمَ মুযাফ الْجُمُعَةِ মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে মাতুফ আলাইহি, او হরফে আত্ফ, مُنْذُ হরফে জার, يَوْمَ মুযাফ, الْجُمُعَةِ মুযাফ ইলাইহি, মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরুর, جار مجرور মিলে মাতুফ। معطوف عليه ও معطوف মিলে متعلق হয়েছে مَارَأَيْتُ ফেয়েলের সাথে فعل তার فاعل مفعول به ও متعلق মিলে جمله فعليه হয়ে মুফাসসার, اَىْ হরফে তাফসীর, اِبْتِدَاءُ মুযাফ,, عَدَمِ মুযাফ ইলাইহি মুযাফ, رُؤْيَةِ মাছদারে মুযাফ, ى متكلم - معنى ফায়েল لفظًا মুযাফ ইলাইহি, اِيَّاهُ মাফউলে বিহী, رُؤْيَةُ মাছদার তার ফায়েলে মুযাফ ইলাইহি ও মাফউলে বিহী মিলে মুযাফ ইলাইহি হয়েছে عَدَمِ মুযাফে, مضاف ومضاف اليه মিলে আবার মুযাফ ইলাইহি مصدر ابتداء-এর, مضاف مضاف اليه মিলে মুবতাদা كَانَ ফেয়েলে নাকিছ ضمير هُوَ তার ইসম। يَوْمَ মুযাফ, الْجُمُعَةِ মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে খবর, اِلَى হরফে জার, الْاٰنِ মাজরুর, جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে كان-এর সাথে, كان ফেয়েলে নাকিছ তার ইসম خبر এবং متعلق মিলে جملة فعليه হয়ে খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে তাফসীর , তাফসীর মুফাসসার মিলে মুযাফ ইলাইহি ,মুযাফ মযাফ ইলাইহি মিলে مثاله এর খবর , মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ وَقَدْ تَكُوْنَانِ بِمَعْنَى جَمِيْعِ الْمُدَّةِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ, قَدْ হরফে তাকলীল, تَكُوْنَانِ ফেয়েলে নাকিছ هُمَا ضمير مستتر তার ইসম, بِ হরফে জার, مَعْنٰى মুযাফ, جَمِيْعِ মুযাফ ইলাইহি মুযাফ, الْمُدَّةِ মুযাফ ইলাইহি, مضاف اليه মিলে মুযাফ ইলাইহি হয়েছে مَعْنٰى-এর, মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে। مُسْتَعْمَلَتَيْنِ محذوف-এর সাথে, شبه فعل তার নায়েবে ফায়েল ও متعلق মিলে فعل ناقص -এর খবর, فعل ناقص তার اسم خبر মিলে جمله فعليه خبريه -

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ مَا رَأَيْتُهُ مُذْ يَوْمَيْنِ اَوْمُنْذُ يَوْمَيْنِ اَىْ جَمِيْعُ مُدَّةِ انْقِطَاعِ رُؤْيَتِىْ اِيَّاهُ يَوْمَانِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ, مَا হরফে নফী, رَأَيْتُ ফেয়েল, تُ ফায়েল, هُ মাফউলে বিহী, مُذْ হরফে জার, يَوْمَيْنِ মাজরুর, جار مجرور মিলে মাতুফ আলাইহি اَوْ হরফে আতফ, مُنْذُ হরফে জার, يَوْمَيْنِ মাজরুর, جار مجرور মিলে মাতুফ। معطوف ও معطوف عليه মিলে متعلق হয়েছে, فعل فاعل مفعول ও متعلق মিলে جمله فعليه হয়ে মুফাস্সার, اَىْ হরফে তাফসীর, جَمِيْعُ মুযাফ, مُدَّةِ মুযাফ ইলাইহি মুযাফ, اِنْقِطَاعِ মুযাফ ইলাইহি মুযাফ رُؤْيَةِ মাছদারে মুযাফ ىْ মুযাফ ইলাইহি (ফায়েল) اِيَّاهُ মাফউলে বিহী رُؤْيَةُ মাছদারে মুযাফ তার মুযাফ ইলাইহি ও مفعول به মিলে مضاف اليه হয়েছে انقطاع মুযাফের, اِنْقِطَاعُ মুযাফ তার مضاف اليه মিলে পুনঃ مضاف اليه হয়েছে, مدة মুযাফের مُدَّةِ মুযাফ তার مضاف اليه মিলে আবার مضاف اليه হয়েছে جَمِيْعِ মুযাফের, مضاف مضاف اليه মিলে মুবতাদা, يَوْمَانِ খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه হয়ে তাফসীর, مفسر تفسير মিলে মুযাফ ইলাইহি হয়েছে نحو মুযাফের, مضاف مضاف اليه মিলে খবর হয়েছে مبتدا محذوف এর مِثَالُهُ جمله اسميه خبريه মিলে مبتدا خبر -

www.islamijindegi.com

وَرُبَّ لِلتَّقْلِيْلِ وَلَهَا صَدْرُ الْكَلَامِ وَلَا يَكُوْنُ مَجْرُوْرُهَا اِلَّا نَكِرَةً مَوْصُوْفَةً وَلَا يَكُوْنُ مُتَعَلَّقُهٗ اِلَّا فِعْلًا مَاضِيًا نَحْوُرَبَّ رَجُلٍ كَرِيْمٍ لَقِيْتُهٗ وَقَدْ تَدْخُلُ عَلَى الضَّمِيْرِ الْمُبْهَمِ وَلَا يَكُوْنُ تَمْيِيْزُهٗ اِلَّا نَكِرَةً مَوْصُوْفَةً نَحْوُ رُبَّهٗ رَجُلًا جَوَادًا-

وَالْوَاوُ لِلْقَسَمِ وَهِىَ لَا تَدْخُلُ اِلَّا عَلَى الْاِسْمِ الظَّاهِرِ لَا عَلَى الْمُضْمَرِ نَحْوُ وَاللّٰهِ لَاَشْرَبَنَّ اللَّبَنَ وَقَدْتَكُوْنُ بِمَعْنَى رُبَّ نَحْوُ وَعَالِمٍ يَعْمَلُ بِعِلْمِهٖ اَىْ رُبَّ عَالِمٍ يَعْمَلُ بِعِلْمِهٖ وَالتَّاءُ لِلْقَسَمِ وَهِىَ لَاتَدْخُلُ اِلَّا عَلَى اِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى نَحْوِ تَا اللّٰهِ لَاَضْرِبَنَّ زَيْدًا-

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

১২ নং হরফে জার رُبَّ ইহা দুটি অর্থে ব্যবহার হয় ঃ (১) تقليل (স্বল্পতা)-এর অর্থে ঃ এটি সর্বদা বাক্যের শুরুতে ব্যবহার হয়। আর এর মাজরুরটি সর্বদা نكرة موصوفه হয় এবং এর متعلق টি সবসময় فعل ماضى হয়। যেমন- رُبَّ رَجُلٍ كَرِيْمٍ لَقِيْتُهٗ (আমি খুব অল্প সংখ্যক মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি) কোন কোন সময় এটি ضمير مبهم বা অস্পষ্ট ضمير-এর পূর্বে ব্যবহৃত হয়। তখন এর تمييز টি نكرة موصوفه হবে। যেমন- رُبَّهٗ رَجُلًا جَوَادًا لَقِيْتُهٗ। (দানশীল লোকের সংখ্যা নগণ্য, যাদের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করেছি।)(২) কখনো تكثير তথা অধিক অর্থ দেয়ার জন্য জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- رُبَّ مَالٍ صَرَفْتُهٗ (অনেক সম্পদ আমি খরচ করেছি)।

১৩ নং হরফে জার واو ইহা দুটি অর্থে ব্যবহার হয় ঃ

(১) قسم-এর অর্থে ঃ ইহা শুধু اسم ظاهر-এর পূর্বে ব্যবহার হয়। ضمير -এর পূর্বে ব্যবহার হয় না। যেমন- وَاللّٰهِ لَاَشْرَبَنَّ اللَّبَنَ (আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই দুধ পান করব।) (২) কখনো رب (تقليل)-এর অর্থে

www.islamijindegi.com

ব্যবহার হয় যেমন- رُبَّ عَالِمٍ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ وَعَالِمٍ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ অর্থাৎ
(এমন আলেমের সংখ্যা নগণ্য যারা স্বীয় ইলমের উপর আমল করে।)

১৪নং হরফে জার تاء ইহা শুধু কসমের অর্থে ব্যবহার হয় ঃ এবং শুধু আল্লাহর নামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। যেমন- تَاللّٰهِ لَاَضْرِبَنَّ زَيْدًا (আল্লাহর কসম! আমি যায়েদকে অবশ্যই মারব)

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ رُبَّ কয়টি অর্থে ব্যবহার হয়?

উত্তর ঃ رب দুটি অর্থে ব্যবহার হয় (১) تقليل (স্বল্পতা)-এর অর্থে ঃ এটি সর্বদা বাক্যের শুরুতে ব্যবহার হয়। আর এর মাজরূরটি সর্বদা نكره موصوفه হয় এবং এর متعلق টি সবসময় فعل ماضى হয়। (২) কখনো تكثير তথা অধিক অর্থ দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ঃ واو কয়টি অর্থে ব্যবহার হয়?

উত্তর ঃ واو দুটি অর্থে ব্যবহার হয় (১) قسم-এর অর্থে ঃ ইহা শুধু اسم ظاهر-এর পূর্বে ব্যবহার হয়। ضمير-এর পূর্বে ব্যবহার হয় না।

(২) কখনো رب (تقليل)-এর অর্থে ব্যবহার হয়

প্রশ্ন ঃ تاء কয়টি অর্থে ব্যবহার হয়?

উত্তর ঃ تاء একটি অর্থে ব্যবহার হয় । تاء **শুধু কসমের অর্থে ব্যবহৃত হয়** এবং শুধু আল্লাহর নামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ وَرُبَّ لِلتَّقْلِيْلِ - এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ্ رُبَّ মুবতাদা لِ হরফে জার اَلتَّقْلِيْلِ মাজরূর। جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে مُسْتَعْمَلَةٌ شبه فعل -এর সাথে شبه فعل তার نائب فاعل ও متعلق মিলে খবর خبر মুবতাদা مبتدا মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَلَهَا صَدْرُ الْكَلَامِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واؤ মুসতানিফাহ لَ হরফে জার هَا মাজরুর جار مجرور মিলে ثَابِتٌ مقدر -এর সাথে متعلق شبه فعل তার ফায়েল ও متعلق মিলে খবরে মুকাদ্দাম صَدْرُ মুযাফ اَلْكَلَامِ মুযাফ ইলাইহি مضاف اليه مضاف মিলে مبتدا মুয়াখ্খার। مبتدا مؤخر ও خبر مقدم মিলে جمله اسميه خبريه -

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ وَلَا يَكُوْنُ مَجْرُوْرُهَا اِلَّا نَكِرَةً مَوْصُوْفَةً এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واؤ আতেফাহ, لَايَكُوْنُ ফেয়েলে নাকিছ, مجرور মুযাফ, هَا মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে ইসম, اِلَّا হরফে এস্তেছনা, نَكِرَةً মাওসূফ, موصوفة সিফাত, موصوف صفت মিলে مستثنى مفرغ হয়ে فعل ناقص -এর খবর। فعل ناقص তার اسم ও خبر মিলে جمله فعليه خبريه معطوفه -

প্রশ্ন ঃ وَلَايَكُوْنُ مُتَعَلَّقُهُ اِلَّا فِعْلًا مَاضِيًا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو আতেফাহ, لَايَكُوْنُ ফেয়েলে নাকিছ, مُتَعَلَّقُ মুযাফ, هُ মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে ইসম, اِلَّا হরফে ইস্তেছনা, فِعْلًا মাওসূফ, مَاضِيًا সিফাত, موصوف صفت মিলে, مستثنى مفرغ হয়ে খবর, فعل ناقص তার اسم خبر মিলে جمله فعليه خبريه معطوفه -

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ رُبَّ رَجُلٍ كَرِيْمٍ لَقِيْتُهُ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ, رُبَّ হরফে জার, رَجُلٍ মাওসূফ, كَرِيْمٍ সিফাত, موصوف صفت মিলে মাজরুর। جار مجرور মিলে متعلق مقدم হয়েছে لَقِيْتُ ফেয়েলের সাথে, لَقِيْتُ ফেয়েল, تُ ফায়েল, فعل فاعل ও متعلق مقدم মিলে جمله فعليه হয়ে মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে খবর হয়েছে مثاله مبتدا محذوف -এর, مبتدا ও خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَقَدْ تَدْخُلُ عَلَى الضَّمِيْرِ الْمُبْهَمِ وَلَا يَكُوْنُ تَمِيْزُهُ اِلَّا نَكِرَةً مَوْصُوْفَةً এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ, قَدْ হরফে তাকলীল, تَدْخُلُ ফেয়েল, ضمير هِيَ مستتر ফায়েল, عَلٰى হরফে জার, الضَّمِيْرِ মাওসূফ, الْمُبْهَمِ সিফাত, موصوف صفت মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق - فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে মাতুফ আলাইহি, واو হরফে আত্ফ, لَايَكُوْنُ ফেয়েলে নাকিছ, تَمِيْزُ মুযাফ, هُ মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে لَايَكُوْنُ -এর ইস্ম اِلَّا হরফে এস্তেছনা, نَكِرَةً মাওসূফ, موصوفة সিফাত, موصوف صفت মিলে مستثنى مفرغ হয়ে لَايَكُوْنُ-এর খবর فعل ناقص তার اسم خبر মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে মাতুফ معطوف عليه معطوف মিলে جمله معطوفه -

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ رُبَّهُ رَجُلًا جَوَادًا لَقِيْتُهُ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ رُبَّ হরফে জার ةُ মুমাইয়্যায رَجُلًا মাওসূফ جَوَادًا সিফাত موصوف صفت মিলে تميز। مميز تميز মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق مقدم হয়েছে لَقِيْتُ ফেয়েল এর لَقِيْتُ ফেয়েল تُ ফায়েল فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه হয়ে মুযাফ ইলাইহি نَحْوُ মুযাফের مضاف مضاف اليه মিলে مثاله مبتدا مخذوف-এর খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَقَدْ يَكُوْنُ لِلتَّكْثِيْرِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ قَدْ হরফে তাকলীল يَكُوْنُ ফেয়েলে নাকিছ ضمير هُوَ مستتر তার ইস্‌ম لِ হরফে জার التَّكْثِيْرِ। মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে ثَابِتًا-এর সাথে ثَابِتًا শিবহে ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে يَكُوْنُ-এর খবর। فعل ناقص তার اسم خبر মিলে جمله فعليه خبريه

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ رُبَّ مَالٍ صَرَفْتُهُ এর তারকীববল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ رُبَّ হরফে জার مَالٍ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق مقدم হয়েছে صَرَفْتُ ফেয়েলের সাথে صَرَفْتُ ফেয়েল تُ ফায়েল ةُ মাফউলে বিহী। فعل فاعل مفعول ও متعلق মিলে جمله فعليه হয়ে মুযাফ ইলাইহি হয়েছে نَحْوُ মুযাফের مضاف مضاف اليه মিলে مثاله مبتدا محذوف-এর খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَالْوَاوُ لِلْقَسَمِ = এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ্ اَلْوَاوُ মুবতাদা لِ হরফে জার اَلْقَسَمِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে مُسْتَعْمَلَةٌ মুকাদ্দারের সাথে শিবহে ফেয়েল তার নায়েবে ফায়েল ও متعلق মিলে খবর। مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্নঃ وَهِيَ لَا تَدْخُلُ اِلَّاعَلَى الْاِسْمِ الظَّاهِرِ لَا عَلَى الْمُضْمَرِ

এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ هِيَ মুবতাদা لَا تَدْخُلُ ফেয়েল ضمير هِيَ مستتر তার ফায়েল اِلَّا হরফে ইস্তেছনা عَلَى হরফে জার اَلْاِسْمِ মাওসূফ اَلظَّاهِرِ। সিফাত।

www.islamijindegi.com

মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে মাতুফ আলাইহি لا হরফে موصوف صفت আতফ عَلٰى হরফে জার اَلْمُضْمَر মাজরুর جار مجرور মিলে মাতুফ معطوف عَلَيه ও معطوف মিলে متعلق হয়েছে لَاتَدْخُلُ ফেয়েলের সাথে فعل তার ফায়েল ও متعلق মিলে جمله فعليه হয়ে খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ وَاللّٰهِ لَاَشْرَبَنَّ اللَّبَنَ = এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ وَاوْ قسميه হরফে জার لفظ اَللّٰهُ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে اُقْسِمُ ফেয়েলে مقدر-এর সাথে اُقْسِمُ ফেয়েল اَنَا ضمير তার ফায়েল فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه انشائيه হয়ে قسم - لَاَشْرَبَنَّ ফেয়েল ضميراَنَا তার ফায়েল اَللَّبَنَ মাফউলে বিহী فعل فاعل مفعول به মিলে جمله فعليه হয়ে جواب قسم কসম ও جواب قسم মিলে মুযাফ ইলাইহি হয়েছে نحو মুযাফের مضاف مضاف اليه মিলে খবর হয়েছে مِثَالُهٗ مبتدا محذوف -এর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَقَدْتَكُوْنُ بِمَعْنٰى رُبَّ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ وَاوْ মুসতানিফাহ্, قَدْ হরফে তাকলীল, تَكُوْنُ ফেয়েলে নাকিছ, ضمير هِيَ তার ইসম با হরফে জার, معنى মুযাফ, رُبَّ মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে مُسْتَعْمَلَةٌ -এর সাথে। مُسْتَعْمَلَةٌ তার نائب فاعل ও متعلق মিলে فعل ناقص محذوف -এর খবর فعل ناقص তার اسم خبر মিলে جمله فعليه خبريه -

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ وَعَالِمٍ يَعْمَلُ بِعِلْمِهٖ اَىْ رُبَّ عَالِمٍ يَعْمَلُ بِعِلْمِهٖ

এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ, واو بمعنى رُبَّ হরফে জার, عَالِمٍ মাওসূফ, يَعْمَلُ ফেয়েল, ضمير هُوَ তার ফায়েল, بِا হরফে জার عِلْمِ মুযাফ , ه মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে মাজরুর, جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে يَعْمَلُ-এর সাথে, فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه হয়ে সিফাত, موصوف صفت মিলে মাজরুর, جار مجرور মিলে মুফাসসার, اَىْ হরফে তাফসীর, رُبَّ হরফে জার, عَالِم মাওসূফ, يَعْمَلُ ফেয়েল, ضمير هُوَ ফায়েল بِا

www.islamijindegi.com

হরফে জার عِلْمِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি مضاف اليه مضاف মিলে মাজরুর, جار مجرور মিলে متعلق। فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه হয়ে مفسر। تفسير মিলে جار مجرور মাজরুর মিলে موصوف صفت সিফাত, خبر মিলে مضاف ومضاف اليه মুযাফ ইলাইহি মুযাফের نَحْوُ মিলে تفسير হয়েছে مِثَالُهٗ مبتدا محذوف-এর خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ نَحْوُتَاللّٰهِ لَاَضْرِبَنَّ زَيْدًا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ قسميه تَاء হরফে জার, লফযে اَللّٰه মাজরুর, جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে مقدر اُقْسِمُ-এর সাথে اُقْسِمُ ফেয়েল ضميراَنَا তার ফায়েল فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه انشائيه হয়ে কসম, لَاَضْرِبَنَّ ফেয়েল, ضمير اَنَا مستتر ফায়েল, زَيْدًا মাফউলে বিহী। فعل فاعل ও مفعول به মিলে جملة فعليه হয়ে জওয়াবে কসম, قسم جواب قسم মিলে مِثَالُهٗ مبتدا খবর মিলে مضاف مضاف اليه মুযাফের نَحْوُ হয়েছে مضاف اليه محذوف -এর, خبر مبتدا মিলে جمله اسميه خبريه -

www.islamijindegi.com

اِعْلَمْ اَنَّهٗ لَابُدَّ لِلْقَسَمِ مِنَ الْجَوَابِ فَاِنْ كَانَ جَوَابُهٗ جُمْلَةً اِسْمِيَّةً فَاِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً وَجَبَ اَنْ تَكُوْنَ مُصَدَّرَةً بِاِنْ اَوْ لَامِ الْاِبْتِدَاءِ نَحْوُ وَاللّٰهِ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَوَاللّٰهِ لَزَيْدٌ قَائِمٌ وَاِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا وَلَا وَاِنْ مِثْلُ وَاللّٰهِ مَا زَيْدٌ قَائِمًا وَوَاللّٰهِ لَازَيْدٌ فِى الدَّارِ وَلَا عَمْرٌو وَوَاللّٰهِ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَاِنْ كَانَ جَوَابُهٗ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً فَاِنْ كَانَ مُثْبَتَةً كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِاللَّامِ وَقَدْ اَوْ بِاللَّامِ وَحْدَهٗ مِثْلُ وَاللّٰهِ لَقَدْ قَامَ زَيْدٌ وَ وَاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

জেনে রাখ! কসমের জন্য একটি جواب قسم-এর প্রয়োজন।(ক) جواب قسم যদি جمله اسميه হয় এবং مثبت বা হাঁ বাচক বাক্য হয়, তাহলে সে বাক্যকে ان অথবা لام ابتداء দ্বারা শুরু করা ওয়াজিব। (অর্থাৎ সে বাক্যের শুরুতে ان অথবা لام ابتداء আনতে হবে) যেমন- وَاللّٰهِ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ এবং وَاللّٰهِ لَزَيْدٌ قَائِمٌ (আল্লাহর কসম নিশ্চয় যায়েদ দাঁড়িয়ে আছে)। (খ) আর যদি جمله اسميه টি منفى বা না বাচক হয়, তাহলে বাক্যটির শুরুতে ما অথবা لا ان نافيه আনতে হবে। যেমন- وَاللّٰهِ مَا زَيْدٌ قَائِمًا (আল্লাহর কসম! যায়েদ দাঁড়ানো নয়।) وَاللّٰهِ لَازَيْدٌ فِى الدَّارِ وَلَا عَمْرٌو (আল্লাহর কসম! ঘরে যায়েদও নেই, আমরও নেই।) وَاللّٰهِ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ (আল্লাহর কসম! যায়েদ দাঁড়ানো নেই)। (গ) জওয়াবে কসমটি যদি جمله فعليه হয়, এবং مثبت বা হাঁ বাচক হয়, তাহলে বাক্যের শুরুতে لام ও قد অথবা শুধু لام আনতে হবে। যেমন- وَاللّٰهِ لَقَدْ قَامَ زَيْدٌ (আল্লাহর কসম! যায়েদ অবশ্যই দাঁড়িয়েছে) وَاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا (আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই এরূপ করব)।

www.islamijindegi.com

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ قسم (শপথ) এর জন্য কি প্রয়োজন ? এবং جواب قسم এর শুরুতে কখন কি শব্দ সংযোগ করতে হয় বল ?

উত্তর ঃ জেনে রাখ! কসমের জন্য একটি جواب قسم-এর প্রয়োজন।

(ক) جواب قسم যদি جملہ اسمیہ হয় এবং مثبت বা হাঁ বাচক বাক্য হয়, তাহলে সে বাক্যকে ان অথবা لام ابتداء দ্বারা শুরু করা ওয়াজিব। (অর্থাৎ সে বাক্যের শুরুতে ان অথবা لام ابتداء আনতে হবে) যেমন- والله اِنَّ زيدًا قَائِمٌ এবং وَاللّٰهِ لَزَيْدٌ قَائِمٌ (আল্লাহর কসম নিশ্চয় যায়েদ দাঁড়িয়ে আছে)।

(খ) আর যদি جملہ اسمیہ টি منفی বা না বাচক হয়, তাহলে বাক্যটির শুরুতে ما، لا অথবা ان نافیہ আনতে হবে। যেমন- وَاللّٰهِ مَا زَيْدٌ قَائِمًا (আল্লাহর কসম! যায়েদ দাঁড়ানো নয়।) وَاللّٰهِ لَازَيْدٌ فِى الدَّارِ وَلَا عَمْرٌو (আল্লাহর কসম! ঘরে যায়েদও নেই, আমরও নেই।) وَاللّٰهِ اِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ (আল্লাহর কসম! যায়েদ দাঁড়ানো নেই)।

(গ) জওয়াবে কসমটি যদি جملہ فعلیہ হয়, এবং مثبت বা হাঁ বাচক হয়, তাহলে বাক্যের শুরুতে لام ও قد অথবা শুধু لام আনতে হবে। যেমন- وَاللّٰه لَقَدْ قَامَ زَيْدٌ (আল্লাহর কসম! যায়েদ অবশ্যই দাঁড়িয়েছে) وَاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا (আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই এরূপ করব)।

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্নঃ اِعْلَمْ اَنَّهُ لَابُدَّ لِلْقَسَمِ مِنَ الْجَوَابِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ اِعْلَمْ- ফেয়েল ضمیر اَنْتَ ফায়েল اَنَّ - حرف مشبہ بالفعل । ہ জমীরে শান তার ইস্‌ম, لَا লায়ে নফী জিন্‌স بُدَّ তার اسم - لِ হরফে জার اَلْقَسَمِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق اول হয়েছে مقدر صَادِرٌ-এর সাথে مِنَ হরফে জার اَلْجَوَابِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق ثانى হয়েছে صَادِرٌ-এর সাথে। شبہ فعل তার فاعل ও উভয় متعلق মিলে لائے نفی جنس -এর খবর। لائی نفی جنس তার اسم خبر মিলে اِنَّ حرف مشبہ بالفعل -এর খবর। اِنَّ তার اسم ও خبر মিলে جملہ اسمیہ হয়ে اِعْلَمْ ফেয়েলের مفعول بہ হয়েছে فعل فاعل مفعول بہ মিলে جملہ فعلیہ انشائیہ -

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন - فَاِنْ كَانَ جَوَابُهٗ جُمْلَةً اِسْمِيَّةً এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ فَاتفصيليه - اِنْ হরফে শর্ত كَانَ ফেয়েলে নাকিছ جَوَابُ মুযাফ ةٗ মুযাফ ইলাইহি مضاف اليه مضاف মিলে ইস্‌ম্ جُمْلَةً মাওসূফ اسمية সিফাত, موصوف صفت মিলে كَانَ এর খবর। كَانَ তার اسم خبر মিলে جملہ فعليه হয়ে شرط اول -

প্রশ্ন ঃ فَاِنْ كَانَتْ الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ فاتفصيليه - اِنْ হরফে শর্ত كَانَتْ ফেয়েলে নাকিছ ضمير هِيَ مستتر তার ইস্‌ম্ مثبتة খবর فعل ناقص তার اسم خبر মিলে جمله فعليه হয়ে شرط ثانى -

প্রশ্ন ঃ وَجَبَ اَنْ تَكُوْنَ الخ = এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ وَجَبَ ফেয়েল اَنْ মাছদারিয়্যাহ تَكُوْنَ ফেয়েলে নাকিছ ضمير هِيَ তার ইস্‌ম مُصَدَّرَةً শিবহে ফেয়েল ضمير هِيُ তার নায়েবে ফায়েল بِا হরফে জার اِنْ মাতুফ আলাইহি اَوْ হরফে আত্ফ لَام মুযাফ اَلاِبْتِدَاءِ মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে মাতুফ। معطوف عليه معطوف মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে শিবহে ফেয়েলের সাথে। شبه فعل তার نائب فاعل ও متعلق মিলে تَكُوْنُ-এর খবর। تَكُوْنُ তার اسم خبر মিলে جمله فعليه হয়ে بتاويل مفرد ফায়েল হয়েছে وَجَبَ ফেয়েলের। فعل فاعل মিলে جمله فعليه হয়ে শর্তে ছানীর জাযা। شرط جزا মিলে جمله شرطيه হয়ে আবার شرط اول-এর جزا হয়েছে। شرط اول ও جزا মিলে جمله شرطيه خبريه

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ وَاللّٰهِ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ وَاوْ হরফে জার লফযে اَللّٰهِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে فعل مقدر اُقْسِمُ -এর সাথে। اُقْسِمُ ফেয়েল ضميرانا ফায়েল فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه انشائيه হয়ে কসম। اِنَّ حرف - مشبه بالفعل زَيْدًا তার ইস্‌ম قَائِمٌ খবর। اِنَّ তার اسم خبر মিলে جمله اسميه হয়ে জওয়াবে কসম, قسم ও جواب قسم মিলে جمله قسميه হয়ে মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে مبتدا محذوف مِثَالُهٗ -এর খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ وَاِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا وَلَا وَاِنْ الخ এর তারকীব বল

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ اِنْ হরফে শর্ত كَانَتْ ফেয়েলে নাকিছ ضمير هِيَ مستتر তার ইসম مَنْفِيَّةً খবর। فعل ناقص তার اسم خبر মিলে جمله فعليه হয়ে শর্ত كَانَتْ ফেয়েলে নাকিছ ضمير هِيَ مستتر তার ইসম مُصَدَّرَةً (ইসমে মাফউল) শিবহে ফেয়েল ضمير هِيَ তার নায়েবে ফায়েল با হরফে জার مَا মাতুফ আলাইহি واو হরফে আতফ لَا মাতুফে আউয়াল واو হরফে আতফ اِنْ মাতুফে ছানী معطوف عليه তার উভয় মাতুফ মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে مُصَدَّرَةً শিবহে ফেয়েলের সাথে, شبه فعل তার নায়েবে ফায়েল ও متعلق মিলে খবর হয়েছে كَانَتْ-এর, كَانَتْ তার اسم خبر মিলে جمله فعليه হয়ে জাযা, شرط جزا মিলে جمله شرطيه -

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ وَاللّٰهِ مَا زَيْدٌ قَائِمًا – এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ وَاوْ হরফে জার লফজে اللّٰهِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق – اُقْسِمُ ফেয়েলে মুকাদ্দার এর সাথে فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه انشائيه হয়ে কসম مَا – مَا مشبه بليس - زَيْدٌ তার ইসম قَائِمًا তার খবর مَا তার اسم خبر মিলে جمله اسميه হয়ে

জওয়াবে কসম قسم جواب قسم মিলে মুযাফ ইলাইহি। مضاف مضاف اليه মিলে جمله اسميه -এর খবর, مبتدا خبر মিলে مثاله مبتدا محذوف جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَوَاللّٰهِ لَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرٌو এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ প্রথম وَاوْ আতেফা দ্বিতীয় وَاوْ হরফে জার লফযে اللّٰهِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق – اُقْسِمُ ফেয়েলের সাথে اُقْسِمُ ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে جمله فعليه انشائيه হয়ে কসম لَا লায়ে নফী জিনস زَيْدٌ তার ইস্‌ম فِي হরফে জার الدَّارِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে مَوْجُوْدٌ শিবহে ফেয়েলের সাথে شبه فعل তার نائب فاعل ও متعلق মিলে খবর। لائى نفي جنس তার اسم خبر মিলে جمله اسميه হয়ে মাতুফ আলাইহি واؤ হরফে আতফ لَا লায়ে নফী জিন্‌স عَمْرٌو তার ইসম, মুকাদ্দার فِي الدَّارِ এর মধ্যে فِيْ হরফে জার الدَّارِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে موجود শিবহে ফেয়েল محذوف -এর সাথে। شبه فعل তার نائب فاعل ও متعلق মিলে খবর।

www.islamijindegi.com

لائی نفی جنس তার ইসম খবর মিলে جملہ اسمیہ خبریہ হয়ে মাতুফ معطوف علیہ معطوف মিলে জওয়াবে কসম, قسم جواب قسم মিলে মাতুফে আউয়াল।

প্রশ্ন ঃ وَوَاللّٰهِ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ প্রথম وَاوْ আতেফাহ দ্বিতীয় واو হরফে জার লফযে الله মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق ও فاعل فعل তার متعلق - اُقْسِمُ ফেয়েলের সাথে মিলে مبتدا হয়ে কসম اِنْ নাফিয়াহ زَيْدٌ মুবতাদা قَائِمٌ খবর جملہ فعلیہ انشائیہ মিলে جملہ اسمیہ خبر হয়ে জওয়াবে কসম, قسم جواب قسم মিলে মাতুফে ছানী, معطوف علیہ معطوف তার উভয় معطوف মিলে جملہ عاطفہ হয়ে مِثْلُ মুযাফের মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف الیہ মিলে খবর مِثَالُهٗ مبتدا محذوف-এর, مبتدا خبر মিলে جملہ اسمیہ خبریہ -

প্রশ্ন ঃ وَاِنْ كَانَ جَوَابُهٗ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً فَاِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً كَانَتْ مُصَدَّرَةً بالـلام الـخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ وَاوْ মুসতানিফাহ اِنْ হরফে শর্ত كَانَ ফেয়েলে নাকিছ جَوَابٌ মুযাফ ةٌ মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف الیہ মিলে كَانَ এর ইস্ম جملة মাওসূফ فعلية সিফাত موصوف صفت মিলে খবর فعل ناقص তার اسم خبر মিলে شرط اول। فَا হরফে তাফসীল اِنْ হরফে শর্ত كَانَتْ ফেয়েলে নাকিছ ضمير هِيَ مستتر তার ইসম مُثْبَتَةً তার খবর كَانَتْ তার اسم خبر মিলে جملہ فعلیہ হয়ে شرط ثانی। كانت ফেয়েলে নাকিছ ضمير هِيَ তার ইসম مُصَدَّرَةً শিবহে ফেয়েল ضمير هِيَ তার নায়েবে ফায়েল بِا হরফে জার اَللَّامِ মাতুফ আলাইহি وَاوْ আতেফা قَدْ মাতুফ معطوف علیہ معطوف মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে মাতুফ আলাইহি اَوْ হরফে আতফ بِا হরফে জার اَللَّامِ যুলহাল وَحْدَ মুযাফ ةٌ মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف الیہ মিলে হাল ذوالحال حال মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে মাতুফ معطوف علیہ ও معطوف মিলে متعلق হয়েছে مُصَدَّرَةً -এর, শিবহে ফেয়েল তার نائب فاعل ও متعلق মিলে كَانَتْ এর খবর। كَانَتْ তার اسم خبر মিলে جملہ فعلیہ হয়ে শর্তে ছানীর জাযা। شرط جزا মিলে جملہ

www.islamijindegi.com

جملة شرطيه হয়ে পুনরায় জাযা হয়েছে شرط اول -এর شرط اول ও جزا মিলে جملة شرطيه مستانفه -

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ وَاللّٰهِ لَقَدْ قَامَ زَيْدٌ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ وَاوْ হরফে জার লফযে اللّٰهِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق - اُقْسِمُ ফেয়েলে মুকাদ্দারের সাথে اُقْسِمُ ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে جمله فعليه انشائيه হয়ে কসম। لَ হরফে এবতেদা (তাকীদ এর অর্থে) قَدْ হরফে তাহক্বীক (قَدْ মাজীর শুরুতে আসলে তাহকীক এর অর্থ দান করে) قَامَ ফেয়েল زَيْدٌ ফায়েল, فعل فاعل মিলে جمله فعليه হয়ে জওয়াবে কসম قسم جواب قسم মিলে মাতুফ আলাইহি।

প্রশ্ন ঃ وَوَاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ প্রথম وَاوْ আতেফাহ দ্বিতীয় وَاوْ হরফে জার লফযে اللّٰهِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق – اُقْسِمُ ফেয়েলের সাথে فعل তার فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه انشائيه হয়ে কসম। لَاَفْعَلَنَّ ফেয়েল اَنَا ضمير ফায়েল كَ হরফে জার ذَا ইসমে ইশারা মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে ফেয়েলের সাথে فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه হয়ে জওয়াবে কসম। قسم جواب قسم মিলে جمله قسميه انشائيه হয়ে মাতুফ। معطوف ও معطوف عليه মিলে مثل মুযাফের মুযাফ ইলাইহি مضاف اليه مضاف মিলে مثاله مبتدا محذوف-এর খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

www.islamijindegi.com

وَاِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً فَاِنْ كَانَتْ فِعْلًا مَاضِيًا كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا مِثْلُ وَاللّٰهِ مَاقَامَ زَيْدٌ وَاِنْ كَانَتْ فِعْلًا مُضَارِعًا كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا وَلَا وَلَنْ مِثْلُ وَاللّٰهِ مَا اَفْعَلَنَّ كَذَا وَوَاللّٰهِ لَا اَفْعَلَنَّ كَذَا وَوَاللّٰهِ لَنْ اَفْعَلَ كَذَا وَقَدْ يَكُوْنُ جَوَابُ الْقَسَمِ مَحْذُوْفًا اِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَسَمِ جُمْلَةً كَالْجُمْلَةِ الَّتِىْ وَقَعَتْ جَوَابُهٗ مِثْلُ زَيْدٌ عَالِمٌ وَاللّٰهِ اَىْ وَاللّٰهِ اِنَّ زَيْدًا عَالِمٌ اَوْكَانَ الْقَسَمُ وَاقِعًا بَيْنَ الْجُمْلَةِ الْمَذْكُوْرَةِ مِثْلُ زَيْدٌ وَاللّٰهِ عَالِمٌ اَىْ وَاللّٰهِ اِنَّ زَيْدًا عَالِمٌ -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

(ঘ) যদি منفى (جواب قسم) (না বাচক) জুমলায়ে فعليه হয় এবং فعل ماضى হয়। তাহলে جواب قسم কে مَا দ্বারা আরম্ভ করতে হবে। যেমন– وَاللّٰهِ مَاقَامَ زَيْدٌ (আল্লাহর কসম! যায়েদ দাঁড়ায়নি)। (ঙ) আর যদি فعل مضارع হয়, তাহলে مَا – لَا এবং لَنْ দ্বারা শুরু করতে হবে। যেমন– وَاللّٰهِ مَا اَفْعَلَنَّ كَذَا (আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই এরূপ করব না)। وَاللّٰهِ لَا اَفْعَلَنَّ كَذَا (আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই এরূপ করব না)। وَاللّٰهِ لَنْ اَفْعَلَ كَذَا (আল্লাহর কসম! আমি এরূপ কখনো করব না।)

কখনো কখনো جواب قسم মাহযুফ থাকে। কিন্তু শর্ত হলো কসমের পূর্বে জওয়াবে কসমের মতোই একটি বাক্য উল্লেখ থাকতে হবে। যেমন– زَيْدٌ عَالِمٌ وَاللّٰهِ (যায়েদ জ্ঞানী আল্লাহর কসম!)। এ বাক্যটির অর্থ হলো وَاللّٰهِ اِنَّ زَيْدًا عَالِمٌ (আল্লাহর কসম! যায়েদ অবশ্যই জ্ঞানী।)

অথবা قسم টি যদি جواب قسم এর জুমলার ন্যায় কোন জুমলার দু'অংশের মাঝে পতিত হয়ে (তবুও جواب قسم উহ্য থাকবে।) যেমন– زَيْدٌ وَاللّٰهِ عَالِمٌ অর্থাৎ وَاللّٰهِ اِنَّ زَيْدًا عَالِمٌ

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নঃ যদি منفى (جواب قسم) (না বাচক) জুমলায়ে فعليه হয় এবং فعل ماضى হয়। তাহলে جواب قسم কে কি দিয়ে বাক্য শুরু করতে হয়?

উত্তরঃ যদি منفى (جواب قسم) (না বাচক) জুমলায়ে فعليه হয় এবং

www.islamijindegi.com

فعل ماضی হয়। তাহলে جواب قسم কে ما দ্বারা আরম্ভ করতে হবে। যেমন- وَاللّٰهِ مَاقَامَ زَيْدٌ (আল্লাহর কসম! যায়েদ দাঁড়ায়নি)। (ঙ) আর যদি فعل مضارع হয়, তাহলে مَا - لَا এবং لَنْ দ্বারা শুরু করতে হবে। যেমন- وَاللّٰهِ مَا اَفْعَلَنَّ كَذَا (আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই এরূপ করব না)। وَاللّٰهِ لَا اَفْعَلَنَّ كَذَا (আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই এরূপ করব না)। وَاللّٰهِ لَنْ اَفْعَلَ كَذَا (আল্লাহর কসম! আমি এরূপ কখনো করব না।)
কখনো কখনো جواب قسم মাহযুফ থাকে। কিন্তু শর্ত হলো কসমের পূর্বে জওয়াবে কসমের মতোই একটি বাক্য উল্লেখ থাকতে হবে। যেমন-

زَيْدٌ عَالِمٌ وَاللّٰهِ (যায়েদ জ্ঞানী আল্লাহর কসম!)। এ বাক্যটির অর্থ হলো وَاللّٰهِ اِنَّ زَيْدًا عَالِمٌ (আল্লাহর কসম! যায়েদ অবশ্যই জ্ঞানী।)

অথবা قسم টি যদি جواب قسم এর জুমলার ন্যায় কোন জুমলার দু'অংশের মাঝে পতিত হয়ে (তবুও جواب قسم উহ্য থাকবে।) যেমন- زَيْدٌ وَاللّٰهِ عَالِمٌ অর্থাৎ وَاللّٰهِ اِنَّ زَيْدًا عَالِمٌ

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ وَاِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً فَاِنْ كَانَتْ الخ এর তারকীব কর ?

উত্তর ঃ وَاوْ মুসতানিফাহ اِنْ হরফে শর্ত كَانَتْ ফেয়েলে নাকিছ ضمير هِيَ مستتر তার ইস্ম منفية খবর, فعل ناقص তার اسم خبر মিলে جملہ فعليه হয়ে شرط اول।

প্রশ্ন ঃ فَاِنْ كَانَتْ فِعْلًا مَاضِيًا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ فَا হরফে তাফসীর اِنْ হরফে শর্ত كَانَتْ ফেয়েলে নাকিছ ضمير هِيَ مستتر তার ইসম فِعْلًا মাওসূফ مَاضِيًا সিফাত موصوف صفت মিলে খবর, فعل ناقص তার اسم خبر মিলে جمله فعليه হয়ে شرط ثانی -

প্রশ্ন ঃ كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ كَانَتْ ফেয়েলে নাকিছ ضمير هِيَ مستتر তার ইসম, مُصَدَّرَةً শিবহে ফেয়েল ضمير هِيَ مستتر তার নায়েবে ফায়েল بَا হরফে জার مَا মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে شبه فعل -এর সাথে شبه فعل তার نائب فاعل ও متعلق মিলে খবর, فعل ناقص তার اسم خبر মিলে جمله فعليه হয়ে জাযা হয়েছে شرط ثانی-এর شرط ثانی এবং جزا মিলে পুনরায় جزا হয়েছে شرط اول-এর شرط اول এবং جزا মিলে جمله شرطيه -

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ وَاللّٰهِ مَاقَامَ زَيْدٌ = এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ وَاوْ হরফে জার লফযে اللّٰهِ। মাজরুর جار مجرور মিলে ضمير اَنَا তার فعل مقدر হয়েছে متعلق -এর সাথে اُقْسِمُ ফেয়েল اُقْسِمُ তার ফায়েল فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه انشائيه হয়ে কসম مَا হরফে নফী قَامَ ফেয়েল زَيْدٌ তার ফায়েল فعل فاعل মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে জওয়াবে কসম। قسم جواب قسم মিলে মুযাফ ইলাইহি মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে খবর হয়েছে مبتدا محذوف -এর مِثَالُهُ مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন وَاِنْ كَانَتْ فِعْلًا مُضَارِعًا كَانَتْ الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واؤ আতেফাহ اِنْ হরফে শর্ত كَانَتْ ফেয়েলে নাকিছ ضمير هِيَ مستتر তার ফায়েল فِعْلًا মাওসূফ مُضَارِعًا সিফাত موصوف صفت মিলে খবর। فعل ناقص তার اسم خبر মিলে جمله فعليه হয়ে شرط। كَانَتْ ফেয়েলে নাকিছ ضمير مستتر তার اسم ، مُصَدَّرَةً শিবহে ফেয়েল ضمير هِيَ তার নায়েবে ফায়েল بَ হরফে জার مَا মাতুফ আলাইহি وَاوْ হরফে আতফ لَا মাতুফে আওয়াল واو হরফে আতফ لَنْ মাতুফে ছানী معطوف عليه তার উভয় মাতুফের সাথে মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে شبه فعل -এর সাথে شبه فعل তার نائب فاعل ও متعلق মিলে খবর كان-এর, فعل ناقص তার اسم خبر মিলে جزا। شرط এবং جزا মিলে جمله شرطيه جزائيه معطوفه

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ وَاللّٰهِ مَا اَفْعَلَنَّ كَذَا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ واو কসমিয়্যাহ হরফেজার লফজে اللّٰه। মাজরুর جا رمجرور মিলে মুতাআল্লিক হয়েছে فعل مقدر اُقْسِمُ এর সাথে اُقْسِمُ ফেয়েল তার ফায়েল ও মুতাআল্লিক মিলে جمله فعليه انشائيه হয়ে কসম। مَااَفْعَلَنَّ ফেয়েল ضمير اَنَا ফায়েল كَ হরফে জার ذَا ইসমে ইশারা মাজরুর। جار مجرور মিলে متعلق। فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه হয়ে জওয়াবে কসম। قسم جواب قسم মিলে جمله قسميه হয়ে মাতুফ আলাইহি।

প্রশ্ন ঃ وَ وَاللّٰه لَاَفْعَلَنَّ كَذَا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ প্রথম وَاوْ হরফে আত্ফ দ্বিতীয় وَاوْ হরফে জার লফযে اللّٰه। মাজরুর جار مجرور মিলে اُقْسِمُ মুকাদ্দারের সাথে متعلق হয়েছে, اُقْسِمُ ফেয়েল ফায়েল ও মুতাআল্লিক মিলে جمله فعليه انشائيه হয়ে কসম। لَاَفْعَلَنَّ ফেয়েল ও

www.islamijindegi.com

ফায়েল, كَذَا জার মাজরুর মিলে মুতাআল্লিক। فعل فاعل ও متعلق মিলে جملہ فعلیہ হয়ে জওয়াবে কসম, قسم جواب قسم মিলে মাতুফে আউয়াল।

প্রশ্ন ঃ وَ وَاللّٰهِ لَنْ اَفْعَلَ كَذَا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ প্রথম واو হরফে আতফ, وَاللّٰهِ পূর্বের ন্যায় جملہ فعلیہ হয়ে কসম। لَنْ اَفْعَلَ ফেয়েল ফায়েল كَذَا মুতাআল্লিক, فعل فاعل ও متعلق মিলে جملہ فعلیہ হয়ে জওয়াবে কসম قسم جواب قسم মিলে মাতুফে ছানী। معطوف علیہ তার উভয় معطوف কে নিয়ে جملہ عاطفہ হয়ে مِثْلُ মুযাফের মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف الیہ মিলে مبتدا محذوف مِثَالُهٗ এর খবর مبتدا خبر মিলে جملہ اسمیہ خبریہ ।

প্রশ্ন ঃ وَقَدْ يَكُوْنُ جَوَابُ الْقَسْمِ مَحْذُوْفًا اِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَسْمِ جُمْلَةً كَالْجُمْلَةِ الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو- মুসতানিফাহ, قَدْ হরফে তাকলীল, يَكُوْنُ ফেয়েলে নাকিছ, جواب মুযাফ, اَلْقَسْمُ মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف الیہ মিলে ইসম, مَحْذُوْفًا খবর, فعل ناقص তার اسم خبر মিলে جملہ فعلیہ হয়ে جزائے مقدم । اِنْ হরফে শর্ত, كَانَ ফেয়েলে নাকিছ, قَبْلَ মুযাফ, اَلْقَسْمِ মুজাফ ইলাইহি, মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে خبر مقدم । جُمْلَةً মাওসূফ, كَ হরফে জার, اَلْجُمْلَةِ মাওসূফ, اَلَّتِىْ ইসমে মাওসূল, وَقَعَتْ ফেয়েল, ضمير هِىَ مستتر ফায়েল, جَوَابُ মুযাফ, ةٌ মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف الیہ মিলে مفعول بہ । فعل ও فاعل ও مفعول بہ মিলে جملہ فعلیہ خبریہ হয়ে ছিলাহ, اسم موصول ও صلہ মিলে.মাওছুফের সিফাত, موصوف صفت মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে كَائِنَةً মুকাদ্দারের সাথে, শিবহে ফেয়েল তার ফায়েল ও মুতাআল্লিক মিলে جملة মাওসুফের সিফাত হয়েছে। موصوف صفت মিলে كَانَ এর اسم مؤخر । كَانَ তার اسم خبر মিলে جملہ فعلیہ হয়ে شرط مؤخر । جزائے مقدم ও شرط مؤخر মিলে جملہ شرطیہ جزائیہ ।

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ زَيْدٌ عَالِمٌ وَاللّٰهِ اَىْ وَاللّٰهِ اِنَّ زَيْدًا عَالِمٌ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ- মুযাফ زَيْدٌ মুবতাদা عَالِمٌ খবর مبتدا خبر মিলে جملہ اسمیہ خبریہ হয়ে قسم - قائم مقام جواب - وَاوْ হরফে জার লফযে اللّٰهِ মাজরুর جار مجرور মিলে মুতাআল্লিক اُقْسِمُ মুকাদ্দারের সাথে। اُقْسِمُ ফেয়েল فاعل ও

www.islamijindegi.com

جملة فعلية انشائية হয়ে কসম হয়েছে জাওয়াবে কসম متعلق মিলে মাহযুফের, যার উপর পূর্বোক্ত জুমলাটি দালালাত করে। কসম ও জওয়াবে কসম মিলে جملة قسمية انشائية হয়ে মুফাসসার, اَىْ হরফে তাফসীর, وَاللّٰه জার মাজরুর মিলে اُقْسِمُ ফেয়েলের সাথে متعلق হয়ে কসম। اِنَّ حرف مشبه بالفعل - زَيْدًا ইন্না এর ইস্‌ম عَالِمٌ তার খবর اِنَّ তার اسم خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়ে জওয়াবে কসম। قسم جواب قسم মিলে جملة قسمية انشائية হয়ে তাফসীর। مفسر تفسير মিলে جملة تفسيرية হয়ে মুযাফ ইলাইহি হয়েছে مثل মুযাফের, مضاف مضاف اليه মিলে مبتدا محذوف مِثَالُهٗ এর খবর مبتدا خبر মিলে جملة اسمية خبرية -

প্রশ্ন ঃ اَوْ كَانَ الْقَسْمُ وَاقِعًا بَيْنَ اَجْزَاءِ الْجُمْلَةِ الْمَذْكُوْرَةِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ اَوْ হরফে আতফ, كَانَ ফেয়েলে নাকিছ, اَلْقَسْمُ তার ইসম, وَاقِعًا শিবহে ফেয়েল, ضمير هُوَ مستتر তার ফায়েল, بَيْنَ মুযাফ, اَجْزَاءِ মুযাফ ইলাইহি, মুযাফ, اَلْجُمْلَةِ মাওসূফ, اَلْمَذْكُوْرَةِ সিফাত, موصوف صفت মিলে মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه পুনরায় মুযাফ ইলাইহি হয়েছে بين এর, بَيْنَ মুযাফ তার মুযাফ ইলাইহিকে নিয়ে وَاقِعًا এর ظرف হয়েছে شبه فعل তার ফায়েল ও ظرف মিলে كَانَ এর খবর, كَانَ তার اسم خبر মিলে جملة فعلية خبرية হয়ে اِنْ كَانَ قَبْلَ الخ এর মা'তুফ হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ زَيْدٌ وَاللّٰهِ عَالِمٌ اَىْ وَاللّٰهِ اِنَّ زَيْدًا عَالِمٌ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ, زَيْدٌ মুবতাদা, وَاوْ হরফে জার, লফযে اَللّٰه মাজরুর, جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে, اُقْسِمُ ফেয়েলে মুকাদ্দার এর সাথে, اُقْسِمُ ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে جملة فعلية انشائية হয়ে কসম, عالم খবর, مبتدا খবর মিলে জাওয়াবে কসম, قسم جواب قسم মিলে মুফাসসার اَىْ হরফে তাফসীর وَاللّٰهِ اِنَّ زَيْدًا عَالِمٌ পূর্বের তারকীব অনুযায়ী তাফসীর مفسر تفسير মিলে مِثْلُ এর মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে مبتدا مِثَالُهٗ محذوفএর খবর, مبتدا خبر মিলে جملة اسمية خبرية -

www.islamijindegi.com

وَحَاشَا وَخَلَا وَعَدَا كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهَا لِلْاِسْتِثْنَاءِ مِثْلُ جَاءَ نِىْ الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدٌ وَخَلَا زَيْدٌ وَعَدَا زَيْدٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْاِسْمَ الْوَاقِعَ بَعْدَهَا يَكُوْنُ مَنْصُوْبًا عَلَى الْمَفْعُوْلِيَّةِ وَحِيْنَئِذٍ تَكُوْنُ هٰذِهِ الْاَلْفَاظُ اَفْعَالًا وَالْفَاعِلُ فِيْهَا ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ دَائِمًا فَالْمِثَالُ الْمَذْكُوْرُ فِى مَعْنَى جَاءَ نِى الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدًا وَ خَلَا زَيْدًا وَعَدا زَيْدًا وَاِذَا وَقَعَتْ خَلَا وَعَدا بَعْدَمَا مِثْلُ مَا خَلَا زَيْدًا وَمَا عَدَا زَيْدًا اَوْفِىْ صَدْرِ الْكَلَامِ مِثْلُ خَلَا الْبَيْتُ زَيْدًا وَعَدا الْقَوْمُ زَيْدًا تَعَيَّنَتَا لِلْفِعْلِيَّةِ -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

১৫-১৬-১৭ নং হরফে জার عَدَا - خَلَا - حَاشَا এ তিনটি হরফই استثناء বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। যেমন–جَاءَ نِىْ الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدٌ وَخَلَا زَيْدٌ وَعَدَا زَيْدٌ (যায়েদ ব্যতীত সম্প্রদায়ের সকলেই আমার নিকট এসেছে।) কারও কারও মতে এ শব্দগুলির পরে ব্যবহৃত اسم টি مفعول হিসেবে منصوب হয়। এ অবস্থায় শব্দগুলি فعل সাব্যস্ত হবে এবং এ গুলির ভিতর অবস্থিতি ضمير مستتر সর্বদা ফায়েল হবে। সুতরাং উক্ত উদাহরণ গুলির আকৃতি তখন এরূপ হবে– جَاءَنِىْ الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدًا وَخَلَا زَيْدًا وَعَدَا زَيْدًا, যখন عَدَا ও خَلَا - مَا এর পরে আসে যেমন– مَاخَلَا زَيْدًا مَاعَدَا زَيْدًا অথবা خَلَا ও عَدَا শব্দ দুটি বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয়। যেমন– خَلَا الْبَيْتُ زَيْدًا , তখন এগুলি فِعْل হিসেবেই ব্যবহৃত হবে।

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ عَدَا – خَلَا حَاشَا কি অর্থে ব্যবহার হয়?

উত্তর ঃ عَدَا - خَلَا - حَاشَا এ তিনটি হরফই استثناء বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। কারও কারও মতে এ শব্দগুলির পরে ব্যবহৃত اسم টি مفعول হিসেবে منصوب হয়। এ অবস্থায় শব্দগুলি فعل সাব্যস্ত হবে এবং এ গুলির ভিতর অবস্থিতি ضمير مستتر সর্বদা ফায়েল হবে।

www.islamijindegi.com

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্নঃ وَحَاشَا وَخَلَا وَعَدَا كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهَا لِلْاِسْتِثْنَاءِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ وَاوْ মুসতানিফাহ্, حَاشَا মাতুফ আলাইহি, وَاوْ হরফে আত্ফ, خَلَا মাতুফ আলাইহি মাতুফ, وَاوْ হরফে আতফ, عَدَا মাতুফ, معطوف عليه ও معطوف মিলে পুনরায় মাতুফ হয়েছে حَاشَا মাতুফ আলাইহি এর, معطوف عليه ও معطوف মিলে মুবতাদা كُلٌّ মুযাফ وَاحِدٍ ইসমে ফায়েল শিবহে ফেয়েল مِنْ হরফে জার هَا মাজরুর جار مجرور মিলে মুতাআল্লিক- وَاحِدٍ এর সাথে مضاف مضاف اليه মিলে মুযাফ ইলাইহি متعلق ও فاعل তার شبه فعل মিলে দ্বিতীয় মুবতাদা لِ হরফে জার اَلْاِسْتِثْنَاءِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে مُسْتَعْمَلٌ শিবহে ফেয়েলের সাথে। شبه فعل مقدر তার ফায়েল ও متعلق মিলে দ্বিতীয় মুবতাদার খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে পুনরায় خبر হয়েছে প্রথম মুবতাদার مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ جَاءَنِي الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدٌ وَخَلَا زَيْدٌ وَعَدَا زَيْدٌ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ, جَاءَ ফেয়েল, نون وقايه ياء متكلم মাফউলে বিহী, اَلْقَوْمُ ফায়েল, حَاشَاহরফে জার, (استثناء এর অর্থ প্রকাশক) زَيْدٌ মাজরুর, جار مجرور মিলে মাতুফ আলাইহি وَاوْ হরফে আত্ফ خَلَا زَيْدٌ জার মাজরুর মিলে মাতুফ আলাইহি মাতুফ واو হরফে আত্ফ عَدَا زَيْدٌ জার মাজরুর মিলে মাতুফ معطوف عليه معطوف মিলে متعلق হলো جَاءَ ফেয়েলের সাথে, فعل فاعل مفعول به ও متعلق মিলে جمله فعليه হয়ে مِثْلُ মুযাফের مضاف اليه – মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে مبتدا محذوف نَظِيْرُهُ এর খবর হয়েছে, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْاِسْمَ الْوَاقِعَ بَعْدَهَا يَكُوْنُ مَنْصُوْبًا عَلَى الْمَفْعُوْلِيَّةِ فَحِيْنَئِذٍ تَكُوْنُ هٰذِهِ الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ, قَالَ ফেয়েলে মাযী, بَعْضُ মুযাফ, هُمْ মুযাফ ইলাইহি. مضاف مضاف اليه মিলে فاعل, ফেয়েল ফায়েল মিলে কওল, اِنَّ حرف مشبه بالفعل - اَلْاِسْمَ মাওসূফ اَلْوَاقِعَ শিবহে ফেয়েল بَعْدَ মুযাফ هَا মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে اَلْوَاقِعَ শিবহে ফেয়েলের ظرف - شبه

www.islamijindegi.com

اسم এর ان মিলে موصوف صفت সিফাত মিলে ظرف ও তার ফায়েল فعل হয়েছে। يَكُوْنُ ফেয়েল নাকিছ ضمير هُوَ مستتر তার ইস্‌ম مَنْصُوْبًا শিবহে ফেয়েল عَلَى হরফে জার الْمَفْعُوْلِيَّةِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق শিবহে ফেয়েলের। فعل ناقص তার اسم متعلق ও فاعل মিলে খবর। شبه فعل তার خبر মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে ان এর খবর। ان তার ইস্‌ম ও খবর মিলে মাতুফ আলাইহি। فا হরফে আত্‌ফ (تفريع এর অর্থে) حِيْنَئِذٍ ইহা মূলত حِيْنَ اِذْ كَانَ كَذَا এর সংক্ষিপ্তরূপ। كَانَ كَذَا কে حذف করে তার পরিবর্তে اِذْ এর মধ্যে كسره বিশিষ্ট تنوين দেওয়া হয়েছে।

(এই تنوين কে تنوين عوض বলে।) حِيْنَئِذٍ হয়ে গেল। حِيْنَ মুযাফ اِذْ মুযাফ ইলাইহি مضاف اليه مضاف মিলে تَكُوْنُ এর ظرف مقدم - تَكُوْنُ ফেয়েলে নাকিছ هٰذِهٖ ইসমে ইশরা মাওসূফ الْاَلْفَاظُ সিফাত موصوف صفت মিলে تَكُوْنُ এর ইসম। اَفْعَالًا খবর। فعل ناقص তার اسم خبر ও ظرف মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে معطوف عليه - واؤ আতেফাহ্ الْفَاعِلُ মুবতাদা فِيْ হরফে জার هَا মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق مقدم হয়েছে مستتر শিবহে ফেয়েলের সাথে। ضمير مستتر মাওসূফ مستتر শিবহে ফেয়েল ضمير هُوَ مستتر নায়েবে ফায়েল دَائِمًا সিফাত হয়েছে। اِسْتِتَارًا মাওসুফে মাহযুফের موصوف شبه তার সিফাত মিলে مستتر শিবহে ফেয়েলের মাফউলে মুতলাক্ব محذوف فعل তার مفعول مطلق نائب فاعل ও متعلق মিলে ضمير এর সিফাত, جمله اسميه مبتدا خبر মিলে মুবতাদার খবর الْفَاعِلُ মিলে موصوف صفت হয়ে মাতুফ خبريه معطوف عليه معطوف এর, حينئذ الخ মিলে পুনরায় قول معطوف عليه معطوف এর। اَنَّ الْاِسْمَ الخ হয়েছে معطوف মিলে মাকূলা, مقوله - جمله فعليه خبريه মিলে

প্রশ্ন ঃ فَالْمِثَالُ الْمَذْكُوْرُ فِيْ مَعْنَى جَائَنِيْ الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدًا وَخَلَا زَيْدًا وَعَدَا زَيْدًا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ فَا আতেফাহ الْمِثَالُ মাওসূফ الْمَذْكُوْرُ সিফাত موصوف صفت মিলে মুবতাদা فِيْ হরফে জার مَعْنَى মুযাফ جَاءَ ফেয়েলে মাযী نِ وقايه ى متكلم মাফউলে বিহী الْقَوْمُ যুলহাল حاشا ফেয়েল ضمير هُوَ مستتر তার ফায়েল زَيْدًا মাফউলে বিহী فعل فاعل مفعول به মিলে جمله فعليه হয়ে

www.islamijindegi.com

মাতুফ আলাইহি واو হরফে আত্‌ফ خَلَا ফেয়েল ضمير هُوَ مستتر ফায়েল, زَيْدًا মাফউলে বিহী فعل فاعل ও মাফউলে বিহী মিলে মাতুফ মাতুফ আলাইহি واو হরফে আতফ عدا ফেয়েল, ضمير هُوَ مستتر তার ফায়েল زَيْدًا মাফউলে বিহী فعل فاعل ও مفعول به মিলে মাতুফ, معطوف عليه معطوف মিলে আবার معطوف হয়েছে حَاشَا زَيْدًا এর معطوف عليه معطوف মিলে হাল। ذوالحال حال মিলে ফায়েল فعل فاعل ও مفعول به মিলে جمله فعليه হয়ে মুযাফ ইলাইহি হয়েছে مَعْنًى মুযাফের مضاف اليه مضاف মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে كَائِنٌ শিবহে ফেয়েল মুকাদ্দারের সাথে, شبه فعل তার فاعل ও متعلق মিলে خبر । مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন : وَاِذَا وَقَعَتْ خَلَا وَعَدَا بَعْدَ مَا এর তারকীব বল ?

উত্তর : واو মুসতানিফাহ, اِذَا (জরফিয়্যাহ) হরফে শর্ত, وَقَعَتْ ফেয়েল, خَلَا মাতুফ আলাইহি واو হরফে আত্‌ফ্ عَدَا মাতুফ معطوف عليه معطوف মিলে ফায়েল بَعْدَ মুযাফ مَا মুযাফ ইলাইহি مضاف اليه مضاف মিলে مفعول فيه হয়েছে اَوْ হরফে (তারদীদ) আত্‌ফ্ فِىْ হরফে জার صَدْرِ মুযাফ اَلْكَلَامِ মুযাফ ইলাইহি مضاف اليه مضاف মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق । فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه হয়ে শর্ত। تَعَيَّنَتَا ফেয়েল ضمير هما مستتر ফায়েল لِ হরফে জার اَلْفِعْلِيَّةِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق । فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه হয়ে জাযা। شرط এবং جزا মিলে جمله شرطيه -

www.islamijindegi.com

اَلنَّوْعُ الثَّانِىْ

اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ وَهِىَ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ فَتَنْصِبُ الْمُبْتَدَاءَ وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ وَهِىَ سِتَّةُ حُرُوْفٍ اِنَّ وَاَنَّ وَهُمَا لِتَحْقِيْقِ مَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ الْاِسْمِيَّةِ مِثْلُ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ اَىْ حَقَّقْتُ قِيَامَ زَيْدٍ وَبَلَغَنِىْ اَنَّ زَيْدًا مُنْطَلِقٌ اَىْ بَلَغَنِىْ ثُبُوْتُ اِنْطِلَاقِ زَيْدٍ وَكَاَنَّ وَهِىَ لِلتَّشْبِيْهِ نَحْوُ كَاَنَّ زَيْدًا اَسَدٌ وَلٰكِنَّ وَهِىَ لِلْاِسْتِدْرَاكِ اَىْ لِدَفْعِ التَّوَهُّمِ النَّاشِئِ مِنَ الْكَلَامِ السَّابِقِ وَلِهٰذَا لَاتَقَعُ اِلَّا بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ اَلَّتَيْنِ تَكُوْنَانِ مُتَغَايِرَتَيْنِ بِالْمَفْهُوْمِ مِثْلُ غَابَ زَيْدٌ لٰكِنَّ بَكْرًا حَاضِرٌ وَمَا جَاءَنِىْ زَيْدٌ لٰكِنَّ عَمْرًا جَاءَنِىْ -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

দ্বিতীয় প্রকার ঃ ফেয়েলের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষাকারী হরফ ঃ এগুলি مبتدا ও خبر এর পূর্বে যুক্ত হয়ে مبتدا কে نصب দেয় এবং خبر কে رفع দেয়। حروف مشبه بالفعل ছয়টি। কবি বলেন–

اِنَّ - بَاَنَّ - كَاَنَّ - لَيْتَ - لٰكِنَّ - لَعَلَّ *

ناصب اسم اند رافع درخبر ضد مَاولَا -

ان ও ان এ দুটি جمله اسميه এর বিষয়বস্তুর দৃঢ়তা প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ এর অর্থ হলো, حَقَّقْتُ قِيَامَ زَيْدٍ (নিশ্চয় যায়েদ দাঁড়ানো আছে, অর্থাৎ যায়েদের দাঁড়ানো সম্পর্কে আমি ভালভাবে জানি।) بَلَغَنِىْ اَنَّ زَيْدًا مُنْطَلِقٌ - এর অর্থ হলো, بَلَغَنِىْ ثُبُوْتُ اِنْطِلَاقِ زَيْدٍ (আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে যায়েদ অবশ্যই যাবে, অর্থাৎ যায়েদের চলে যাওয়ার প্রমাণ আমার কাছে পৌঁছে গিয়েছে।) كَاَنَّ ইহা تشبيه বা উপমা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– كَاَنَّ زَيْدًا اَسَدٌ (যায়েদ সিংহের মতো)।

www.islamijindegi.com

لٰكِنَّ - استدراك অর্থাৎ পূর্ববাক্যের সৃষ্ট সন্দেহকে দূর করার জন্য ব্যবহার হয়। তাই ইহা দুটি পরস্পর বিরোধী অর্থ প্রকাশক বাক্যের মধ্যখানে ব্যবহার হয়। যেমন–

غَابَ زَيْدٌ لٰكِنَّ بَكْرًا حَاضِرٌ (যায়েদ অনুপস্থিত কিন্তু বকর উপস্থিত আছে।)

مَاجَاءَنِىْ زَيْدٌ لٰكِنَّ عَمْرًا جَاءَنِىْ (আমার নিকট যায়েদ আসেনি কিন্তু আমর এসেছে।

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ حروف مشبه بالفعل কয়টি ও কি কি এবং এই গুলি কোথায় কি আমল করে বল ?

উত্তর ঃ حروف مشبه بالفعل ছয়টি اِنَّ - اَنَّ كَاَنَّ - لَيْتَ - لٰكِنَّ - لَعَلَّ – এগুলি مبتدا ও خبر এর পূর্বে যুক্ত হয়ে مبتدا কে نصب দেয় এবং خبر কে رفع দেয়। এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল ।

দ্বিতীয় প্রকার ফেয়েলের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষাকারী হরফ ঃ এগুলি مبتدا ও خبر এর পূর্বে যুক্ত হয়ে مبتدا কে نصب দেয় এবং خبر কে رفع দেয়। حروف مشبه بالفعل ছয়টি।

প্রশ্ন ঃ اِنَّ ও اَنَّ কি অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয় ?

উত্তর ঃ اِنَّ ও اَنَّ এ দুটি جمله اسميه এর বিষয়বস্তুর দৃঢ়তা প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ এর অর্থ হলো, حَقَّقْتُ قِيَامَ زَيْدٍ (নিশ্চয় যায়েদ দাঁড়ানো আছে, অর্থাৎ যায়েদের দাঁড়ানো সম্পর্কে আমি ভালভাবে জানি।) بَلَغَنِىْ اَنَّ زَيْدًا مُنْطَلِقٌ - এর অর্থ হলো, بَلَغَنِىْ ثُبُوْتُ اِنْطِلَاقِ زَيْدٍ (আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে যায়েদ অবশ্যই যাবে, অর্থাৎ যায়েদের চলে যাওয়ার প্রমাণ আমার কাছে পৌঁছে গিয়েছে।)

প্রশ্ন ঃ كَاَنَّ কি অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয় ?

উত্তর ঃ كَاَنَّ ইহা تشبيه বা উপমা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– كَاَنَّ زَيْدًا اَسَدٌ (যায়েদ সিংহের মতো)।

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ لٰكِنَّ কি অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং لٰكِنَّ কোন জায়গায় ব্যবহৃত হয়?

উত্তর ঃ لٰكِنَّ - اِسْتِدْرَاكٌ অর্থাৎ পূর্ববাক্যের সৃষ্ট সন্দেহকে দূর করার জন্য ব্যবহার হয়। তাই ইহা দুটি পরস্পর বিরোধী অর্থ প্রকাশক বাক্যের মধ্যখানে ব্যবহার হয়। যেমন–

غَابَ زَيْدٌ لٰكِنَّ بَكْرًا حَاضِرٌ (যায়েদ অনুপস্থিত কিন্তু বকর উপস্থিত আছে।)

مَاجَاءَنِيْ زَيْدٌ لٰكِنَّ عَمْرًا جَاءَنِيْ (আমার নিকট যায়েদ আসেনি কিন্তু আমর এসেছে)

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ اَلنَّوْعُ الثَّانِيْ اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ اَلنَّوْعُ মাওসূফ, اَلثَّانِيْ সিফাত, موصوف صفت মিলে মুবতাদা, اَلْحُرُوْفُ মাওসূফ, اَلْمُشَبَّهَةُ ইসমে মাফউল শিবহে ফেয়েল, بِا হরফে জার اَلْفِعْلِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق। شبه فعل তার نائب فاعل ও متعلق মিলে সিফাত موصوف صفت মিলে খবর। مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَاِ وَالْخَبَرِ تَنْصِبُ الْمُبْتَدَاَ وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ وَاوْ মুসতানিফাহ্, هِيَ মুবতাদা, تَدْخُلُ ফেয়েল, ضمير هِيَ مستتر তার ফায়েল, عَلٰى হরফে জার, اَلْمُبْتَدَاِ মাতুফ আলাইহি, وَاوْ হরফে আতফ, اَلْخَبَرِ মাতুফ معطوف عليه معطوف মিলে মাজরুর, জার মাজরুর মিলে মুতাআল্লাক, فعل , فاعل ও متعلق মিলে خبر اول। تنصب ফেয়েল ضمير هِيْ مستتر ফায়েল اَلْمُبْتَدَاَ মাফউলে বিহী, فعل فاعل ও مفعول به মিলে মাতুফ আলাইহি। واو হরফে আতফ تَرْفَعُ ফেয়েল ضمير هِيَ তার ফায়েল اَلْخَبَرَ মাফউলে বিহী, فعل فاعل ও مفعول به মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে মাতুফ, معطوف عليه معطوف মিলে খবরে ছানী, مبتدا তার উভয় খবর মিলে, جمله اسميه خبريه -

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ وَهِىَ سِتَّةُ حُرُوْفٍ اِنَّ وَاَنَّ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ, هِىَ মুবতাদা, سِتَّةُ - مميز مضاف حُرُوْفٍ - تمييز مضاف اليه تمييز مضاف اليه তার مميز مضاف মিলে মুবদাল মিনহু اِنَّ মাতুফ আলাইহি وَاوْ হরফে আত্‌ফ اَنَّ মাতুফ, معطوف عليه معطوف মিলে বদল مبدل منه بدل মিলে খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَهُمَا لِتَحْقِيْقِ مَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ الْاِسْمِيَّةِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ্ هُمَا মুবতাদা لِ হরফে জার تَحْقِيْقِ মুযাফ, مَضْمُوْنِ মুযাফ ইলাইহি মুযাফ, اَلْجُمْلَةِ মাওসূফ, اَلْاِسْمِيَّةِ সিফাত, موصوف صفت মিলে মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে تَحْقِيْقِ মুযাফের মুযাফ ইলাইহি হয়েছে, مضاف مضاف اليه মিলে মাজরূর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে مُسْتَعْمَلَتَانِ মুকাদ্দারের সাথে, شبه فعل তার نائب فاعل ও متعلق মিলে খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ اَىْ حَقَّقْتُ قِيَامَ زَيْدٍ الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ اِنَّ - حرف مشبه بالفعل - زَيْدًا তার ইসম قَائِمٌ তার খবর اِنَّ তার اسم خبر মিলে جمله اسميه হয়ে মুফাস্‌সার اَىْ হরফে তাফসীর حَقَّقْتُ ফেয়েল تُ ضمير بارز ফায়েল قِيَامَ زَيْدٍ মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফউলে বিহী। فعل فاعل مفعول به মিলে جمله فعليه হয়ে তাফসীর, مفسر تفسير মিলে মাতুফ আলাইহি।

প্রশ্ন ঃ وَبَلَغَنِىْ اَنَّ زَيْدًا مُنْطَلِقٌ اَىْ بَلَغَنِىْ ثُبُوْتُ اِنْطِلَاقِ زَيْدٍ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو হরফে আত্‌ফ, بَلَغَ ফেয়েল, نِ হলো নূনে বেকায়াহ, ى متكلم মাফউলে বিহী, اَنَّ - حرف مشبه بالفعل - زَيْدًا তার ইসম, مُنْطَلِقٌ খবর, اَنَّ তার اسم خبر মিলে جمله اسميه হয়ে بتاويل مفرد ফায়েল। بَلَغَ ফেয়েল তার فاعل ও مفعول به মিলে جمله فعليه হয়ে মুফাসসার, اَىْ হরফে তাফসীর, بلغ ফেয়েল, نِ হলো নূনে বেকায়াহ, ى متكلم মাফউলে বিহী, ثُبُوْتُ মুযাফ, اِنْطِلَاقِ মুযাফ ইলাইহি মুযাফ زَيْدٍ মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে

www.islamijindegi.com

আবার ثُبُوْتُ মুযাফের মুযাফ ইলাইহি হয়েছে, مضاف مضاف اليه মিলে মفسر তাফসীর হয়ে جمله فعليه মিলে مفعول به ও فعل فاعل ফায়েল, تفسير মিলে মাতুফ, معطوف عليه معطوف মিলে مِثْلُ মুযাফের মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে مبتدا محذوف نَظِيْرُهُ এর খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَكَانَّ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ, كَانَّ খবর হয়েছে ثالثها মুবতাদা মাহযুফ এর, ثالث মুযাফ, ها মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে মুবতাদা, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه এ ছাড়া আরেকটি তারকীবও হতে পারে। সেটি হলো سِتَّةُ حُرُوْفٍ থেকে বদল। অথবা كَانَّ মাতুফ আলাইহি হবে এবং هِىَ لِلتَّشْبِيْهِ মুবতাদা খবর মিলে মাতুফ হবে। معطوف عليه معطوف মিলে ثَالِثُهَا এর খবর।

প্রশ্ন ঃ وَهِىَ لِلتَّشْبِيْهِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ هِىَ মুবতাদা لِ হরফে জার اَلتَّشْبِيْهِ মাজরুর جار مجرور মিলে নائب তার شبه فعل মুকাদ্দারের সাথে مُسْتَعْمَلَةٌ - متعلق - متعلق ও فاعل মিলে খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ كَانَّ زَيْدًا اَسَدٌ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ كَانَّ - حرف مشبه بالفعل - زَيْدًا তার ইস্‌ম اَسَدٌ তার খবর। كَانَّ তার اسم خبر মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে মুযাফ ইলাইহি। مضاف مضاف اليه মিলে مثاله مبتدا محذوف এর খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ وَلٰكِنَّ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو আতেফাহ لٰكِنَّ - رَابِعُهَا مبتدا محذوف এর খবর, মুবতাদা খবর মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَهِيَ لِلْاِسْتِدْرَاكِ اَىْ لِدَفْعِ التَّوَهُّمِ النَّاشِئِ مِنَ الْكَلَامِ السَّابِقِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ هِيَ মুবতাদা لِ হরফে জার الْاِسْتِدْرَاكِ মাজরুর مُسْتَعْمَلَةٌ মকদর এর সাথে شبه فعل জার مجرور মিলে متعلق হয়েছে شبه فعل তার নায়েবে ফায়েল ও متعلق মিলে মুফাস্সার اَىْ হরফে তাফসীর। لِ হরফে জার دَفْعِ মুযাফ الْكَلَامِ মাওসুফ النَّاشِئِ শিবহে ফেয়েল مِنَ হরফে জার التَّوَهُّمِ মাওসুফ السَّابِقِ সিফাত موصوف صفت মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে النَّاشِئِ শিবহে ফেয়েল এর সাথে। شبه فعل তার ফায়েল ও متعلق মিলে صفت হয়েছে التَّوَهُّمِ এর موصوف صفت মিলে دَفْعِ এর মুযাফ ইলাইহি। مضاف اليه মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে مُسْتَعْمَلٌ মহযুফ এর সাথে شبه فعل তার نائب فاعل এবং متعلق মিলে তাফসীর, মুফাসসার তাফসীর মিলে খবর হয়েছে মুবতাদার, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَلِهٰذَا لَاتَقَعُ اِلَّا بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَكُوْنَانِ مُتَغَايِرَتَيْنِ بِالْمَفْهُوْمِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو - মুসতানিফাহ لِ হরফে জার هٰ হরফে তাম্বীহ্ ذَا ইসমে ইশারা মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق مقدم হয়েছে لَاتَقَعُ এর। لَاتَقَعُ ফেয়েল ضمير هِيَ مستتر ফায়েল اِلَّا হরফে ইস্তেছনা بَيْنَ মুযাফ الْجُمْلَتَيْنِ মাওসূফ اللَّتَيْنِ ইসমে মাওসুল تَكُوْنَانِ ফেয়েলে নাকিছ ضميرهُمَا তার ইস্‌ম مُتَغَايِرَتَيْنِ শিবহে ফেয়েল ضمير هُمَا مستتر তার ফায়েল بِا হরফে জার الْمَفْهُوْمِ মাজরুর جارمجرور মিলে متعلق হয়েছে شبه فعل এর সাথে شبه فعل তার فاعل ও متعلق মিলে فعل ناقص এর خبر তার فعل ناقص তার اسم

www.islamijindegi.com

خبر মিলে جمله فعليه হয়ে ছিলাহ। اسم موصول ও صله মিলে ছিফাত موصوف صفت মিলে মুযাফ ইলাইহি হয়েছে بَيْنَ মুযাফের। مضاف مضاف فعل فاعل مفعول فيه ও مُسْتَثْنٰى مُفَرَّغٌ হয়ে, মাফউল ফীহ اليه মিলে جمله فعليه خبريه متعلق مقدم -

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ غَابَ زَيْدٌ لٰكِنَّ بَكْرًا حَاضِرٌ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ غَابَ ফেয়েল زَيْدٌ ফায়েল فعل فاعل মিলে جمله فعليه হয়ে মুসতাদরাক মিনহু لٰكِنَّ হরফে (এস্তেদরাক) মুশাব্বাহ বিলফেয়েল بَكْرًا তার اسم। حَاضِرٌ তার খবর لٰكِنَّ তার اسم খবর মিলে جمله اسميه হয়ে এস্তেদরাক منه مستدرك ও استدراك মিলে মাতুফ আলাইহি।

প্রশ্ন ঃ وَمَا جَاءَنِىْ زَيْدٌ لٰكِنَّ عَمْرًوا جَاءَنِىْ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو আতেফাহ্ - مَا - نافيه جَاءَ ফেয়েল ضمير هُوَ ফায়েল نون وقايه ى متكلم মাফউলে বিহী তার فعل فاعل ও مفعول به মিলে جمله فعليه হয়ে মুসতাদ্‌রাক মিনহু لٰكِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিলফেয়েল عَمْرًوا তার ইসম جَاءَ ফেয়েল ضمير هُوَ তার ফায়েল نون وقايه ى متكلم মাফউলে বিহী اسم খবর لٰكِنَّ তার فعل فاعل ও مفعول به মিলে جمله فعليه হয়ে খবর مستدرك ও استدراك মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে এস্তেদরাক منه মিলে মাতুফ, معطوف ও معطوف عليه মিলে مِثْلُ মুযাফের মুযাফ ইলাইহি مضاف اليه মিলে খবর হয়েছে مثاله مبتدا محذوف এর خبر مبتدا মিলে جمله اسميه خبريه -

www.islamijindegi.com

وَلَيْتَ وَهِيَ لِلتَّمَنِّيْ مِثْلُ لَيْتَ زَيْدًا قَائِمٌ اَيْ اَتَمَنّٰى قِيَامَهٗ وَلَعَلَّ وَهِيَ لِلتَّرَجِّيْ مِثْلُ لَعَلَّ السُّلْطَانَ يُكْرِمُنِيْ وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّمَنِّيْ وَالتَّرَجِّيْ اَنَّ الْاَوَّلَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُمْكِنَاتِ كَمَا مَرَّ وَالْمُمْتَنِعَاتِ مِثْلُ لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ وَالتَّرَجِّيْ مَخْصُوْصٌ بِالْمُمْكِنَاتِ فَلَا يُقَالُ لَعَلَّ الشَّبَابَ يَعُوْدُ وَتَدْخُلُ مَا الْكَافَّةُ عَلٰى جَمِيْعِهَا فَتَكُفُّهَا عَنِ الْعَمَلِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ وَاِنَّمَا زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

(৬) لَيْتَ ইহা ব্যবহৃত হয় تمنى বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার জন্য। যেমন- لَيْتَ زَيْدًا قَائِمٌ অর্থাৎ اَتَمَنّٰى قِيَامَهٗ । (হায়! যায়েদ যদি দাঁড়াতো, অর্থাৎ আমি তার দাঁড়ানোর আকাঙ্ক্ষা করছি।(৬) لَعَلَّ ইহা تَرَجِّيْ তথা আশা বা সম্ভাবনা প্রকাশের জন্য ব্যবহার হয়- যেমন, لَعَلَّ السُّلْطَانُ يُكْرِمُنِيْ। (সম্ভবত! বাদশাহ আমাকে সম্মান করবেন।)

تَرَجّى ও تَمَنّى এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, تمنى (لَيْتَ) ব্যবহার হয় সম্ভব এবং অসম্ভব উভয় ক্ষেত্রে। সম্ভব এর উদাহরণ ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে (لَيْتَ زَيْدًا قَائِمٌ)। অসম্ভব যেমন- لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ (হায়! যদি যৌবন ফিরে আসত) এবং ترجى (لعل) শুধু সম্ভব বিষয়েই ব্যবহার হয়। যেমন- لَعَلَّ زَيْدًا قَائِمٌ (সম্ভবতঃ যায়েদ দাঁড়িয়ে আছে।) অতএব لَعَلَّ الشَّبَابَ يَعُوْدُ। বলা সহীহ হবে না। (কেননা যৌবন ফিরে আসা সম্ভব নয়।) কোন কোন সময় উক্ত হরফগুলির শেষে ماكافه (আমল রহিতকারী ما) যুক্ত হয় এবং ইহাদিগকে তাদের আমল হতে বিরত রাখে। যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন-

انما الهكم اله واحد (নিশ্চয় তোমাদের মাবুদ এক আল্লাহ।) انما زيد منطلق (নিশ্চয় যায়েদ চলে যাবে। উভয় উদাহরণে الهكم এবং زيد এর মধ্যে نصب হয়নি, কেননা ان এর শেষে ماكافه যুক্ত হওয়ার ফলে তার আমল রহিত হয়ে গিয়েছে।)

www.islamijindegi.com

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ لَيْتَ ও لَعَلَّ কি অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয় ?

উত্তর ঃ لَيْتَ ইহা ব্যবহৃত হয় تَمَنِّيْ বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার জন্য। لَعَلَّ ইহা تَرَجِّيْ তথা আশা বা সম্ভাবনা প্রকাশের জন্য ব্যবহার হয়

প্রশ্ন ঃ تَمَنِّيْ ও تَرَجِّيْ এর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ تَمَنِّيْ ও تَرَجِّيْ এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, (لَيْتَ تمنى) ব্যবহার হয় সম্ভব এবং অসম্ভব উভয় ক্ষেত্রে। সম্ভব এর উদাহরণ ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে (لَيْتَ زَيْدًا قَائِمٌ) অসম্ভব যেমন– لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ (হায়! যদি যৌবন ফিরে আসত) এবং تَرَجِّيْ (لَعَلَّ) শুধু সম্ভব বিষয়েই ব্যবহার হয়। যেমন– لَعَلَّ زَيْدًا قَائِمٌ (সম্ভবতঃ যায়েদ দাঁড়িয়ে আছে।) অতএব لَعَلَّ الشَّبَابَ يَعُوْدُ বলা সহীহ হবে না। (কেননা যৌবন ফিরে আসা সম্ভব নয়।)

প্রশ্ন ঃ উক্ত হরফ গুলি তাদের আমল হতে কখন বিরত থাকে ?

উত্তর ঃ কোন কোন সময় উক্ত হরফগুলির শেষে مَاكَافَّة (আমল রহিতকারী مَا) যুক্ত হয় এবং ইহাদিগকে তাদের আমল হতে বিরত রাখে। যেমন– আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّمَا زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ ও إِنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ উভয় উদাহারণে إِلٰهُكُمْ এবং زَيْدٌ এর মধ্যে نصب হয়নি, কেননা إِنَّ এর শেষে ماكافه যুক্ত হওয়ার ফলে তার আমল রহিত হয়ে গিয়েছে।)

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ وَخَامِسُهَا لَيْتَ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ خَامِسُهَا মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা لَيْتَ খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَهِيَ لِلتَّمَنِّيْ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ এর তারকীব وَهِيَ لِلتَّشْبِيْهِ এর মতো।

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ لَيْتَ زَيْدًا قَائِمٌ اَىْ اَتَمَنّٰى قِيَامَهُ এর তারকীব বল?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ لَيْتَ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেয়েল زَيْدًا তার ইসম قَائِمٌ

www.islamijindegi.com

তার খবর لَيْتَ তার اسم خبر মিলে جملہ اسمیہ হয়ে মুফাসসার اَیْ হরফে তাফসীর اَتَمَنّٰی قِيَامَةً ফেয়েল ضمیر انا مستتر ফায়েল قِيَامَةً মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফউলে বিহী। فعل فاعل ও مفعول به মিলে جملہ فعليہ মিলে مضاف مضاف اليه খবরিয়া হয়ে তাফসীর, مفسر تفسير মিলে মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه خبريه মিলে جملہ اسمیہ خبریہ مبتدا خبر। مبتدا محذوف মিলে مِثَالُهُ এর খবর।

প্রশ্ন ঃ وَلَعَلَّ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ لَعَلَّ খবর হলো سَادِسُهَا - مبتدا مقدر এর ও তার খবর মিলে جملہ اسمیہ خبریہ । مبتدا مقدر

প্রশ্ন ঃ وَهِيَ لِلتَّرَجِّيْ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ এর তারকীব পুর্বোক্ত وَهِيَ لِلتَّشْبِيْهِ এর মতো।

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ لَعَلَّ السُّلْطَانَ يُكْرِمُنِيْ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ لَعَلَّ হরফে মুশাব্বাহ বিলফেয়েল السُّلْطَانَ তার ইসম يُكْرِمُ ফেয়েল هُوَ مستتر ضمیر তার ফায়েল نِ وقايه ی متكلم মাফউলে বিহী, فعل فاعل ও مفعول به মিলে جملہ فعليہ خبريه হয়ে খবর। لَعَلَّ তার اسم خبر মিলে جملہ اسميه হয়ে মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে مبتدا محذوف - جملہ اسمیہ خبریہ মিলে مبتدا خبر এর খবর مِثَالُهُ

প্রশ্ন ঃ وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّمَنِّيْ وَالتَّرَجِّيْ اَنَّ الْاَوَّلَ يُسْتَعْمَلُ فِيْ الْمُمْكِنَاتِ كَمَا مَرَّ والممتنعات এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুস্তানিফাহ اَلْفَرْقُ মাছদার بَيْنَ মুযাফ التَّمَنِّيْ মাতুফ আলাইহি واو আতেফাহ التَّرَجِّيْ মাতুফ معطوف عليه معطوف মিলে بَيْنَ মুযাফের মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে اَلْفَرْقُ মাছদারের মাফউলে ফিহ্। مصدر তার مفعول فيه সহ মুবতাদা اَنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিলফেয়েল اَلْاَوَّلَ তার ইসম يُسْتَعْمَلُ ফেয়েলে মাজহুল هُوَ مستتر ضمیر তার نائب فاعل - فِيْ হরফে জার اَلْمُمْكِنَاتِ মাতুফ আলাইহি واو আতেফাহ اَلْمُمْتَنِعَاتِ মাতুফ معطوف عليه معطوف মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق اول - كَ হরফে জার مَا ইসমে মাওসুল مَرَّ ফেয়েল ও ফায়েল মিলে جمله فعليه হয়ে

www.islamijindegi.com

صله মাওসূল সিলাহ মিলে মাজরূর جار مجرور মিলে متعلق ثانی ফেয়েল তার نائب فاعل ও উভয় متعلق মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে اَنَّ এর খবর جمله اسميه মিলে مبتدا خبر । খবর হয়ে جمله اسميه মিলে اسم خبر ان তার خبريه -

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ لَيْتَ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেয়েল اَلشَّبَابَ তার ইসম يَعُوْدُ ফেয়েল هُوَ مستتر ضمير তার ফায়েল فعل فاعل মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে খবর। لَيْتَ তার اسم خبر মিলে جمله اسميه হয়ে مِثْلُ মুযাফের মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে مبتدا مقدر مِثَالُهُ এর খবর। مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَالتَّرَجِّىْ مَخْصُوْصٌ بِالْمُمْكِنَاتِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ اَلتَّرَجِّىْ মুবতাদা, مَخْصُوْصٌ শিবহে ফেয়েল, هُوَ مستتر ضمير নায়েবে ফায়েল, بِالْمُمْكِنَاتِ জার মাজরূর মিলে متعلق। شبه فعل তার نائب فاعل ও متعلق মিলে খবর। مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ فَلَا يُقَالُ لَعَلَّ الشَّبَابَ يَعُوْدُ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ فَا হরফে তাফরী, لَايُقَالُ ফেয়েল, لَعَلَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেয়েল, اَلشَّبَابَ তার ইসম, يَعُوْدُ ফেয়েল ও ফায়েল। فعل فاعل মিলে جمله فعليه হয়ে খবর। لَعَلَّ তার اسم خبر মিলে جمله اسميه হয়ে لَايُقَالُ এর نائب فاعل । فعل ও نائب فاعل মিলে جمله فعليه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَتَدْخُلُ مَا الْكَافَّةُ عَلٰى جَمِيْعِهَا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ تَدْخُلُ ফেয়েল مَـا মাওসূফ اَلْكَافَّةُ সিফাত موصوف صفت মিলে ফায়েল عَلٰى হরফে জার جَمِيْعِهَا মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরূর। جار مجرور মিলে متعلق। فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه خبريه -

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ فَتَكُفُّهَا عَنِ الْعَمَلِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ فَاتعقيبيه - تَكُفُّ ফেয়েল ضمير هِيَ مستتر ফায়েল هَا মাফউলে বিহী عَنِ الْعَمَلِ জার মাজরুর মিলে متعلق । فعل فاعل مفعول به ও جمله فعليه خبريه মিলে متعلق -

প্রশ্ন ঃ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ وَاِنَّمَا زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ كَ হরফে জার قَوْلِ মাছদার মুযাফ ، যুলহাল تَعَالٰى ফেয়েল ও ফায়েল মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে হাল حال ذو الحال মিলে মুযাফ ইলাইহি مضاف اليه মিলে কওল । اِنَّمَا এটি মুরাক্কাব হয়েছে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিলফেয়েল এবং مَاكَافَّةَ দ্বারা, ইহার আমল রহিত হয়ে যাওয়ার কারণে ইহা তারকীব থেকে সম্পূর্ণরূপে বাদ পড়ে গিয়েছে। اِلٰهُكُمْ মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা اِلٰهٌ মাওসুফ وَاحِدٌ সিফাত موصوف صفت মিলে খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে মাকুলা, قول مقوله মিলে মাতুফ আলাইহি, واو হরফে আত্ফ, اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিলফেয়েল مَا কাফ্ফাহ্ زَيْدٌ মুবতাদা, مُنْطَلِقٌ খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে মাতুফ, معطوف عليه মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে كائن শিবহে ফেয়েল মুকাদ্দারের সাথে, شبه فعل তার فاعل ও متعلق মিলে খবর হয়েছে جمله اسميه خبريه এর, مبتدا خبر মিলে مبتدا محذوف مثاله -

www.islamijindegi.com

اَلنَّوْعُ الثَّالِثُ

مَاوَلَا الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ فِي النَّفْيِ وَالدُّخُوْلِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ تَرْفَعَانِ الْاِسْمَ وَ تَنْصِبَانِ الْخَبَرَ نَحْوُمَازَيْدٌ قَائِمًا وَلَارَجُلٌ كَرِيْمًا وَتَدْخُلُ مَا عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ مِثْلُ مَا زَيْدٌ قَائِمًا مَارَجُلٌ ظَرِيْفًا وَلَا تَدْخُلُ لَا اِلَّا عَلَى النَّكِرَةِ نَحْوُ لَارَجُلٌ ظَرِيْفًا-

اَلنَّوْعُ الرَّابِعُ حُرُوْفٌ تَنْصِبُ الْاِسْمَ فَقَطْ وَهِيَ سَبْعَةُ اَحْرُفٍ اَلْوَاوُ وَهِيَ بِمَعْنٰى مَعَ نَحْوُ اِسْتَوٰى الْمَاءُ وَ الْخَشَبَةَ وَاِلَّا وَهِيَ لِلْاِسْتِثْنَاءِ وَهِيَ نَوْعَانِ مُتَّصِلٌ نَحْوُ جَاءَنِيْ الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا اَوْ مُنْقَطِعٌ نَحْوُمَا جَاءَ نِيْ الْقَوْمُ اِلَّا حِمَارًا -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

তৃতীয় প্রকার **مَاوَلَا الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ ঃ** অর্থাৎ যে مَا ও لَا না বাচক অর্থ প্রদান এবং মুবতাদা ও খবরের শুরুতে আসার ক্ষেত্রে ليس এর মতো। এই শব্দ দুটি ইস্‌ম (মুবতাদা) কে رفع দেয় এবং খবরকে نصب দেয়। যেমন- مَازَيْدٌ قَائِمًا (যায়েদ দাঁড়ানো নয়।) وَلَارَجُلٌ كَرِيْمًا (কোন লোক দয়ালু নেই।)

مَا মারেফাহ এবং নাকিরাহ উভয়ের শুরুতে সমানভাবে ব্যবহার হয়। যেমন- مَازَيْدٌ قَائِمًا এবং مَارَجُلٌ ظَرِيْفًا (কোন লোক জ্ঞানী নেই।) এবং لَا শুধুমাত্র নাকিরাহ এর শুরুতে ব্যবহার হয়। যেমন- لَارَجُلٌ ظَرِيْفًا (কোন লোক জ্ঞানী নেই।)

যে সকল হরফ তার পরবর্তী اسم কে نصب দেয়। এ জাতীয় হরফ সাতটি।

কবি বলেন-

وَاوْ - يَا - هَمْزَهْ - وَ- اِلَّا اَيَا وَائے هَيَا -

ناصب اسم اندپس ایں هفت حرف اے مقتدا-

www.islamijindegi.com

(১) واو । ইহা مع এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- اِسْتَوَى الْمَاءُ وَالْخَشَبَةَ (পানি কাঠের সমান হয়েছে।)

(২) اِلَّا । ইহা ব্যবহার হয় استثناء (কিন্তু) বুঝানোর জন্য। مستثنى দুই প্রকার-(ক) مستثنى متصل (مستثنى যদি مستثنى منه এর افراد এর ভিতরে দাখেল থাকে, তাহলে তাকে مستثنى متصل বলে।) যেমন- جَاءَنِى الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا (আমার নিকট যায়েদ ব্যতীত গোত্রের সকলেই এসেছে।) (খ) مستثنى منقطع (مستثنى যদি مستثنى منه এর افراد এর ভিতর অন্তর্ভুক্ত না থাকে তাকে مستثنى منقطع বলে।) যেমন- مَاجَاءَنِىْ الْقَوْمُ اِلَّا حِمَارًا (আমার নিকট কওম আসেনি কিন্তু গাধা এসেছে।)

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ مَا ও لَا কার সাথে সামঞ্জস্য রাখে এবং কি আমল করে ?

উত্তর ঃ ماولا المشبهتان بليس অর্থাৎ যে ما ও لا না বাচক অর্থ প্রদান এবং মুবতাদা ও খবরের শুরুতে আসার ক্ষেত্রে لَيْسَ এর মতো।

এই শব্দ দুটি ইস্‌ম (মুবতাদা) কে رفع দেয় এবং খবরকে نصب দেয়। যেমন- مَازَيْدٌ قَائِمًا ও وَلَارَجُلٌ كَرِيْمًا

প্রশ্ন ঃ مَا ও لَا দুটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ مَا মারেফাহ এবং নাকিরাহ উভয়ের শুরুতে সমানভাবে ব্যবহার হয়। যেমন- مَازَيْدٌ قَائِمًا এবং مَارَجُلٌ ظَرِيْفًا এবং لَا শুধুমাত্র নাকিরাহ এর শুরুতে ব্যবহার হয়। যেমন- لَارَجُلٌ ظَرِيْفًا

প্রশ্ন ঃ ইসিমকে নসব প্রদানকারী হরফ কয়টি ও কি কি ?

উত্তর ঃ যে সকল হরফ তার পরবর্তী اسم কে نصب দেয়। এ জাতীয় হরফ সাতটি

প্রশ্ন ঃ مُسْتَثْنٰى কত প্রকার ও কি কি ?

উত্তর ঃ اِلَّا । ইহা ব্যবহার হয় استثناء (কিন্তু) বুঝানোর জন্য। مستثنى দুই প্রকার-(ক) مستثنى متصل (مستثنى যদি مستثنى منه এর افراد এর ভিতরে দাখেল থাকে, তাহলে তাকে مستثنى متصل বলে।) যেমন جَاءَنِىْ الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا (খ) مستثنى منقطع (مستثنى যদি مستثنى منه এর افراد এর ভিতর অন্তর্ভুক্ত না থাকে তাকে مستثنى منقطع বলে।) যেমন- مَاجَاءَنِىْ الْقَوْمُ اِلَّا حِمَارًا

www.islamijindegi.com

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ اَلنَّوْعُ الثَّالِثُ مَاوَلَا الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ اَلنَّوْعُ মাওসূফ الثَّالِثُ সিফাত موصوف صفت মিলে মুবতাদা مَا মাতুফ আলাইহি واو হরফে আতফ لا মাতুফ معطوف عليه معطوف মিলে মাওসূফ الْمُشَبَّهَتَانِ ইসমে মাফউল শিবহে ফেয়েল ضمير هُمَا مستتر তার নায়েবে ফায়েল با হরফে জার لَيْسَ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق اول শিবহে ফেয়েলের সাথে, فِي হরফে জার النَّفْي মাতুফ আলাইহি وَاوْ হরফে আতফ الدُّخُوْلِ মাছদার عَلَى হরফে জার الْمُبْتَدَأ মাতুফ আলাইহি وَاوْ হরফে আতফ الْخَبَرِ মাতুফ معطوف عليه معطوف মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق মাছদারের সাথে, مصدر তার متعلق কে নিয়ে মাতুফ হয়েছে النَّفْي এর। معطوف عليه معطوف মিলে মাজরুর جارمجرور মিলে متعلق ثانى হয়েছে الْمُشَبَّهَتَانِ এর। শিবহে ফেয়েল তার نائب فاعل ও উভয় متعلق মিলে صفت । موصوف صفت মিলে খবর اَلنَّوْعُ الثَّالِثُ এর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ تَرْفَعَانِ الْاِسْمَ وَتَنْصِبَانِ الْخَبَرَ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ تَرْفَعَانِ ফেয়েল الف ضمير بارز তার ফায়েল الْاِسْمَ মাফউলে বিহী। فعل فاعل ও مفعول به মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে মাতুফ আলাইহি। واو হরফে আতফ تَنْصِبَانِ ফেয়েল الف ضمير بارز তার ফায়েল الْخَبَرَ মাফউলে বিহী فعل فاعل ও মাফউলে বিহী মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে মাতুফ معطوف عليه معطوف মিলে جمله عاطفه -

উক্ত বাক্যের তারকীব এরূপও করা যেতে পারে। যে, معطوف عليه معطوف মিলে الْمُشَبَّهَتَانِ এর هما জমীর থেকে হাল। هُمَا যমীর ذو الحال , যুলহাল হাল মিলে নায়েবে ফায়েল الْمُشَبَّهَتَانِ তার نائب فاعل ও متعلق মিলে صفت । পরবর্তী তারকীব পূর্বের মতো।

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ مَا زَيْدٌ قَائِمًا وَلَارَجُلٌ كَرِيْمًا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ مَا হরফে নফী بمعنى لَيْسَ । زَيْدٌ তার ইসম قَائِمًا তার খবর مَا তার اسم خبر মিলে মাতুফ আলাইহি واو হরফে আতফ لَا - حرف نفى بمعنى ليس - رَجُلٌ তার ইস্‌ম كَرِيْمًا তার খবর لَا তার اسم خبر মিলে

www.islamijindegi.com

মাতুফ। معطوف عليه ও معطوف মিলে نَحْوُ মুযাফের মুযাফ ইলাইহি। مبتدا خبر মিলে مضاف مضاف اليه মিলে مبتدا محذوف مثاله এর খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন : وَتَدْخُلُ مَا عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ এর তারকীব বল ?

উত্তর : واو মুসতানিফাহ تَدْخُلُ ফেয়েল مَا ফায়েল عَلَى হরফে জার الْمَعْرِفَةِ মাতুফ আলাইহি واو হরফে আত্‌ফ النَّكِرَةِ মাতুফ معطوف عليه معطوف মিলে মাজরূর جار مجرور মিলে متعلق। فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه خبريه

প্রশ্ন : مِثْلُ مَازَيْدٌ قَائِمًا وَلَارَجُلٌ ظَرِيفًا এর তারকীব বল ?

উত্তর : এর তারকীব পূর্বোক্ত مازيد قائما ও لارجل كريما এর মতোই।

প্রশ্ন : وَلَاتَدْخُلُ لَا اِلَّا عَلَى النَّكِرَةِ এর তারকীব বল ?

উত্তর : واو মুসতানিফাহ্ لَاتَدْخُلُ ফেয়েল لَا ফায়েল اِلَّا হরফে এস্তেছনা عَلَى হরফে জার النَّكِرَةِ মাজরূর جار مجرور মিলে مستثنى مفرغ হয়ে متعلق। فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه خبريه।

প্রশ্ন : نَحْوُ لَارَجُلٌ ظَرِيفًا এর তারকীব বল ?

উত্তর : তারকীব পূর্বোক্ত لَارَجُلٌ كَرِيمًا এর মতোই।

প্রশ্ন : اَلنَّوْعُ الرَّابِعُ حُرُوْفٌ تَنْصِبُ الْاِسْمَ এর তারকীব বল?

উত্তর : اَلنَّوْعُ মাওসূফ الرَّابِعُ সিফাত موصوف صفت মিলে মুবতাদা حروف মাওসূফ تنصب ফেয়েল ضمير هِىَ ফায়েল اَلْاِسْمَ মাফউলে বিহী, فعل فاعل ও مفعول به মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে সিফাত موصوف صفت মিলে খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন : وَهِىَ سَبْعَةُ اَحْرُفٍ এর তারকীব বল ?

উত্তর : واو মুসতানিফাহ هِىَ মুবতাদা سَبْعَةُ মুমাইয়্যেযে মুযাফ اَحْرُفٍ তাময়ীযে মুযাফ ইলাইহি مميز مضاف এবং تميز مضاف اليه মিলে খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

اَلْوَاوُ - এটি খবর হয়েছে مبتدا محذوف اَحَدُهَا এর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন : وَهِىَ بِمَعْنَى مَعَ এর তারকীব বল ?

উত্তর : واو মুসতানিফাহ هِىَ মুবতাদা بَا হরফে জার مَعْنَى মুযাফ مَعَ মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে মাজরূর। جار مجرور মিলে مستعمل

www.islamijindegi.com

محذوف এর সাথে متعلق । شبه فعل তার নায়েবে ফায়েল ও متعلق মিলে খবর مبتدا خبر মিলে جملہ اسمیہ خبریہ -

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ اِسْتَوَى الْمَاءُ وَالْخَشَبَةَ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ اِسْتَوٰى ফেয়েল اَلْمَاءُ তার ফায়েল واؤ بمعنى مَعَ । اَلْخَشَبَةَ মাফউলে মাআহু فعل فاعل ও مفعول معه মিলে جملہ فعلیہ مثالہ مبتدا محذوف হয়ে মুযাফ ইলাইহি مضاف الیہ مضاف মিলে خبریہ এর খবর مبتدا خبر মিলে جملہ اسمیہ خبریہ -

وَاِلَّا এর তারকীব الواو এর মতোই এখানে مبتدا محذوف হবে ثَانِيْهَا -

প্রশ্ন ঃ وَهِيَ لِلْاِسْتِثْنَاءِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ هِيَ মুবতাদা لِلْاِسْتِثْنَاءِ জার মাজরুর মিলে مقدر مُسْتَعْمَلٌ এর সাথে متعلق হয়ে খবর, مبتدا خبر মিলে جملہ اسمیہ خبریہ -

প্রশ্ন ঃ وَهُوَ مُتَّصِلٌ اَوْ مُنْقَطِعٌ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ هُوَ মুবতাদা مُتَّصِلٌ মাতুফ আলাইহি او হরফে আতফ مُنْقَطِعٌ মাতুফ معطوف علیہ معطوف মিলে খবর। مبتدا خبر মিলে جملہ اسمیہ خبریہ -

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ جَاءَنِي الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ جَاءَ ফেয়েল نِ وقایہ ی متکلم মাফউলে বিহী اَلْقَوْمُ মুসতাছনা মিনহু اِلَّا হরফে এস্তেছনা زَيْدًا মুসতাছনা مستثنی منہ مستثنی মিলে ফায়েল। فعل فاعل ও مفعول بہ মিলে جملہ فعلیہ خبریہ হয়ে মুযাফ ইলাইহি। مضاف الیہ مضاف মিলে مبتدا محذوف مثالہ এর খবর। مبتدا خبر মিলে جملہ اسمیہ خبریہ -

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ مَاجَاءَنِي الْقَوْمُ اِلَّا حِمَارًا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ مَا হরফে নফী جَاءَ ফেয়েল نِ وقایہ ی متکلم মাফউলে বিহী اَلْقَوْمُ মুস্তাছনা মিনহু اِلَّا হরফে ইস্তেছনা حِمَارًا মুস্তাছনা। مستثنی منہ ও مستثنی মিলে ফায়েল। فعل فاعل ও مفعول بہ মিলে جملہ فعلیہ হয়ে মুযাফ ইলাইহি مضاف الیہ مضاف মিলে مبتدا محذوف مثالہ এর খবর। مبتدا خبر মিলে جملہ اسمیہ خبریہ -

www.islamijindegi.com

وَيَا وَهَيَ لِنِدَاءِ الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَاَيَا وَهَيَا وَهُمَا لِنِدَاءِ الْبَعِيْدِ اَىْ وَالْهَمْزَةُ الْمَفْتُوْحَةُ وَهُمَا لِنِدَاءِ الْقَرِيْبِ وَهٰذِهِ الْحُرُوْفُ الْخَمْسَةُ تَنْصِبُ الْاِسْمَ اِذَا كَانَ مُضَافًا اِلٰى اِسْمٍ اٰخَرَ نَحْوُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ وَاَيَا غُلَامَ زَيْدٍ وَهَيَا شَرِيْفَ الْقَوْمِ وَاَىْ اَفْضَلَ الْقَوْمِ وَاَعَبْدَ اللّٰهِ وَتَرْفَعُ الْاِسْمَ اِنْ لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ الْاِسْمُ مُضَافًا مِثْلُ يَا زَيْدُ وَيَا رَجُلُ-

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

(৩) يَا ইহা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী আহ্বানের জন্য ব্যবহার হয়।(৪) اَيَا (৫) هَيَا দূরবর্তী আহবানের জন্য।(৬) اَىْ (৭) همزه مفتوحه ব্যবহৃত হয় নিকটবর্তী আহবানের জন্য।

শেষোক্ত এই পাঁচটিকে হুরূফে নেদা বলে এবং এগুলির পরবর্তী শব্দ বা বাক্যকে মুনাদা বলে।) এ হরফগুলি তার পরবর্তী اسم (منادى) কে نصب দেয়, যদি তার পরবর্তী اسم টি অন্য আরেকটি اسم এর দিকে মুযাফ হয়। যেমন–يَاعَبْدَ اللّٰهِ (হে আল্লাহর বান্দা।) اَيَا غُلَامَ زَيْدٍ (হে যায়েদের গোলাম)। هَيَا شَرِيْفَ الْقَوْمِ (ওহে সম্প্রদায়ের ভদ্র ব্যক্তি।) اَىْ اَفْضَلَ الْقَوْمِ (হে সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।) اَعَبْدَ اللّٰهِ (হে আব্দুল্লাহ!) আর যদি তার পরবর্তী ইসম (منادى) মুযাফ না হয়, তখন (এ হরফগুলি) اسم কে رفع দেয়। যেমন– يَازَيْدُ (হে যায়েদ) يَارَجُلُ (হে ব্যক্তি)।

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ مُنَادٰى- কাকে বলে এবং হরফে নেদা কয়টি এবং কি আমল করে বল ?

উত্তর ঃ শেষোক্ত এই পাঁচটিকে হুরূফে নেদা বলে এবং এগুলির পরবর্তী শব্দ বা বাক্যকে মুনাদা বলে।) এ হরফগুলি তার পরবর্তী اسم (منادى) কে نصب দেয়, যদি তার পরবর্তী اسم টি অন্য আরেকটি اسم এর

www.islamijindegi.com

هَيَا شَرِيْفَ الْقَوْمِ দিকে মুযাফ হয়। যেমন- يَاعَبْدَ اللّٰهِ اَيَا غُلَامَ زَيْدٍ ওর اَعَبْدَ اللّٰهِ اَىْ اَفْضَلُ الْقَوْمِ আর যদি তার পরবর্তী ইসম (منادى) মুযাফ না হয়, তখন (এ হরফগুলি) اسم কে رفع দেয়। যেমন- يَازَيْدُ- يَارَجُلُ

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ وَيَا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو আতেফাহ- يا - مبتدا محذوف ثَالِثُهَا এর খবর। مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ وَهِىَ لِنِدَاءِ الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ هِىَ মুবতাদা لِ হরফে জার نِدَاءِ মুযাফ اَلْقَرِيْبِ معطوف عليه ও معطوف মাতুফ اَلْبَعِيْدِ হরফে আতফ وَاوْ মাতুফ আলাইহি মিলে مضاف مضاف اليه মিলে মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে مستعمل مقدر এর সাথে متعلق হয়ে খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ وَاَيَا وَهَيَا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মাতুফা, اَيَا খবর হয়েছে رَابِعُهَا মুবতাদা মাহযুফের مبتدا خبر মিলে جمله اسميه হয়ে, মাতুফ আলাইহি واو হরফে আতফ هيا খবর হলো جمله اسميه خبريه مبتدا محذوف خَامِسُهَا এর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে মাতুফ, معطوف عليه ও معطوف মিলে جمله عاطفه -

প্রশ্ন ঃ وَهُمَا لِنِدَاءِ الْبَعِيْدِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ هُمَا মুবতাদা لِ হরফে জার نِدَاءِ الْبَعِيْدِ মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে مُسْتَعْمَلٌ مقدر এর সাথে متعلق হয়ে খবর। مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَاَىْ وَالْهَمْزَةُ الْمَفْتُوْحَةُ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو আতেফাহ اَىْ - سَادِسُهَا মুবতাদা মাহযুফের খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه হয়ে মাতুফ আলাইহি, واو হরফে আতফ اَلْهَمْزَةُ الْمَفْتُوْحَةُ মাওসূফ সিফাত মিলে مبتدا محذوف سَابِعُهَا এর খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه হয়ে মাতুফ معطوف عليه معطوف মিলে جمله معطوفه

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ وَهُمَا لِنِدَاءِ الْقَرِيْبِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ এর তারকীব পূর্বোক্ত وَهُمَا لِنِدَاءِ الْبَعِيْدِ এর মতোই হবে।

প্রশ্ন ঃ وَهٰذِهِ الْحُرُوْفُ الْخَمْسَةُ تَنْصِبُ الْاِسْمَ اِذَا كَانَ مُضَافًا اِلٰى اِسْمٍ اٰخَرَ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو - مستانفه - هٰذِهِ ইসমে ইশারা الْحُرُوْفُ মাওসূফ الْخَمْسَةُ সিফাত موصوف صفت মিলে মুশারুন ইলাইহি اسم اشاره ও مشار اليه মিলে মুবতাদা تنصب ফেয়েল ضمير هى مستتر ফায়েল الاسم মাফউলে বিহী, فعل فاعل ও مفعول به মিলে جمله فعليه হয়ে জাযায়ে মুকাদ্দাম। اِذَا হরফে শর্ত كَانَ ফেয়েলে নাকিছ هُوَ ضمير তার ইসম مُضَافًا ইসমে মাফউল শিবহে ফেয়েল اِلٰى হরফে জার اِسْمِ মাওসূফ اٰخَرَ সিফাত موصوف صفت মিলে মাজরূর جار مجرور মিলে متعلق শিবহে ফেয়েলের সাথে, شبه فعل তার নায়েবে ফায়েল ও متعلق মিলে كان এর খবর كان তার اسم خبر মিলে جمله فعليه হয়ে شرط مبتدا خبر। شرط مؤخر মিলে جمله شرطيه হয়ে খবর। جزاء مقدم ও مؤخر মিলে جمله اسميه خبريه ।

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ يَا হরফে নেদা اَدْعُوْ - قائم مقام اَدْعُوْ ফেয়েল ضمير اَنَا ফায়েল عَبْدَ মুযাফ লফযে اللّٰهِ মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে مفعول به হয়েছে اَدْعُوْ ফেয়েলের। ফেয়েল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে جمله فعليه انشائيه হয়ে মাতুফ আলাইহি। وَاوْ - وَيَا غُلَامَ زَيْدٍ হরফে আতফ يَا غُلَامَ زَيْدٍ ইহা পূর্বের يَا عَبْدَ اللّٰهِ এর মতো جمله فعليه انشائيه হয়ে মাতুফ। وَهَيَا شَرِيْفَ الْقَوْمِ - واو আতেফাহ هَيَا شَرِيْفَ الْقَوْمِ ও প্রথমোক্ত জুমলার মতো جمله فعليه انشائيه হয়ে মাতুফ।

وَاَيْ اَفْضَلَ الْقَوْمِ ইহাও প্রথমোক্ত জুমলার মতোই جمله فعليه انشائيه হয়ে মাতুফ। وَاَعَبْدَ اللّٰهِ ইহাও পূর্বের মতোই واو হরফে আতফ أ হরফে নেদা اَدْعُوْ - قائم مقام اَدْعُوْ ফেয়েল اَنَا ضمير ফায়েল عَبْدَ اللّٰهِ মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফউল। فعل فاعل ও مفعول به মিলে جمله فعليه انشائيه

www.islamijindegi.com

হয়ে মাতুফ। معطوف عليه তার সকল মাতুফকে নিয়ে جمله عاطفه হয়ে মুযাফ ইলাইহি مضاف اليه مضاف মিলে محذوف مبتدا مِثَالُهٗ এর খবর
مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه ।

প্রশ্ন ঃ وَتَرْفَعُ الْاِسْمَ اِنْ لَمْ يَكُنْ ذٰالِكَ الْاِسْمُ مُضَافًا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতনিফাহ تَرْفَعُ ফেয়েল ضمير هِيَ ফায়েল اَلْاِسْمَ মাফউল বিহী, فعل فاعل ও مفعول به মিলে جمله فعليه হয়ে জাযায়ে মুকাদ্দাম। اِنْ হরফে শর্ত لَمْ يَكُنْ ফেয়েলে নাকিছ ذٰالِكَ ইসমে ইশরা মাওসূফ اَلْاِسْمُ সিফাত موصوف صفت মিলে لَمْ يَكُنْ এর ইস্‌ম مُضَافًا তার খবর فعل ناقص তার اسم خبر মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে شرط مؤخر । شرط مؤخر ও اجزائے مقدم মিলে جمله شرطيه -

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ يَازَيْدُ وَيَا رَجُلُ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ يَا হরফে নেদা اَدْعُوْ - قائم مقام اَدْعُوْ ফেয়েল ضمير اَنَا ফায়েল زَيْدُ মাফউলে বিহী (যাহা محلًا منصوب) فعل فاعل ও مفعول به মিলে মাতুফ আলাইহি, واو হরফে আত্‌ফ يَارَجُلُ ও অনুরূপভাবে فعل فاعل ও مفعول به মিলে جمله فعليه হয়ে মাতুফ معطوف عليه ও معطوف মিলে مِثْلُ মুযাফের মুযাফ ইলাইহি مضاف اليه مضاف মিলে محذوف مبتدا مِثَالُهٗ এর খবর। مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

www.islamijindegi.com

اَلنَّوْعُ الْخَامِسُ

حُرُوْفٌ تَنْصِبُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ وَهِيَ اَرْبَعَةُ اَحْرُفٍ اَنْ وَلَنْ وَكَيْ وَاِذَنْ فَاَنْ لِلْاِسْتِقْبَالِ وَاِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِيْ نَحْوُ اَسْلَمْتُ اَنْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَاَنْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ وَتُسَمّٰى هٰذِهِ مَصْدَرِيَّةً وَلَنْ لِتَاكِيْدِ نَفْيِ الْمُسْتَقْبِلِ مِثْلُ لَنْ تَرَانِيْ وَاَصْلُهَا لَا اَنْ عِنْدَ الْخَلِيْلِ فَحُذِفَتِ الْهَمْزَةُ تَخْفِيْفًا فَصَارَتْ لَانْ ثُمَّ حُذِفَتِ الْاَلِفُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فَبَقِيَتْ لَنْ وَكَيْ لِلسَّبَبِيَّةِ اَيْ يَكُوْنُ مَا قَبْلَهَا سَبَبًا لِمَا بَعْدَهَا مِثْلُ اَسْلَمْتُ كَيْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَاِنَّ الْاِسْلَامَ سَبَبٌ لِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ وَاِذَنْ لِلْجَوَابِ وَالْجَزَاءِ وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ اِلَّا فِى الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبِلِ فَهِيَ لَاتَدْخُلُ اِلَّا عَلَى الْفِعْلِ الْمُسْتَقْبِلِ مِثْلُ اِذَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ فِيْ جَوَابِ مَنْ قَالَ اَسْلَمْتُ -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

فعل مضارع কে نصب প্রদানকারী হরফ চারটি।

اَنْ - لَنْ - كَيْ - اِذَنْ

চতুর্থ প্রকারঃ ঐ সকল হরফ, যেগুলি فعل مضارع কে نصب দেয় এজাতীয় হরফ চারটি। (১) اَنْ (২) لَنْ (৩) كَيْ (৪) اِذَنْ -

(১) ان - এস্তেকবাল ভবিষ্যতকালের জন্য ব্যবহার হয় যদিও তা ماضى এর পূর্বে আসে। যেমন- اَسْلَمْتُ اَنْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ অথবা اَنْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ (আমি মুসলমান হয়েছি জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য।) এবং ইহাকে اَنْ مَصْدَرِيَّةْ বলে। (কেননা ইহা مضارع এর অর্থকে মাছদারের অর্থে রূপান্তরিত করে দেয়।)

لَنْ ব্যবহার হয় نفى مستقبل (না বাচক ভবিষ্যৎ) কে تاكيد ও দৃঢ় করার জন্য। যেমন- لَنْ تَرَانِيْ (তুমি আমাকে কিছুতেই দেখবে না।

www.islamijindegi.com

নাহু শাস্ত্রের ইমাম খলিল রহ. এর মতে لَنْ শব্দটি মূলতঃ لَا اَنْ ছিল। (ব্যবহারের ক্ষেত্রে) সহজ করার জন্য همزة কে حذف করে দেয়া হয়েছে। لَانْ হয়েছে এরপর দুই সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে الف কেও حذف করে দেয়া হয়েছে। لَنْ হয়ে গেল।

كَيْ - سببيت অর্থাৎ পূর্ববর্তী অংশ পরবর্তী অংশের কারণ বুঝায়। যেমন اَسْلَمْتُ كَيْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ (আমি জান্নাতে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে মুসলমান হয়েছি।) সুতরাং এখানে ইসলাম গ্রহণ করা জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য কারণ হয়েছে।

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ ফে'লে মুযারে'কে নসব প্রদানকারী হরফ কয়টি ও কি কি ?

উত্তর ঃ فعل مضارع কে نصب প্রদান কারী হরফ চারটি।

ঐ সকল হরফ, যেগুলি فعل مضارع কে نصب দেয় এজাতীয় হরফ চারটি। (১) اَنْ (২) لَنْ (৩) كَيْ (৪) اِذَنْ -কবি বলেন–

اَنْ - وَلَنْ - پس كَيْ اِذَنْ اين چار حرف معتبر -

نصب مستقبل كنند اين جمله دائم اقتضا

(১) اَنْ - এস্তেকবাল ভবিষ্যতকালের জন্য ব্যবহার হয় যদিও তা ماضى এর পূর্বে আসে।এবং ইহাকে اَنْ مَصْدَرِيَّة বলে।

প্রশ্ন ঃ لَنْ - শব্দটি কি জন্য ব্যবহৃত হয় এবং لَنْ শব্দটি মূলত কি ছিল ?

উত্তর ঃ لَنْ ব্যবহার হয় نفى مستقبل (না বাচক ভবিষ্যৎ) কে تاكيد ও দৃঢ় করার জন্য। নাহু শাস্ত্রের ইমাম খলিল রহ. এর মতে لَنْ শব্দটি মূলতঃ لَا اَنْ ছিল। (ব্যবহারের ক্ষেত্রে) সহজ করার জন্য همزة কে حذف করে দেয়া হয়েছে। لَانْ হয়েছে এরপর দুই সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে الف কেও حذف করে দেয়া হয়েছে। لَنْ হয়ে গেল।

প্রশ্ন ঃ كَيْ - শব্দটি কি জন্য ব্যবহৃত হয় ?

উত্তর ঃ كَيْ - سببيت অর্থাৎ পূর্ববর্তী অংশ পরবর্তী অংশের কারণ বুঝায়। যেমন اَسْلَمْتُ كَيْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ সুতরাং এখানে ইসলাম গ্রহণ করা জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য কারণ হয়েছে।

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ إِذَنْ শব্দটি কি জন্য ব্যবহৃত হয় ?

উত্তর إِذَنْ - জওয়াব ও জাযা (উত্তরদান ও ফলাফল) বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয় এবং ইহা শুধুমাত্র ভবিষ্যত কালের জন্যই ব্যবহার হয়। সুতরাং ইহা শুধু فعل مستقبل এর শুরুতেই ব্যববহৃত হবে।

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ اَلنَّوْعُ الْخَامِسُ حُرُوْفٌ تَنْصِبُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ اَلنَّوْعُ মাওসূফ اَلْخَامِسُ সিফাত موصوف صفت মিলে মুবতাদা حروف মাওসূফ تَنْصِبُ ফেয়েল ضمير هِىَ ফায়েল الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ মাওসূফ সিফাত মিলে মাফউলে বিহী فعل فاعل ও مفعول به মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে সিফাত, موصوف صفت মিলে খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্নঃ وَهِىَ اَرْبَعَةُ اَحْرُفٍ اَنْ وَلَنْ وَكَىْ وَاِذَنْ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ هِىَ মুবতাদা اَرْبَعَةُ মুমাইয়্যেযে মুযাফ اَحْرُفٍ তামীযে মুযাফ ইলাইহি مضاف এবং مميز مضاف اليه تمييز মিলে মুবদাল মিনহু اَنْ মাতুফ আলাইহি واو হরফে আতফ لَنْ মাতুফ واو হরফে আতফ كَىْ মাতুফ واو হরফে আতফ اِذَنْ মাতুফ, মাতুফ আলাইহি সকল মাতুফকে নিয়ে বদল, মুবদাল মিনহু বদল মিলে খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه-

প্রশ্ন ঃ فَاَنْ لِلْاِسْتِقْبَالِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ فَا হরফে তাফসীল, اَنْ মুবতাদা, لِلْاِسْتِقْبَالِ জার মাজরুর মিলে متعلق হয়েছে مستعمل مقدر এর সাথে, شبه فعل তার نائب فاعل ও متعلق মিলে খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ وَاِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِىْ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو আতেফাহ ان হরফে শর্ত (ইহাকে اِنْ وصيله বলে।) دَخَلَتْ ফেয়েল ضمير هِىَ ফায়েল عَلَى الْمَاضِىْ জার মাজরুর মিলে متعلق। فعل

www.islamijindegi.com

فاعل ও متعلق মিলে جملہ فعلیہ خبریہ হয়ে شرط এবং ইহার জাযা মাহযুফ। তাহলো للاستقبال فهى (জেনে রাখা দরকার যে, إِنْ وصليه এর জাযা সর্বদা محذوف থাকে।) فَا - جزائيه - هِيَ মুবতাদা لِلْاِسْتِقْبَالِ ইহা مُسْتَعْمَلٌ এর সাথে متعلق হয়ে খবর مبتدا خبر মিলে جزا। শর্ত ও জাযা মিলে جمله شرطيه وصليه -

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ اَسْلَمْتُ اَنْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَاَنْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ اَسْلَمْتُ ফেয়েল ও ফায়েল ان مصدريه اَدْخُلَ - ফেয়েল ও ফায়েল الْجَنَّةَ মাফউল ফীহ, فعل فاعل ও مفعول فيه মিলে মাতুফ আলাইহি واو হরফে আতফ ان মাছদারিয়্যাহ دَخَلْتُ ফেয়েল ফায়েল الْجَنَّةَ মাফউলে ফীহ فعل فاعل ও مفعول فيه মিলে মাতুফ, معطوف عليه ও معطوف মিলে جمله فعليه خبريه معطوفه হয়ে بتاويل مفرد মাফউলে বিহী হয়েছে اَسْلَمْتُ ফেয়েল এর । فعل তার فاعل ও مفعول به মিলে جمله مثاله مبتدا মিলে مضاف مضاف اليه হয়ে মুযাফ ইলাইহি, فعليه خبريه محذوف এর খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه-

প্রশ্ন ঃ وَتُسَمَّى هٰذِهٖ مَصْدَرِيَّةً এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو আতেফাহ تُسَمَّى ফেয়েলে মাজহুল هٰذِهٖ ইসমে ইশারা, ইহার মুশারুন ইলাইহি محذوف আছে তাহলো- ان ، اسم اشاره مشار اليه মিলে নায়েবে ফায়েল مصدرية মাফউলে বিহী فعل مجهول তার نائب فاعل ও مفعول به মিলে جمله فعليه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَلَنْ لِتَاكِيْدِ نَفْيِ الْمُسْتَقْبِلِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو আতেফাহ لَنْ মুবতাদা ل হরফে জার تاكيد মুযাফ نَفْيِ মুযাফ ইলাইহি মুযাফ الْمُسْتَقْبِلِ মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে পুনঃ মুযাফ ইলাইহি হয়েছে تاكيد এর مضاف مضاف اليه মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق - مستعمل مقدر এর সাথে, শিবহে ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ لَنْ تَرَانِىْ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ لَنْ নফী তাকীদের হরফ تَرٰى ফেয়েল ও ফায়েল نون وقايه ى متكلم মাফউলে বিহী فعل فاعل ও مفعول به মিলে বিহী মিলে جمله فعليه হয়ে মুযাফ ইলাইহি, مضاف اليه مضاف মিলে مِثَالُهُ مبتدا محذوف এর খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَاَصْلُهَا لَا اَنْ عِنْدَ الْخَلِيْلِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ اَصْلُهَا মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা, لَا اَنْ যুলহাল عِنْدَ মুযাফ اَلْخَلِيْلِ মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে হাল, ذوالحال حال মিলে খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ فَحُذِفَتِ الْهَمْزَةُ تَخْفِيْفًا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ فَا হরফে তাফসীল, حُذِفَتْ ফেয়েলে মাজহুল اَلْهَمْزَةُ নায়েবে ফায়েল تَخْفِيْفًا মাফউলে লাহু, فعل نائب فاعل ও مفعول له মিলে جمله فعليه -

প্রশ্ন ঃ فَصَارَتْ لَانْ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ فَاتعقيبيه - صَارَتْ ফেয়েলে নাকিছ ضمير هِىْ مستتر তার ইসম لَانْ খবর فعل ناقص তার اسم خبر মিলে جمله فعليه -

প্রশ্নঃ ثُمَّ حُذِفَتِ الْاَلِفُ لِاِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ ثُمَّ হরফে আতফ, حُذِفَتْ ফেয়েল মাজহুল اَلْاَلِفُ নায়েবে ফায়েল لِ হরফে জার اِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরুর, جار مجرور মিলে متعلق ، فعل - فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه خبريه -

প্রশ্ন ঃ فَبَقِيَتْ لَنْ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ فَ হরফে বয়ান بَقِيَتْ ফেয়েল ও ফায়েল لَنْ মাফউলে বিহী, فعل فاعل ও مفعول به মিলে جمله فعليه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَكَىْ لِلسَّبَبِيَّةِ اَىْ يَكُوْنَ مَاقَبْلَهَا سَبَبًا لِمَا بَعْدَهَا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ كَىْ মুবতাদা لِلسَّبَبِيَّةِ জার মাজরুর মিলে

مقدر مُسْتَعْمَلٌ এর متعلق হয়ে মুফাসসার। اَىْ হরফে তাফসীর يَكُوْنُ ফেয়েলে নাকিছ مَا ইসমে মাওসুল (মুওসুফ ও হতে পারে) قَبْلَهَا মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে ظرف হয়েছে مقدر وَاقِعٌ এর। وَاقِعٌ ফেয়েল তার ফায়েল ও متعلق মিলে جمله فعليه হয়ে ছিলাহ। صله ও اسم موصول মিলে يَكُوْنُ এর ইস্‌ম। سَبَبًا মাওসূফ لِ হরফে জার مَابَعْدَهَا পূর্বোক্ত তারকীব অনুযায়ী মাজরূর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে مقدر واقعا এর। شبه فعل فاعل ও متعلق মিলে সিফাত موصوف صفتমিলে يَكُوْنُ এর খবর। فعل ناقص তার اسم خبر মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে তাফসীর। مفسر تفسير মিলে খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন : مِثْلُ اَسْلَمْتُ كَىْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ এর তারকীব বল ?

উত্তর : مِثْلُ মুযাফ اَسْلَمْتُ ফেয়েল ও ফায়েল كَىْ হরফে নাছেব। اُدْخُلَ الْجَنَّةَ ফেয়েল ফায়েল ও مفعول فيه মিলে جمله فعليه হয়ে اسلمت এর মাফউলে লাহু فعل فاعل ও مفعول له মিলে جمله فعليه হয়ে মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে مبتدا محذوف مِثَالُهُ এর খবর مبتدا خبرমিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন : فَاِنَّ الْاِسْلَامَ سَبَبٌ لِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ এর তারকীব বল ?

উত্তর : فا হরফে তা'লীল اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেয়েল اَلْاِسْلَامَ তার ইসম سَبَبٌ মাছদার মাওসুফ لِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ - ثَابِتٌ শিবহে ফেয়েলের সাথে متعلق হয়ে সিফাত موصوف صفت মিলে ان এর খবর- ان তার اسم خبر মিলে جمله اسميه خبريه হয়েছে।

প্রশ্ন : وَاِذَنْ لِلْجَوَابِ وَالْجَزَاءِ এর তারকীব বল ?

উত্তর : واو মুসতানিফাহ اِذَنْ মুবতাদা لِ হরফে জার اَلْجَوَابِ মাতুফ আলাইহি واو হরফে আতফ اَلْجَزَاءِ মাতুফ معطوف عليه معطوف মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে مقدر شبه فعل مُسْتَعْمَلٌ এর সাথে متعلق, شبه فعل তার نائب فاعل ও متعلق মিলে খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ وَهُوَ لَايَتَحَقَّقُ اِلَّا فِى الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبِلِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ্ هُوَ মুবতাদা لَايَتَحَقَّقُ ফেয়েল ও ফায়েল, اِلَّا হরফে ইস্তেছনা فِى হরফে জার اَلزَّمَانِ الْمُسْتَقْبِلِ মাওসূফ সিফাত মিলে মাজরুর। جار مجرور মিলে متعلق مفرغ متعلق مستثنى । فعل فاعل ও متعلق মিলে جملہ فعلیہ হয়ে খবর مبتدا خبر মিলে جملہ اسمیہ خبریہ -

প্রশ্ন ঃ فَهِىَ لَاتَدْخُلُ اِلَّا عَلَى الْفِعْلِ الْمُسْتَقْبِلِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ فا হরফে জাযা, هِىَ মুবতাদা لَاتَدْخُلُ ফেয়েল ও ফায়েল لا হরফে ইস্তেছনা عَلَى হরফে জার اَلْفِعْلِ الْمُسْتَقْبِلِ মাওসূফ সিফাত মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق مفرغ متعلق مستثنى । فعل فاعل ও متعلق মিলে جملہ فعلیہ হয়ে খবর مبتدا خبر মিলে جملہ اسمیہ خبریہ হয়ে شرط اِذْ لَمْ يَتَحَقَّقِ الْجَوَابُ وَالْجَزَاءُ اِلَّا فِى شرط محذوف হলো এর জাযা محذوف اَلزَّمَانِ الْمُسْتَقْبِلِ । شرط ও جزا মিলে جملہ شرطیہ جزائیہ -

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ اِذَنْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ فِىْ جَوَابِ مَنْ قَالَ اَسْلَمْتُ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ اِذَنْ - حرف ناصب । تَدْخُلُ ফেয়েল اَنْتَ ضمير মুস্তাতির ফায়েল اَلْجَنَّةَ মাফউলে ফীহ। فعل فاعل ও مفعول فيه মিলে جملہ مستتر হয়ে যুলহাল, فِىْ হরফে জার جَوَابِ মুযাফ مَنْ ইসমে মাওসূল قَالَ ফেয়েল ও ফায়েল। فعل فاعل মিলে جملہ فعلیہ হয়ে কওল اَسْلَمْتَ ফেয়েল تُ ضمير بارز ফায়েল। فعل فاعل মিলে جملہ فعلیہ হয়ে মাকূলা قول مقولہ মিলে ছিলাহ। اسم موصول ও ছিলা মিলে মুযাফ ইলাইহি হয়েছে جواب এর। مضاف اليه মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে مَقُوْلًا شبہ فعل এর متعلق । شبہ فعل তার نائب فاعل ও متعلق মিলে হাল। ذو الحال حال মিলে مضاف اليه হয়েছে مثل মুযাফের مضاف اليه مضاف মিলে খবর مبتدا محذوف مِثَالُهُ এর مبتدا خبر মিলে جملہ اسمیہ خبریہ

www.islamijindegi.com

اَلنَّوْعُ السَّادِسُ۔

حُرُوْفٌ تَجْزِمُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ وَهِيَ خَمْسَةُ اَحْرُفٍ لَمْ وَلَمَّا وَلَامُ الْاَمْرِ وَلَا النَّهْيُ وَاِنْ لِلشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ فَلَمْ تَجْعَلُ الْمُضَارِعَ مَاضِيًا مَنْفِيًّا مِثْلُ لَمْ يَضْرِبْ بِمَعْنَى مَا ضَرَبَ وَلَمَّا مِثْلُ لَمْ لٰكِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِالْاِسْتِغْرَاقِ مِثْلُ لَمَّا يَضْرِبْ زَيْدٌ اَيْ مَا ضَرَبَ زَيْدٌ فِيْ شَيْئٍ مِنَ الْاَزْمِنَةِ الْمَاضِيَةِ وَلَامُ الْاَمْرِ وَهِيَ لِطَلَبِ الْفِعْلِ اِمَّا عَنِ الْفَاعِلِ الْغَائِبِ مِثْلُ لِيَضْرِبْ اَوْ عَنِ الْفَاعِلِ الْمُتَكَلِّمِ مِثْلُ لِاَضْرِبْ وَلِنَضْرِبْ اَوْ عَنِ الْمَفْعُوْلِ الْغَائِبِ مِثْلُ لِيُضْرَبْ اَوْ عَنِ الْمَفْعُوْلِ الْمُخَاطَبِ مِثْلُ لِتُضْرَبْ اَوْ عَنِ الْمَفْعُوْلِ الْمُتَكَلِّمِ مِثْلُ لِاُضْرَبْ وَلِنُضْرَبْ -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

ষষ্ঠ প্রকার ঃ ফে'লে মুযারে'কে জযম প্রদানকারী হরফ। কবি বলেন-

اِنْ وَلَمْ لَمَّا ولام امرو لائے نہی نیز -

پنج حرف جازم فعل اند ہریک بیدغا

এমন কতগুলি হরফ, যেগুলি فعل مضارع কে جزم দেয়। এজাতীয় হরফ পাঁচটি (১) لَمْ ফেয়েলে মুযারে এর অর্থকে ماضى منفى এর অর্থে রূপান্তরিত করে। যেমন- لَمْ يَضْرِبْ ইহা مَاضَرَبَ এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে (সে প্রহার করেনি।) (২) لَمَّا (আমল করার দিক দিয়ে) لَمْ এর মতোই। তবে لَمَّا - استغراق (অতীত কালের পূর্ণ সময়) বুঝানোর জন্য নির্ধারিত। যেমন- لَمَّا يَضْرِبْ زَيْدٌ অর্থাৎ مَاضَرَبَ زَيْدٌ فِى شَيْئٍ مِنَ الْاَزْمِنَةِ الْمَاضِيَةِ (যায়েদ অতীত কালের কোন সময়ই প্রহার করেনি।) (৩) لام الامر এ হরফটি طلب فعل (কোন কাজের আদেশ) বুঝানের জন্য ব্যবহার হয়। কাজের আদেশটি কখনো فاعل غائب থেকে হয়। যেমন- لِيَضْرِبْ (সে যেন মারে।) কখনও فاعل متكلم থেকে হয়। যেমন-

www.islamijindegi.com

لِاُضْرَبْ (আমার মারা উচিত।) لِنُضْرَبْ (আমাদের মারা উচিত।) কখনো বা مفعول غائب থেকে হয়। যেমন- لِيُضْرَبْ (তাকে প্রহার করা হোক।) অথবা مفعول مخاطب থেকে হয়। যেমন- لِتُضْرَبْ (তোমাকে প্রহার করা হোক।) অথবা طلب فعل টি مفعول متكلم থেকেও হতে পারে যেমন- لِاُضْرَبْ (আমাকে মারা হোক।) لِنُضْرَبْ (আমাদেরকে মারা হোক।)

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নঃ ফে'লে মুযারে'কে জযম প্রদানকারী হরফ কয়টিও কি? কি?

উত্তর ফে'লে মুযারে'কে জযম প্রদানকারী হরফ পাঁচটি .

(১) لَمْ (২) لَمَّا (৩) لَامُ الْاَمْرِ (৪) لَا النهى (৫) اِنْ الشرطية

প্রশ্নঃ لم কি আমল করে বল?

উত্তর ঃ لَمْ ফেয়েলে মুযারে এর অর্থকে ماضى منفى এর অর্থে রুপান্তরিত করে। যেমন- لَمْ يَضْرِبْ ইহা مَاضَرَبَ এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে (২) لَمَّا (আমল করার দিক দিয়ে) لَمْ এর মতোই। তবে لَمَّا - استغراق (অতীত কালের পূর্ণ সময়) বুঝানোর জন্য নির্ধারিত যেমন- لَمَّا مَاضَرَبَ زَيْدٌ فِىْ شَيْئٍ مِنَ الْاَزْمِنَةِ الْمَاضِيَةِ অর্থাৎ يَضْرِبْ زَيْدٌ

প্রশ্নঃ لَامُ الْاَمْرِ কি আমল করে বল?

উত্তর ঃ لَامُ الْاَمْرِ এ হরফটি طلب فعل (কোন কাজের আদেশ) বুঝানের জন্য ব্যবহার হয়। কাজের আদেশটি কখনো غائب فاعل থেকে হয়। যেমন- لِيَضْرِبْ কখনও متكلم فاعل থেকে হয়। যেমন- لِاَضْرِبْ لِنَضْرِبْ কখনো বা مفعول غائب থেকে হয়। যেমন- لِيُضْرَبْ অথবা مفعول مخاطب থেকে হয়। যেমন- لِتُضْرَبْ অথবা طلب فعل টি مفعول متكلم থেকেও হতে পারে যেমন- لِاُضْرَبْ - لِنُضْرَبْ

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ اَلنَّوْعُ السَّادِسُ حُرُوْفٌ تَجْزِمُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ এর তারকীব اَلنَّوْعُ الْخَامِسُ حُرُوْفٌ تَنْصِبُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ এর মতোই।

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ وَهِيَ خَمْسَةُ اَحْرُفٍ لَمْ وَلَمَّا وَلَامُ الْاَمْرِ وَلَا النَّهْيِ وَاِنْ الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ এর তারকীব পুর্বোক্ত وَهِيَ اَرْبَعَةُ اَحْرُفٍ اَنْ وَلَنْ وَكَيْ الخ এর মতোই।

প্রশ্ন ঃ فَلَمْ تَجْعَلُ الْمُضَارِعَ مَاضِيًا مَنْفِيًّا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ فاحرف تفصيل। لَمْ মুবতাদা تَجْعَلُ ফেয়েল ضمير هِيَ مستتر ফায়েল اَلْمُضَارِعَ মাফউলে আউয়াল مَاضِيًا মাওসুফ مَنْفِيًّا সিফাত موصوف صفت মিলে مفعول ثانى فعل فاعل مفعول ও উভয় মিলে جمله فعليه হয়ে খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه ।

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ لَمْ يَضْرِبْ بِمَعْنَى مَا ضَرَبَ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ لَمْ يَضْرِبْ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো শুধু শব্দটি, ফেয়েল উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং লফযে لَمْ يَضْرِبْ মুবতাদা بِ হরফে জার مَعْنَى মুযাফ লফযে مَاضَرَبَ মুযাফ ইলাইহি مضاف اليه মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে مقدر كَائِنٌ এর সাথে, شبه فعل তার فاعل ও متعلق মিলে খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে مثل মুযাফের مضاف اليه। اِلٰى اٰخِرِهٖ

দ্বিতীয় তারকীব এভাবে ও হতে পারে لَمْ يَضْرِبْ যুলহাল, بمعنى مَاضَرَبَ উপরোক্ত তারকীবের ন্যায় شبه فعل তার فاعل ও متعلق মিলে হাল, ذو الحال حال মিলে মুযাফ ইলাইহি হয়েছে مِثْلُ মুযাফের, مضاف مضاف اليه মিলে مَثَالُهٗ مبتدا محذوف এর খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَلَمَّا مِثْلُ لَمْ لٰكِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِالْاِسْتِغْرَاقِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ্ لَمَّا মুবতাদা مِثْلُ মুযাফ لَمْ মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে মুসতাদরাক মিনহু لٰكِنَّ হরফে (এস্তেদরাক) মুশাব্বাহ বিলফেয়েল هَا তার ইস্‌ম। مُخْتَصَّةٌ শিব্‌হে ফেয়েল ضمير هِيَ مستتر নায়েবে ফায়েল بِالْاِسْتِغْرَاقِ জার মাজরুর মিলে متعلق। شبه فعل তার ফায়েল ও متعلق মিলে খবর لٰكِنَّ তার اسم خبر মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে এস্তেদরাক। مستدرك منه ও استدراك মিলে খবর। مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ لَمَّا يَضْرِبْ زَيْدٌ اَىْ ضَرَبَ زَيْدٌ فِىْ شَيْئٍ مِنَ الْاَزْمِنَةِ الْمَاضِيَةِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ لَمَّا হরফে জাযেম يَضْرِبْ ফেয়েল زَيْدٌ ফায়েল। فعل فاعل মিলে جمله فعليه হয়ে মুফাস্‌সার اَىْ হরফে তাফসীর مَاضَرَبَ ফেয়েল فاعل زَيْدٌ ফায়েল فِىْ হরফ জার شَيْئٍ মাওসূফ مِنَ হরফেজার الْاَزْمِنَةِ الْمَاضِيَةِ মাওসূফ সিফাত মিলে মাজরুর। جار مجرور মিলে كَائِنٌ শিবহে ফেয়েলের সাথে متعلق হয়ে شَيْئٍ এর সিফাত موصوف صفت মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق। مفسر تفسير মিলে فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه হয়ে তাফসীর مبتدا محذوف مضاف مضاف اليه মিলে نحو মুযাফের, مضاف اليه হয়েছে مِثَالُهُ এর খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَلَامُ الْاَمْرِ وَهِىَ لِطَلَبِ الْفِعْلِ اِمَّاعَنِ الْفَاعِلِ الْغَائِبِ الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ لَامُ الْاَمْرِ মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদায়ে আউয়াল واو যায়েদাহ هِىَ মুবতাদা لِ হরফে জার طَلَبِ মাছদার মুযাফ الْفِعْلِ মুযাফ ইলাইহি اِمَّا হরফে তারদীদ عَنِ হরফে জার الْفَاعِلِ الْغَائِبِ মাওসূফ সিফাত মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে মাতুফ আলাইহি, اَوْ হরফে আত্‌ফ عَنِ হরফে জার الْفَاعِلِ الْمُتَكَلِّمِ মাওসূফ সিফাত মিলে মাজরুর, جار مجرور মিলে মাতুফ আলাইহি واو হরফে আতফ عَنِ الْمَفْعُوْلِ الْغَائِبِ উক্ত নিয়মে মাতুফ মাতুফ আলাইহি, একই নিয়মেই اَوْعَنِ الْمَفْعُوْلِ الْمُخَاطَبِ এবং اَوْ عَنِ الْمَفْعُوْلِ الْمُتَكَلِّمِ - মাতুফ আলাইহি তার সকল মাতুফকে নিয়ে طلب মাছদারের متعلق হয়েছে مصدر তার مضاف اليه ও متعلق মিলে মাজরুর। جار مجرور মিলে ثَابِتَةٌ مقدر এর সাথে متعلق হয়ে مبتداء ثانى এর খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه এর খবর مبتداء اول মিলে مبتدا خبر -

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ لِيَضْرِبْ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ لِيَضْرِبْ ফেয়েল ضمير هُوَ مستتر ফায়েল فعل فاعل মিলে جمله فعليه হয়ে মুযাফ ইলাইহি مضاف ও مضاف اليه মিলে مثاله مقدر এর খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ এসো নিজে নিজে তারকীব করি ঃ

مِثْلُ لِاَضْرِبْ وَلِنَضْرِبْ . مِثْل لِتَضْرِبْ , مِثْل لِيَضْرِبْ , مِثْل لِاَضْرِبْ وَلِنَضْرِبْ

www.islamijindegi.com

وَلَاالنَّهْيُ وَهِيَ ضِدُّ لَامِ الْاَمْرِ اَيْ لِطَلَبِ تَرْكِ الْفِعْلِ اِمَّا عَنِ الْفَاعِلِ الْغَائِبِ اَوْ الْمُخَاطَبِ اَوْ الْمُتَكَلِّمِ مِثْلُ لَايَضْرِبْ وَلَا تَضْرِبْ وَلَا اَضْرِبْ وَلَا نَضْرِبْ اَوْ عَنِ الْمَفْعُوْلِ الْغَائِبِ اَوْ الْمُخَاطَبِ اَوِ الْمُتَكَلِّمِ مِثْلُ لَايُضْرَبْ وَلَاتُضْرَبْ وَلَااُضْرَبْ وَلَانُضْرَبْ وَاِنْ وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ وَالْجُمْلَةُ الْاُوْلٰى تُكْوْنُ فِعْلِيَّةً وَالثَّانِيَةُ قَدْ تَكُوْنُ فِعْلِيَّةً وَقَدْ تَكُوْنُ اِسْمِيَّةً وَتُسَمَّى الْاُوْلٰى شَرْطًا وَالثَّانِيَةُ جَزَاءً فَاِنْ كَانَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ اَوْ الشَّرْطُ وَحْدَهٗ فِعْلًا مُضَارِعًا فَتَجْزِمُهٗ اِنْ عَلٰى سَبِيْلِ الْوُجُوْبِ مِثْلُ اِنْ تَضْرِبْ اَضْرِبْ وَاِنْ تَضْرِبْ ضَرَبْتُ وَاِنْ تَضْرِبْ فَزَيْدٌ ضَارِبٌ وَاِنْ كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهٗ فِعْلًا مُضَارِعًا فَتَجْزِمُهٗ عَلٰى سَبِيْلِ الْجَوَازِ نَحْوُ اِنْ ضَرَبْتَ اَضْرِبْ -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

(৪) لَا النَّهْيُ ইহা لَامُ الْاَمْرِ এর বিপরীত অর্থাৎ কাজটি না করা তলব করার (নিষেধাজ্ঞা বুঝানোর) জন্য ব্যবহার হয় এবং উক্ত কাজটির নিষেধাজ্ঞা فاعل غائب থেকেও হতে পারে। فاعل مخاطب বা فاعل متكلم থেকেও হতে পারে। যেমন- لَايَضْرِبْ (সে না মারুক।) لَاتَضْرِبْ (তুমি মারিও না।) لَااَضْرِبْ (আমার না মারা উচিত।) لَانَضْرِبْ (আমাদের না মারা উচিত।) অথবা নিষেধাজ্ঞা مفعول غائب কিংবা مفعول مخاطب বা مفعول متكلم থেকে হবে যেমন- لَايُضْرَبْ (সে যেন প্রহৃত না হয়।) لَاتُضْرَبْ (তুমি প্রহৃত হইও না।) لَااُضْرَبْ (আমি যেন প্রহৃত না হই।) لَانُضْرَبْ (আমরা যেন প্রহৃত না হই) (৫) ان এটি দুই জুমলার শুরুতে আসে। প্রথম جمله টি সর্বদা جمله فعليه হয় এবং দ্বিতীয় জুমলাটি কখনো فعليه হয়, আবার কখনো اسميه হয়। উক্ত দুই জুমলার প্রথমটিকে شرط বলে এবং দ্বিতীয়টিকে জাযা বলে। (আর اِنْ টিকে اِنْ

www.islamijindegi.com

شرطيه বলে।) যদি شرط ও جزاء অথবা শুধু شرط টি فعل مضارع হয়, তাহলে مضارعএর মধ্যে جزم দেওয়া ওয়াজিব) যেমন- اِنْ تَضْرِبْ اَضْرِبْ (তুমি যদি মার আমিও মারব।) اِنْ تَضْرِبْ ضَرَبْتَ (তুমি যদি মার আমিও মারব।) اِنْ تَضْرِبْ فَزَيْدٌ ضَارِبٌ (যদি তুমি মার তাহলে যায়েদও মারবে।) আর যদি শুধু جزاء টি فعل مضارع হয়। তাহলে جزم দেওয়া জায়েয আছে। যেমন- اِنْ ضَرَبْتَهُ اَضْرِبْ (যদি তুমি তাকে মার আমিও মারব।)

প্রশ্নঃ لَا النَّهْى কি আমল করে ?

উত্তর لَا النَّهْى ইহা لَامُ الْاَمْرِ এর বিপরীত অর্থাৎ কাজটি না করা তলব করার (নিষেধাজ্ঞা বুঝানোর) জন্য ব্যবহার হয় এবং উক্ত কাজটির নিষেধাজ্ঞা فاعل غائب থেকেও হতে পারে। فاعل مخاطب বা فاعل متكلم থেকেও হতে পারে। যেমন- لَايَضْرِبْ - لَاتَضْرِبْ - لَااَضْرِبْ - لَانَضْرِبْ অথবা নিষেধাজ্ঞা غائب কিংবা مفعول مخاطب বা مفعول متكلم থেকে হবে যেমন- لَايُضْرَبْ . لَاتُضْرَبْ . لَااُضْرَبْ . لَانُضْرَبْ.

প্রশ্নঃ اِنْ কি আমল করে ?

উত্তর اِنْ এটি দুই জুমলার শুরুতে আসে। প্রথম جمله টি সর্বদা جمله فعليه হয় এবং দ্বিতীয় জুমলাটি কখনো فعليه হয়, আবার কখনো اسميه হয়। উক্ত দুই জুমলার প্রথমটিকে شرط বলে এবং দ্বিতীয়টিকে জাযা বলে। (আর اِنْ টিকে اِنْ شرطيه বলে।) যদি شرط ও جزاء অথবা শুধু شرط টি فعل مضارع হয়, তাহলে مضارعএর মধ্যে جزم দেওয়া ওয়াজিব) যেমন- اِنْ تَضْرِبْ اَضْرِبْ - اِنْ تَضْرِبْ ضَرَبْتُ (তুমি যদি মার আমিও মারব।) اِنْ تَضْرِبْ فَزَيْدٌ ضَارِبٌ- আর যদি শুধু جزاء টি فعل مضارع হয়। তাহলে جزم দেওয়া জায়েয আছে। যেমন- اِنْ ضَرَبْتَهُ اَضْرِبْ -

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ وَلَا النَّهْى وَهِىَ ضِدُّ لَامِ الْاَمْرِ اَىْ لِطَلَبِ تَرْكِ الْفِعْلِ الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ وَاو মুসতানিফাহ্ لَا মুযাফ النَّهْى মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে মুবতাদা وَاو যায়েদাহ্ هِىَ মুবতাদায়ে ছানী ضِدُّ মুযাফ لَامِ মুযাফ

www.islamijindegi.com

ইলাইহি মুযাফ اَلْاَمْرِ মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে আবার মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে মুফাসসার اَیْ হরফে তাফসীর لِ হরফে জার طَلَبُ মাছদারে মুযাফ تَرْكِ মুযাফ ইলাইহি মুযাফ اَلْفِعْلِ মুযাফ ইলাইহি, اِمَّا হরফে তারদীদ عَنِ হরফে জার اَلْفَاعِلِ মাওসূফ اَلْغَائِبِ মাতুফ আলাইহি اَوْ হরফে আতফ اَلْمُتَكَلِّمِ মাতুফ اَوْ হরফে আতফ اَلْمُخَاطَبِ মাতুফ معطوف عليه তার সকল মাতুফকে নিয়ে সিফাত موصوف صفت মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে طَلَبٌ মাছদারের সাথে متعلق । مصدر তার মুযাফ ইলাইহি ও متعلق মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে ثَابِتَةٌ شبه فعل مقدر এর সাথে متعلق হয়ে তাফসীর, مفسر تفسير মিলে দ্বিতীয় মুবতাদার খবর, مبتدا خبر মিলে প্রথম মুবতাদার খবর হয়েছে। مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ لَايَضْرِبْ وَلَاتَضْرِبْ وَلَاأَضْرِبْ وَلَانَضْرِبْ এর তারকীব বল

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ لَايَضْرِبْ ফেয়েল ও ফায়েল মিলে جمله فعليه انشائيه হয়ে মাতুফ আলাইহি। واو হরফে আতফ لَاتَضْرِبْ ফেয়েল ফায়েল মিলে جمله فعليه انشائيه হয়ে মাতুফ, এমনিভাবে وَلَاأَضْرِبْ এবং وَلَا نَضْرِبْ ও মাতুফ হয়েছে معطوف عليه সকল معطوف সহ মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে مبتدا مقدر مثاله এর খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ اَوْ عَنِ الْمَفْعُوْلِ الْغَائِبِ وَالْمُخَاطَبِ وَالْمُتَكَلِّمِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ ইহাও طَلَبِ মাছদারের সাথে আতফের وَاسِطَةْ দ্বারা مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ وَاِنْ وَهِىَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ্ اِنْ মুবতাদায়ে আউয়াল واو যায়েদাহ هِىَ মুবতাদায়ে ছানী تَدْخُلُ ফেয়েল ও ফায়েল عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ তার সাথে متعلق , فعل فاعل متعلق মিলে جمله فعليه হয়ে مبتداء ثانى এর খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে আবার مبتداء اول এর খবর। مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ وَالْجُمْلَةُ الْاُوْلٰى تَكُوْنُ فِعْلِيَّةً وَالثَّانِيَةُ قَدْ تَكُوْنُ فِعْلِيَّةً الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ اَلْجُمْلَةُ الْاُوْلٰى মাওসূফ সিফাত মিলে মুবতাদা, تكون ফেয়েলে নাকিছ, ضمير هِيَ مستتر তার ইস্ম فِعْلِيَّةً খবর, فعل جمله مبتدا خبر মিলে اسم خبر মিলে جمله فعليه হয়ে খবর ناقص তার قَدْ حرف اسميه হয়ে মাতুফ আলাইহি। واو হরফে আতফ, اَلثَّانِيَةُ মুবতাদা تَكُوْنُ فِعْلِيَّةً ফেয়েল নাকিছ তার ইসম খবর মিলে মাতুফ আলাইহি, تقليل واو হরফে আত্ফ قد হরফে তাকলীল, تَكُوْنُ اِسْمِيَّةً উপরোক্ত নিয়মে তারকীব হয়ে মাতুফ। معطوف عليه معطوف মিলে খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে মাতুফ। অতঃপর মাতুফ মাতুফ আলাইহি মিলে جمله عاطفه হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ وَتُسَمّٰى الْاُوْلٰى شَرْطًا وَالثَّانِيَةُ جَزَاءً এর তারকীব বল?

উত্তর ঃ واو আতেফাহ্ تُسَمّٰى ফেয়েলে মাজহুল الْاُوْلٰى নায়েবে ফায়েল شَرْطًا মাফউলে বিহী فعل مجهول তার نائب فاعل ও مفعول به মিলে جمله فعليه হয়ে মাতুফ আলাইহি واو হরফে আত্ফ اَلثَّانِيَةُ - فعل تُسَمّٰى مقدر এর مجهول نائب فاعل , جزاء মাফউলে বিহী, فعل مجهول نائب فاعل এবং مفعول به মিলে جمله فعليه হয়ে মাতুফ। معطوف عليه এবং معطوف মিলে جمله عاطفه -

প্রশ্ন ঃ فَاِنْ كَانَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ اَوِ الشَّرْطُ وَحْدَهٗ فِعْلًا مُضَارِعًا الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ فَاتفصيليه - اِنْ হরফে শর্ত كَانَ ফেয়েলে নাকিছ اَلشَّرْطُ মাতুফ আলাইহি ও মাতুফ মিলে আবার মাতুফ আলাইহি اَوْ হরফে আতফ وَالْجَزَاءُ যুলহাল, وَحْدَهٗ মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে হাল, ذو الحال حال মিলে মাতুফ, معطوف عليه এবং মাতুফ মিলে كَانَ এর ইস্ম, فِعْلًا مُضَارِعًا মাওসূফ সিফাত মিলে খবর, كَانَ তার اسم خبر কে নিয়ে جمله فعليه হয়ে

www.islamijindegi.com

শর্ত। فَا - جزائيه - تَجْزِمُ ফেয়েল ; মাফউলে বিহী اِنْ ফায়েল عَلَى হরফে জার سَبِيْلِ الْوُجُوْبِ মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরূর, جار مجرور মিলে متعلق ফেয়েলও فعل فاعل مفعول به । متعلق মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে জাযা, شرط جزا মিলে جمله شرطيه جزائيه -

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ اِنْ تَضْرِبْ اَضْرِبْ وَاِنْ تَضْرِبْ ضَرَبْتُ وَاِنْ تَضْرِبْ فَزَيْدٌ ضَارِبٌ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ اِنْ হরফে শর্ত تَضْرِبْ ফেয়েল ضمير اَنْتَ مستتر ফায়েল فعل فاعل মিলে جمله فعليه হয়ে শর্ত। اَضْرِبْ ফেয়েল ضمير اَنَا مستتر ফায়েল, فعل فاعل মিলে جمله فعليه হয়ে জাযা। شرط جزا মিলে جمله شرطيه হয়ে মাতুফ আলাইহি واو হরফে আতফ اِنْ تَضْرِبْ ضَرَبْتُ جمله شرطيه فعليه হয়ে মাতুফ, এমনিভাবে اِنْ تَضْرِبْ فَزَيْدٌ ضَارِبٌ জুমলায়ে شرطيه فعليه হয়ে মাতুফ معطوف عليه ও معطوف মিলে মুযাফ ইলাইহি مِثْلُ মুযাফের مضاف اليه মিলে খবর مِثَالُهُ মুবতাদা মাহযুফের, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

www.islamijindegi.com

اَلنَّوْعُ السَّابِعُ

اَسْمَاءٌ تَجْزِمُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ حَالَ كَوْنِهَا مُشْتَمِلَةً عَلٰى مَعْنٰى اِنْ وَتَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلَيْنِ وَيَكُوْنُ الْفِعْلُ الْاَوَّلُ سَبَبًا لِلْفِعْلِ الثَّانِىْ وَيُسَمّٰى الْاَوَّلُ شَرْطًا وَالثَّانِىْ جَزَاءً فَاِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مُضَارِعَيْنِ اَوْ كَانَ الْاَوَّلُ مُضَارِعًا دُوْنَ الثَّانِىْ فَالْجَزْمُ وَاجِبٌ فِى الْمُضَارِعِ وَهِىَ تِسْعَةُ اَسْمَاءَ مَنْ وَمَا وَاَىٌّ وَمَتٰى وَاَيْنَمَا وَاَنّٰى وَ مَهْمَا وَحَيْثُمَا وَاِذْمَا فَمَنْ وَهُوَ لَا يَسْتَعْمِلُ اِلَّا فِى ذَوِى الْعُقُوْلِ نَحْوُ مَنْ يُكْرِمُنِىْ اُكْرِمْهُ اَىْ اِنْ يُكْرِمْنِىْ زَيْدٌ اُكْرِمْهُ وَاِنْ يُكْرِمْنِىْ عَمْرٌو اُكْرِمْهُ -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

সপ্তম প্রকার ঃ ফে'লে মুযারে'কে জযম প্রদানকারী ইসম ঃ এ সকল ইসম, যেগুলি فعل مضارع কে جزم দেয় এবং اِنْ شرطيه এর অর্থ প্রকাশ করে। এগুলি দুটি ফেয়েলের শুরুতে আসে এবং প্রথম ফেয়েলটি দ্বিতীয় ফেয়েলের কারণ হয়। প্রথমটিকে شرط এবং দ্বিতীয়টিকে جزاء বলে। সুতরাং যদি উভয়টি فعل مضارع হয় অথবা প্রথম فعل مضارع টি হয় এবং দ্বিতীয়টি না হয়, তখন উক্ত فعل مضارع এর শেষে جزم দেওয়া ওয়াজিব। এজাতীয় اسم নয়টি।

(১) مَنْ ইহা ذوى العقول - (জ্ঞানসম্পন্ন প্রাণী) ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না। যেমন- مَنْ يُكْرِمْنِىْ اُكْرِمْهُ (যে আমাকে সম্মান করবে আমিও তাকে সম্মান করব।) অর্থাৎ যায়েদ যদি আমাকে সম্মান করে আমিও তাকে সম্মান করব এবং আমর যদি আমাকে সম্মান করে আমিও তাকে সম্মান করব।

www.islamijindegi.com

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ ফে'লে মুযারে'কে জযম প্রদানকারী ইসম কয়টিও কি কি?

উত্তর এ সকল ইসম, যেগুলি فعل مضارع কে جزم দেয় এবং اِنْ شرطيه এর অর্থ প্রকাশ করে। এগুলি দুটি ফেয়েলের শুরুতে আসে এবং প্রথম ফেয়েলটি দ্বিতীয় ফেয়েলের কারণ হয়। প্রথমটিকে شرط এবং দ্বিতীয়টিকে جزاء বলে। সুতরাং যদি উভয়টি فعل مضارع হয় অথবা প্রথম فعل টি فعل مضارع হয় এবং দ্বিতীয়টি না হয়, তখন উক্ত فعل مضارع এর শেষে جزم দেওয়া ওয়াজিব। এ জাতীয় اسم নয়টি। যেমন কবি বলেন–

مَنْ وَمَا مَهْمَا وَاىْ حَيْثُمَا اِذْ مَا مَتٰى *
اَيْنَمَا، اَنّٰى، نه اسم جازم أمد فعل را

প্রশ্নঃ من কি আমল কলে ?

উত্তর ঃ مَنْ ইহা ذوى العقول - (জ্ঞানসম্পন্ন প্রাণী) ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না। যেমন– مَنْ يُكْرِمْنِىْ اُكْرِمْهُ অর্থাৎ যায়েদ যদি আমাকে সম্মান করে আমিও তাকে সম্মান করব এবং আমর যদি আমাকে সম্মান করে আমিও তাকে সম্মান করব।

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ اَلنَّوْعُ السَّابِعُ اَسْمَاءٌ تَجْزِمُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ حَالَ كَوْنِهَا الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ اَلنَّوْعُ السَّابِعُ মাওসূফ সিফাত মিলে মুবতাদা اَسْمَاءٌ মাওসূফ تَجْزِمُ ফেয়েল ও ফায়েল الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ মাওসূফ সিফাত মিলে মাফউলে বিহী حَالَ মুযাফ كَوْنِ ফেয়েলে নাকিছ মাসদার মুযাফ هَا শব্দের দিক দিয়ে মুযাফ ইলাইহি অর্থের দিক দিয়ে ইসম, مُشْتَمِلَةً শিবহে ফেয়েল, عَلٰى হরফে জার مَعْنِى মুযাফ اِنْ মুযাফ ইলাইহি مضاف اليه مضاف مضاف মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে مُشْتَمِلَةٌ এর متعلق শিবহে ফেয়েল তার নায়েবে ফায়েল ও متعلق মিলে খবর, كَوْنُ তার اسم خبر মিলে حَالَ এর মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف

www.islamijindegi.com

جمله الیه মিলে ظرف হয়েছে ফেয়েলের, فعل فاعل مفعول ও ظرف মিলে مبتدا خبر মিলে খবর موصوف صفت এর সিফাত, اسماء হয়ে فعلیه خبریه মিলে جمله اسمیه خبریه -

প্রশ্ন ঃ وَتَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلَيْنِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ তারকীব নিজে কর।

প্রশ্ন ঃ وَيَكُوْنُ الْفِعْلُ الاَوَّلُ سَبَبًا لِلْفِعْلِ الثَّانِىْ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ يَكُوْنُ ফেয়েলে নাকিছ اَلْفِعْلُ الاَوَّلُ মাওসূফ সিফাত মিলে ইসম سَبَبًا মাছদার لِلْفِعْلِ الثَّانِىْ মুতাআল্লিক হয়েছে মাছদারের সাথে مصدر তার متعلق সহ খবর হয়েছে, يَكُوْنُ ফেয়েলে নাকিছ তার اسم خبر মিলে جمله فعلیه خبریه -

প্রশ্ন ঃ وَيُسَمَّى الاَوَّلُ شَرْطًا وَالثَّانِىْ جَزَاءً এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ এর তারকীব وَتُسَمَّى الْاُوْلٰى شَرْطًا وَالثَّانِيَةُ جَزَاءً এর মতোই।

প্রশ্ন ঃ فَاِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مُضَارِعَيْنِ اَوْ كَانَ الاَوَّلُ مُضَارِعًا الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ فاتفصيليه - اِنْ হরফে শর্ত كَانَ ফেয়েল নাকিছ اَلْفِعْلَانِ তার ইসম مُضَارِعَيْنِ খবর كَانَ তার اسم خبر মিলে جمله فعلیه خبریه হয়ে মাতুফ আলাইহি اَوْ হরফে আতফ كَانَ ফেয়েলে নাকিছ اَلْاَوَّلُ ইসম مُضَارِعًا খবর, دُوْنَ মুযাফ اَلثَّانِىْ মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে مفعول فيه হয়েছে كَانَ এর, كَانَ তার اسم خبر ও مفعول فيه মিলে মাতুফ, معطوف عليه ও معطوف মিলে شرط , فَا জাযাইয়্যাহ اَلْجَزْمُ মুবতাদা وَاجِبٌ শিবহে ফেয়েল فِىْ اَلْمُضَارِعُ মুতাআল্লিক, شبه فعل তার ফায়েল ও متعلق মিলে খবর, مبتدا خبر মিলে জাযা, شرط جزا মিলে جمله شرطيه -

প্রশ্ন ঃ وَهِىَ تِسْعَةُ اَسْمَاءٍ مَنْ وَمَا وَاَىُّ وَمَتٰى وَاَيْنَمَا الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ এর তারকীব পূর্বোক্ত وَهِىَ اَرْبَعَةُ اَحْرُفٍ اَنْ وَلَنْ وَكَىْ وَاِذَنْ এর মতোই।

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ فَمَنْ وَهُوَ لَايُسْتَعْمَلُ اِلَّافِىْ ذَوِى الْعُقُوْلِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ فا تفصيليه - مَنْ প্রথম মুবতাদা واو যায়েদা هُوَ দ্বিতীয় মুবতাদা لَايُسْتَعْمَلُ ফেয়েল ضمير هُوَ তার নায়েবে ফায়েল اِلَّا হরফে ইস্তেছনা فِى হরফে জার ذَوِى الْعُقُوْلِ মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق মুতাআল্লিক, فعل مجهول তার نائب فاعل ও متعلق মিলে مستثنى مفرغ جملہ فعليه হয়ে খবর হয়েছে দ্বিতীয় মুবতাদার مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে প্রথম মুবতাদার খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ مَنْ يُكْرِمْنِىْ اُكْرِمْهُ اَىْ اِنْ يُكْرِمْنِىْ زَيْدٌ اُكْرِمْهُ وَاِنْ الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ مَنْ - اسم موصول بمعنى اِنْ شرطيه - يُكْرِمْنِىْ ফেয়েল ফায়েল ও مفعول به মিলে جملہ فعليه হয়ে শর্ত اُكْرِمْهُ ফেয়েল ফায়েল ও مفعول به মিলে جمله فعليه হয়ে জাযা, শর্ত জাযা মিলে মুফাসসার اَىْ হরফে তাফসীর اِنْ হরফে শর্ত, يُكْرِمْنِىْ زَيْدٌ জুমলায়ে ফেলিয়া হয়ে শর্ত اُكْرِمْهُ জাযা, شرط ও جزاء মিলে جمله شرطيه হয়ে معطوف عليه এবং واو হরফে আতফ اِنْ হরফে শর্ত يُكْرِمْنِى عَمْرٌو জুমলায়ে فعليه হয়ে শর্ত اُكْرِمْهُ জাযা, شرط جزا মিলে جملہ شرطيه হয়ে মাতুফ, মাতুফ আলাইহি ও মাতুফ মিলে তাফসীর, مِثَالُهٗ مقدر মিলে مضاف اليه মুযাফ ইলাইহি মিলে مفسر تفسير এর খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

www.islamijindegi.com

وَمَا وَهُوَ لَايُسْتَعْمَلُ اِلَّا فِى غَيْرِ ذَوِى الْعُقُوْلِ غَالِبًا نَحْوُ مَاتَشْتَرِ اَشْتَرِ اَىْ اِنْ تَشْتَرِ الْفَرَسَ اَشْتَرِ الْفَرَسَ وَاِنْ تَشْتَرِ الثَّوْبَ اَشْتَرِ الثَّوْبَ وَاَىْ وَهُوَ لَايُسْتَعْمَلُ اِلَّا فِىْ ذَوِى الْعُقُوْلِ وَتَلْزَمُهُ الْاِضَافَةُ مِثْلُ اَيُّهُمْ يَضْرِبْنِىْ اَضْرِبْهُ اَىْ اِنْ يَضْرِبْنِىْ زَيْدٌ اَضْرِبْهُ وَاِنْ يَضْرِبْنِىْ عَمْرٌو اَضْرِبْهُ وَمَتٰى وَهُوَ لِلزَّمَانِ مِثْلُ مَتٰى تَذْهَبْ اَذْهَبْ اَىْ اِنْ تَذْهَبْ الْيَوْمَ اَذْهَبِ الْيَوْمَ وَاِنْ تَذْهَبْ غَدًا اَذْهَبْ غَدًا وَاَيْنَمَا وَهُوَ لِلْمَكَانِ مِثْلُ اَيْنَمَا تَمْشِ اَمْشِ اَىْ اِنْ تَمْشِ اِلَى الْمَسْجِدِ اَمْشِ اِلَى الْمَسْجِدِ وَاِنْ تَمْشِ اِلَى السُّوْقِ اَمْشِ اِلَى السُّوْقِ وَاَنّٰى وَهُوَ اَيْضًا لِلْمَكَانِ مِثْلُ اَنّٰى تَكُنْ اَكُنْ اَىْ اِنْ تَكُنْ فِى الْبَلَدَةِ اَكُنْ فِى الْبَلَدَةِ وَاِنْ تَكُنْ فِى الْبَادِيَةِ اَكُنْ فِى الْبَادِيَةِ -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

প্রশ্নঃ مَا কি আমল করে ?

উত্তর ঃ مَا ইহা অধিকাংশ সময় غَيْرُ ذَوِى الْعُقُوْلِ জ্ঞানহীন প্রাণী বা বস্তুর জন্য ব্যবহার হয়। যেমন– مَاتَشْتَرِ اَشْتَرِ (তুমি যা ক্রয় করবে আমিও তা ক্রয় করব।) অর্থাৎ তুমি যদি ঘোড়া ক্রয় কর, তাহলে আমিও ঘোড়া ক্রয় করব। তুমি যদি কাপড় ক্রয় কর, আমিও কাপড় ক্রয় করব। (৩) اَىٌّ ইহা শুধুমাত্র ذَوِى الْعُقُوْلِ এর জন্য ব্যবহার হয় এবং ইহার জন্য اضافت লাজেম বা অপরিহার্য, যেমন اَيُّهُمْ يَضْرِبْنِىْ اَضْرِبْهُ (তাদের মধ্য হতে যে আমাকে মারবে, আমিও তাকে মারব।) অর্থাৎ যদি যায়েদ আমাকে মারে আমিও তাকে মারব এবং আমর যদি আমাকে মারে আমিও তাকে মারব।

প্রশ্নঃ مَتٰى কি আমল করে ?

উত্তর ঃ مَتٰى ইহা زمان বা কাল বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– مَتٰى تَذْهَبْ اَذْهَبْ (তুমি যখন যাও আমিও যাব,)

www.islamijindegi.com

প্রশ্নঃ اَيْنَمَا কি আমল করে ?

উত্তর ঃ اَيْنَمَا ইহা স্থান বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– اَيْنَمَا تَمْشِىْ اَمْشِ (তুমি যেখানে যাও, আমিও সেখানে যাব।)

প্রশ্নঃ من কি আমল করে ?

উত্তর ঃ اَنّٰى - ইহাও مكان বা স্থান বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। যেমন– اَنّٰى تَكُنْ اَكُنْ (তুমি যেখানে থাক, আমিও সেখানে থাকব।)

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ وَمَا وَهُوَ لَايُسْتَعْمَلُ اِلَّا فِى غَيْرِ ذَوِى الْعُقُوْلِ غَالِبًا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ مَا প্রথম মুবতাদা واو যায়েদাহ هُوَ দ্বিতীয় মুবতাদা لَايُسْتَعْمَلُ ফেয়েল ضمير هُوَ مستتر নায়েবে ফায়েল اِلَّا হরফে ইস্তেছনা فِىْ হরফে জার غَيْرِ মুযাফ ذَوِى মুযাফ ইলাইহি মুযাফ الْعُقُوْلِ মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে আবার مضاف مضاف اليه মিলে মাজরুর مجرور جار মিলে مستثنى মুতাআল্লিক, غَالِبًا সিফাত হয়েছে استعمال মাওসুফে মাহযুফের, موصوف صفت মিলে مفعول مطلق । فعل متعلق ও فاعل مفعول مطلق মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে খবর হয়েছে দ্বিতীয় মুবতাদার, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه হয়ে খবর হয়েছে প্রথম মুবতাদার। مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ مَا تَشْتَرِ اَشْتَرِ اَىْ اِنْ تَشْتَرِ الْفَرَسَ اَشْتَرِ الْفَرَسَ الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ তারকীব নিজে কর।

প্রশ্ন ঃ وَاىٌّ وَهُوَ لَايُسْتَعْمَلُ اِلَّا فِىْ ذَوِى الْعُقُوْلِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ এর তারকীব وَهُوَ لَايُسْتَعْمَلُ وَمَا এর তারকীব এর মতোই।

প্রশ্ন ঃ وَتَلْزَمُهُ الْاِضَافَةُ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو আতেফাহ تَلْزَمُ ফেয়েল هُ মাফউলে বিহী الْاِضَافَةُ ফায়েল, فعل جمله فعليه خبريه - مفعول به ও فاعل মিলে

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ اَيُّهُمْ يَضْرِبُنِيْ اَضْرِبُهُ اَيْ اِنْ يَضْرِبْنِيْ زَيْدٌ اَضْرِبُهُ وَاِنْ يَضْرِبْنِيْ عَمْرٌو اَضْرِبُهُ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ اَيُّ ইসমে শর্ত মুযাফ هُمْ মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে মুবতাদা, يَضْرِبُنِيْ ফেয়েল ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে جملہ فعلیہ হয়ে শর্ত اَضْرِبُهُ ফেয়েল ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে جملہ فعلیہ হয়ে জাযা, شرط جزا মিলে মুফাসসার اَيْ হরফে তাফসীর اِنْ হরফে শর্ত يَضْرِبْنِيْ زَيْدٌ ফেয়েল ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে শর্ত اَضْرِبُهُ অনুরূপভাবে جملہ فعلیہ হয়ে جزا হয়েছে, شرط جزا মিলে মাতুফ আলাইহি واو হরফে আতফ اِنْ হরফে শর্ত يَضْرِبْنِيْ عَمْرٌو জুমলায়ে فعلیہ শর্ত اَضْرِبُهُ জাযা, شرط جزا মিলে মাতুফ معطوف عليهও معطوف মিলে তাফসীর, তাফসীর مفسر تفسير মিলে খবর, مبتدا خبر মিলে جملہ اسمیہ হয়ে মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে مبتدا محذوف مثاله এর খবর مبتدا خبر মিলে جملہ اسمیہ خبریہ -

প্রশ্ন ঃ وَمَتٰى وَهُوَ لِلزَّمَانِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ مَتٰى প্রথম মুবতাদা واو যায়েদাহ هُوَ দ্বিতীয় মুবতাদা لِلزَّمَانِ - شبہ فعل مقدر مُسْتَعْمَلٌ এর সাথে متعلق হয়ে দ্বিতীয় মুবতাদার খবর, مبتدا خبر মিলে جملہ اسمیہ হয়ে প্রথম মুবতাদার খবর। مبتدا خبر মিলে جملہ اسمیہ خبریہ -

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ مَتٰى تَذْهَبْ اَذْهَبْ اَيْ اِنْ تَذْهَبِ الْيَوْمَ اَذْهَبِ الْيَوْمَ وَاِنْ تَذْهَبْ غَدًا اَذْهَبْ غَدًا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ এর তারকীব নিজে কর।

www.islamijindegi.com

وَمَهْمَا وَهُوَ لِلزَّمَانِ مِثْلُ مَهْمَا تَذْهَبْ اَذْهَبْ اَیْ اِنْ تَذْهَبِ الْیَوْمَ اَذْهَبِ الْیَوْمَ وَاِنْ تَذْهَبْ غَدًا اَذْهَبْ غَدًا وَحَیْثُمَا وَهُوَ لِلْمَکَانِ مِثْلُ حَیْثُمَا تَقْعُدْ اَقْعُدْ اَیْ اِنْ تَقْعُدْ فِی الْقَرْیَةِ اَقْعُدْ فِی الْقَرْیَةِ وَاِنْ تَقْعُدْ فِی الْبَلَدَةِ اَقْعُدْ فِی الْبَلَدَةِ وَاِذْ مَا وَهُوَ یُسْتَعْمَلُ فِیْ غَیْرِ ذَوِی الْعُقُوْلِ مِثْلُ اِذْ مَا تَفْعَلْ اَفْعَلْ اَیْ اِنْ تَفْعَلِ الْخِیَاطَةَ اَفْعَلُ الْخِیَاطَةَ وَاِنْ تَفْعَلِ الزِّرَاعَةَ اَفْعَلُ الزِّرَاعَةَ وَاِنْ کَانَ الْفِعْلُ الثَّانِیْ مُضَارِعًا دُوْنَ الْاَوَّلِ فَالْوَجْهَانِ فِی الْمُضَارِعِ الْجَزْمُ وَالرَّفْعُ مِثْلُ اِذْ ما کَتَبْتَ اَکْتُبْ -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

مَهْمَا ইহা ব্যবহৃত হয় زمان বা কাল বুঝানোর জন্য। যেমন- مَهْمَا تَذْهَبْ اَذْهَبْ (তুমি যখন যাবে, আমিও তখন যাব।) অর্থাৎ اِنْ وَاِنْ (তুমি যদি আজ যাও, আমিও আজ যাব।) تَذْهَبِ الْیَوْمَ اَذْهَبِ الْیَوْمَ تَذْهَبْ غَدًا اَذْهَبْ غَدًا (তুমি যদি আগামী কাল যাও, আমিও আগামীকাল যাব।

حَیْثُمَا ইহা مکان বা স্থান বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় যেমন- حَیْثُمَا تَقْعُدْ اَقْعُدْ (তুমি যেখানে বসবে, আমিও সেখানে বসব।) অর্থাৎ اِنْ تَقْعُدْ فِی الْقَرْیَةِ اَقْعُدْ فِی الْقَرْیَةِ (যদি তুমি গ্রামে বস, আমিও গ্রামে বসব।) وَاِنْ تَقْعُدْ فِی الْبَلَدَةِ اَقْعُدْ فِیْ الْبَلَدَةِ (তুমি যদি শহরে বস, আমিও শহরে বসব।)

اذما ইহা ব্যবহৃত হয় غیر ذوی العقول তথা জ্ঞানহীন জিনিসের ক্ষেত্রে। যেমন- اذما تفعل افعل (তুমি যা করবে, আমিও তা করব।) অর্থাৎ ان تفعل الخیاطة افعل الخیاطة (তুমি যদি সেলাই কাজ কর আমিও সেলাই কাজ করব।

وَاِنْ تَفْعَلِ الزِّرَاعَةَ اَفْعَلُ الزِّرَاعَةَ (তুমি যদি চাষাবাদের কাজ কর, আমিও চাষাবাদের কাজ করব। যদি দ্বিতীয় فعل টি مضارع হয় প্রথম فعل টি مضارع না হয়। তাহলে مضارع এর মধ্যে جزم এবং رفع উভয় ছূরতই

www.islamijindegi.com

জায়েয আছে। যেমন- اِذْمَا كَتَبْتَ اَكْتُبْ (তুমি যখন লিখ, আমিও তখন লিখব।)

مَهْمَا ইহা ব্যবহৃত হয় زمان বা কাল বুঝানোর জন্য। যেমন- مَهْمَا تَذْهَبْ اَذْهَبْ (তুমি যখন যাবে, আমিও তখন যাব।) অর্থাৎ اِنْ وَاِنْ تَذْهَبِ الْيَوْمَ اَذْهَبِ الْيَوْمَ (তুমি যদি আজ যাও, আমিও আজ যাব।) تَذْهَبْ غَدًا اَذْهَبْ غَدًا (তুমি যদি আগামী কাল যাও, আমিও আগামীকাল যাব।

حَيْثُمَا ইহা مكان বা স্থান বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় যেমন- حَيْثُمَا تَقْعُدْ اَقْعُدْ (তুমি যেখানে বসবে, আমিও সেখানে বসব।) অর্থাৎ اِنْ تَقْعُدْ فِى الْقَرْيَةِ اَقْعُدْ فِى الْقَرْيَةِ (যদি তুমি গ্রামে বস, আমিও গ্রামে বসব।) وَاِنْ تَقْعُدْ فِى الْبَلَدَةِ اَقْعُدْ فِى الْبَلَدَةِ (তুমি যদি শহরে বস, আমিও শহরে বসব।)

اِذْمَا ইহা ব্যবহৃত হয় غير ذوى العقول তথা জ্ঞানহীন জিনিসের ক্ষেত্রে। যেমন- اِذْمَا تَفْعَلْ اَفْعَلْ (তুমি যা করবে, আমিও তা করব।) অর্থাৎ اِنْ تَفْعَلِ الْخِيَاطَةَ اَفْعَلِ الْخِيَاطَةَ (তুমি যদি সেলাই কাজ কর আমিও সেলাই কাজ করব। وَاِنْ تَفْعَلِ الزِّرَاعَةَ اَفْعَلِ الزِّرَاعَةَ (তুমি যদি চাষাবাদের কাজ কর, আমিও চাষাবাদের কাজ করব। যদি দ্বিতীয় فعل টি مضارع হয় প্রথম فعل টি مضارع না হয়; তাহলে مضارع এর মধ্যে جزم এবং رفع উভয় ছূরতই জায়েয আছে। যেমন- اِذْمَا كَتَبْتَ اَكْتُبْ (তুমি যখন লিখ, আমিও তখন লিখব।)

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ وَاَيْنَمَا وَهُوَ لِلْمَكَانِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ এর তারকীব وَمَتٰى وَهُوَ لِلزَّمَانِ এর মতো।

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ اَيْنَمَا تَمْشِ اَمْشِ اَىْ اِنْ تَمْشِ اِلَى الْمَسْجِدِ اَمْشِ اِلَى الْمَسْجِدِ وَاِنْ تَمْشِ الى الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ اَيْنَمَا - بمعنى اِنْ شرطيه ইসমে জরফ, تَمْشِ ফেয়েল ফায়েল মিলে শর্ত اَمْشِ ফেয়েল ফায়েল মিলে جمله فعليه হয়ে জাযা, شرط جزا মিলে মুফাসসার اَىْ হরফে তাফসীর, اِنْ হরফে শর্ত تَمْشِ اِلَى

www.islamijindegi.com

اَلْمَسْجِد ফেয়েল ফায়েল ও متعلق মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে শর্ত, اَمْشِ ফেয়েল مستتر ضمير اَنَا ফায়েল اِلَى الْمَسْجِدِ জার মাজরুর মিলে متعلق ফেয়েল ফায়েল ও متعلق মিলে جمله فعليه হয়ে জাযা, শর্ত জাযা মিলে جمله شرطيه হয়ে মাতুফ আলাইহি, واو হরফে আতফ اِنْ হরফে শর্ত, اَمْشِ اِلَى السُّوْق تَمْشِ اِلَى السُّوْق জুমলায়ে فعليه হয়ে শর্ত, অনুরূপ জুমলায়ে فعليه হয়ে জাযা, شرط جزا মিলে جمله شرطيه হয়ে মাতুফ, معطوف عليه ও معطوف মিলে তাফসীর مفسر تفسير মিলে মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে مبتدا مقدر مِثَالُهُ مبتدا এর খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَاَنّٰى وَهُوَ اَيْضًا لِلْمَكَانِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ اَيْضًا বাদ দিয়ে বাকী টুকুর তারকীব নিজে কর।

اَيْضًا এর তারকীব ইহা فعل محذوف এর مفعول مطلق ফেয়েলটি হলো اَضَ আরব বাসীরা এই মাফউলটির ফেয়েল حذف করে দেয় তাই তাদের থেকে سِمَاعًا বা শুনে শুনে আমাদেরও হযফ করা ওয়াজিব সুতরাং اَضَ ফেয়েল ضمير هُوَ مستتر ফায়েল, فعل فاعل ও مفعول مطلق মিলে جمله فعليه خبريه معترضه হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ اَنّٰى تَكُنْ اَكُنْ اَىْ اِنْ تَكُنْ فِى الْبَلْدَةِ الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ এর তারকীব اِنْ اَىْ اَمْشِ تَمْشِ اَيْنَمَا এর মতোই।

وَاِنْ تَقْعُدْ فِى الْبَلَدَةِ اَقْعُدْ فِى الْبَلْدَةِ থেকে وَمَهْمَا وَهُوَ لِلزَّمَانِ الخ পর্যন্ত জুমলাগুলির তারকীব নিজে কর।

প্রশ্ন ঃ وَاِذْمَا وَهُوَ يُسْتَعْمَلُ فِىْ غَيْرِ ذَوِى الْعُقُوْلِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ وَاوْ মুসতানিফাহ اِذْمَا প্রথম মুবতাদা, واو যায়েদা هُوَ দ্বিতীয় মুবতাদা, يُسْتَعْمَلُ ফেয়েল মাজহুল ضمير هُوَ مستتر তার নায়েবে ফায়েল

www.islamijindegi.com

فِىْ হরফে জার غَيْرِ মুযাফ ذَوِى মুযাফ ইলাইহি মুযাফ الْعُقُوْلِ মুযাফ ইলাইহি, غير مضاف مضاف اليه মিলে আবার মুযাফ ইলাইহি হল غَيْرِ এর مضاف اليه তার فعل مجهول । متعلّق মিলে جار مجرور মাজরূর মিলে مضاف اليه তার নায়েবে ফায়েল ও متعلق মিলে جمله فعليه হয়ে দ্বিতীয় মুবতাদার খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه হয়ে প্রথম-মুবতাদার খবর। مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন : وَاِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِىْ مُضَارِعًا دُوْنَ الْاَوّلِ فَالْوَجْهَانِ الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর : واو মুসতানিফাহ। اِنْ হরফে শর্ত كَانَ ফেয়েলে নাকিছ الْفِعْلُ الثَّانِىْ মাওসূফ সিফাত মিলে ইসম مُضَارِعًا খবর, دُوْنَ মুযাফ الْاَوَّلِ মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে ظرف হয়েছে كَانَ ফেয়েলে নাকিছ এর كَانَ তার اسم خبر ও ظرف মিলে جمله فعليه হয়ে শর্ত, فَ হরফে জাযা, الْوَجْهَانِ মুবদাল মিনহু اَلْجَزْمُ মাতুফ আলাইহি وَاوْ হরফে আতফ اَلرَّفْعُ মাতুফ معطوف علیه ও معطوف মিলে বদল, مبدل منه بدل মিলে মুবতাদা فِى الْمُضَارِعِ জার মাজরূর মিলে جَائِزَانِ শিবহে ফেয়েল মাহযুফের সাথে متعلق হয়ে খবর। مبتدا خبر মিলে جمليه اسميه خبريه হয়ে জাযা, شرط جزا মিলে جمله شرطيه -

www.islamijindegi.com

اَلنَّوْعُ الثَّامِنُ

اَسْمَاءٌ تَنْصِبُ الْاَسْمَاءَ النَّكِرَاتِ عَلَى التَّمْيِيْزِ وَهِىَ اَرْبَعَةُ اَسْمَاءٍ اَلْاَوَّلُ لَفْظُ عَشَرٌ اَوْعِشْرُوْنَ اَوْ ثَلٰثُوْنَ اَوْ اَرْبَعُوْنَ اَوْ خَمْسُوْنَ اَوْ سِتُّوْنَ اَوْ سَبْعُوْنَ اَوْ ثَمَانُوْنَ اَوْ تِسْعُوْنَ اِذَا رُكِّبَ مَعَ اَحَدٍ اَوْ اِثْنَيْنِ اَوْ ثَلٰثٍ اَوْ اَرْبَعٍ اَوْ خَمْسٍ اَوْ سِتٍّ اَوْ سَبْعٍ اَوْ ثَمَانٍ اَوْ تِسْعٍ فَاِنْ كَانَ الْمُمَيَّزُ مُذَكَّرًافَطَرِيْقُ التَّرْكِيْبِ فِىْ لَفْظِ اَحَدٍ وَاِثْنَانِ مَعَ عَشَرَانْ تَقُوْلَ اَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا وَاِثْنَا عَشَرَ رَجُلًا بِتَذْكِيْرِ الْجُزْئَيْنِ وَاِنْ كَانَ مُؤَنَّثًا فَتَقُوْلُ اِحْدٰى عَشَرَةَ اِمْرَأَةً وَاِثْنَتَا عَشَرَةَ اِمْرَأَةً بِتَانِيْثِ الْجُزْأَيْنِ -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

ناصب اسم منكر نوع هشتم چار اسم *

هست چوں تمييز باشد أن منكر هر كجا

اولين لفظ عَشَرَ باشد مركب با اَحَدْ *

همچنيں تاتِسْعَ وَتِسْعِيْنَ برشمر اين حكم را

باز ثانى كَمْ چوں استفهام باشدنے خبر *

ثالث ايشاں كَاَيِّنْ رابع ايشاں كَذَا

প্রথম ঃ عَشَرٌ (দশ) عِشْرُوْنَ (বিশ) ثَلٰثُوْنَ (ত্রিশ) اَرْبَعُوْنَ (চল্লিশ) خَمْسُوْنَ (পঞ্চাশ) سِتُّوْنَ (ষাট) سَبْعُوْنَ (সত্তর) ثَمَانُوْنَ (আশি) تِسْعُوْنَ (নব্বই) এ শব্দগুলির কোন একটি যখন اَحَدٌ (এক) اِثْنَيْنِ (দুই) ثَلٰثٌ (তিন) اَرْبَعٌ (চার) خَمْسٌ (পাঁচ) سِتٌّ (ছয়) سَبْعٌ (সাত) ثَمَانٌ (আট) تِسْعٌ (নয়) এর কোন একটির সাথে মিলিত হয়।

যদি ممیز টি مذكر হয় তখন اَحَدٌ এবং اِثْنَانِ কে عَشَرٌ এর সাথে এই ভাবে সংযুক্ত করে বলতে হবে যে, اَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا (এগার জন পুরুষ)

www.islamijindegi.com

এবং اِثْنَا عَشَرَ رَجُلًا (বারজন পুরুষ) অর্থাৎ উভয় অংশকে مذكر ব্যবহার করতে হবে।আর যদি مميز টি مؤنث হয়, তাহলে উভয় অংশ مؤنث ব্যবহার করে এরূপ বলবে। اِحْدٰى عَشْرَةَ اِمْرَأَةً (এগারজন মহিলা) اِثْنَتَا عَشْرَةَ اِمْرَأَةً (বারজন মহিলা)।

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নঃ اسم نكره কে নছব প্রদান কারী ইসম কয়টিও কি কি ?

উত্তর ঃ اسم نكره কে নছব প্রদান কারী ইসম চারটি

(১) عَشَرُ (দশ) عِشْرُوْنَ (বিশ) ثَلٰثُوْنَ (ত্রিশ) اَرْبَعُوْنَ (চল্লিশ) خَمْسُوْنَ (পঞ্চাশ) سِتُّوْنَ (ষাট) سَبْعُوْنَ (সত্তর) ثَمَانُوْنَ (আশি) تِسْعُوْنَ (নব্বই) এ শব্দগুলির কোন একটি যখন اَحَدٌ (এক) اِثْنَيْنِ (দুই) ثَلٰثٌ (তিন) اَرْبَعٌ (চার) خَمْسٌ (পাঁচ) سِتٌّ (ছয়) سَبْعٌ (সাত) ثَمَانٌ (আট) تِسْعٌ (নয়) এর কোন একটির সাথে মিলিত হয়।

(২) كَمْ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ (৩) (৪) كَذَا

প্রশ্নঃ مميز ও تمييز ব্যবহারের নিয়ম কি?

উত্তর ঃ যদি مميز টি مذكر হয় তখন اَحَدٌ এবং اِثْنَانِ কে عَشَرٌ এর সাথে এই ভাবে সংযুক্ত করে বলতে হবে যে, اَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا (এগার জন পুরুষ) এবং اِثْنَا عَشَرَ رَجُلًا (বারজন পুরুষ) অর্থাৎ উভয় অংশকে مذكر ব্যবহার করতে হবে।আর যদি مميز টি مؤنث হয়, তাহলে উভয় অংশ مؤنث ব্যবহার করে এরূপ বলবে। اِحْدٰى عَشْرَةَ اِمْرَأَةً (এগারজন মহিলা) اِثْنَتَا عَشْرَةَ اِمْرَأَةً (বারজন মহিলা)।

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ اَلنَّوْعُ الثَّامِنُ اَسْمَاءُ تَنْصِبُ الْاَسْمَاءُ النَّكِرَاتِ عَلَى التَّمْيِيْزِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ اَلنَّوْعُ মাওসূফ الثَّامِنُ সিফাত صفت موصوف মিলে মুবতাদা اَسْمَاءُ মাওসূফ تَنْصِبُ ফেয়েল ضمير هِيَ مستتر ফায়েল اَلْاَسْمَاءُ মাওসূফ

www.islamijindegi.com

عَلَى التَّمْيِيْزِ সিফাত موصوف صفت মিলে মাফউলে বিহী النَّكِرَاتِ জার মাজরুর মিলে মুতাআল্লিক। فعل فاعل مفعول به ও متعلق মিলে جمله মিলে فعليه خبريه হয়ে সিফাত, موصوف صفت মিলে খবর। مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَهِيَ اَرْبَعَةُ اَسْمَاءَ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ তারকীব নিজে কর।

প্রশ্ন ঃ اَلْاَوَّلُ لَفْظُ عَشَرٌ اَوْ عِشْرُوْنَ اَوْ ثَلٰثُوْنَ اَوْ اَرْبَعُوْنَ الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ اَلْاَوَّلُ মুবতাদা لَفْظُ মুযাফ عَشَرٌ মাতুফ আলাইহি اَوْ হরফে আতফ عِشْرُوْنَ মাতুফ, عَشَرٌ শব্দটি তার পরবর্তী সকল মাতুফকে নিয়ে মুযাফ ইলাইহি, مضاف اليه মিলে খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ اِذَا رُكِّبَ مَعَ اَحَدٍ اَوْ اِثْنَيْنِ اَوْ ثَلَاثٍ الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ اِذَا ইসমে যরফ মুযাফ رُكِّبَ ফেয়েলে মাজহুল ضمير هُوَ مستتر নায়েবে ফায়েল مَعَ মুযাফ اَحَدٍ মাতুফ আলাইহি, اِثْنَيْنِ থেকে تِسْعٍ পর্যন্ত معطوف ও معطوف عليه মিলে মুযাফ ইলাইহি, মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে ظرف হয়েছে ফেয়েলের সাথে। فعل فاعل ও ظرف মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে মুযাফ ইলাইহি হয়েছে اذا মুযাফের هذا مبتدا مضاف مضاف اليه মিলে محذوف এর খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ فَاِنْ كَانَ الْمُمَيَّزُ مُذَكَّرًا فَطَرِيْقُ التَّرْكِيْبِ الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ فا হরফে তাফসীল اِنْ হরফে শর্ত كَانَ ফেয়েলে নাকিছ اَلْمُمَيَّزُ তার ইসম مُذَكَّرًا খবর كَانَ তার اسم خبر মিলে شرط। فَ হরফে জাযা طَرِيْقُ মুযাফ اَلتَّرْكِيْبِ মাছদার فِى হরফে জার لَفْظُ মুযাফ اَحَدٍ মাতুফ আলাইহি واو হরফে আতফ اِثْنَانِ মাতুফ معطوف عليه ও معطوف মিলে মুযাফ ইলাইহি مضاف اليه মিলে مجرور جار মিলে متعلق হয়েছে

www.islamijindegi.com

মাছদারের সাথে مَعَ মুযাফ عَشَرٍ মুযাফ ইলাইহি مضاف اليه মিলে مفعول فيه ও متعلق মাফউলে ফীহ হয়েছে তারকীব মাছদারের, مصدر তার تَقُوْلَ মিলে মুযাফ ইলাইহি مضاف اليه مضاف মিলে মুবতাদা اَنْ নাছেব ফেয়েল ও ফায়েল মিলে কওল اَحَدَ عَشَرَ মুমাইয়্যায رَجُلًا তামীয, মুমাইয়্যায তামীয মিলে মাতুফ আলাইহি واو হরফে আতফ اِثْنَا عَشَرَ মুমাইয়্যায رَجُلًا তামীয مميز تمييز মিলে মাতুফ معطوف عليه ও معطوف মিলে যুলহাল بِا হরফে জার تَذْكِيْرِ মুযাফ اَلْجُزْأَيْنِ মুযাফ ইলাইহি, মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরুর, جار مجرور মিলে كَائِنًا شبه فعل مقدر এর সাথে متعلق হয়ে হাল, ذوالحال حال মিলে মাকুলা, قول مقوله মিলে جمله فعليه হয়ে মুবতাদার খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে জাযা, شرط جزا মিলে جمله شرطيه -

প্রশ্ন ঃ وَاِنْ كَانَ مُؤَنَّثًا فَتَقُوْلُ اِحْدٰى عَشَرَةَ اِمْرَأَةً وَاِثْنَتَا عَشَرَةَ اِمْرَأَةً এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو হরফে আতফ اِنْ হরফে শর্ত كَانَ ফেয়েলে নাকিছ هُوَ ضمير مستتر তার ইসম, مُؤَنَّثًا খবর, فعل ناقص তার اسم خبر মিলে جمله فعليه হয়ে শর্ত, فا جزائيه - تَقُوْلُ ফেয়েল ফায়েল মিলে কওল, اِحْدٰى عَشَرَةَ মুমাইয়্যায اِمْرَأَةً তাময়িয, مميز تمييز মিলে মাতুফ আলাইহি واو হরফে আত্ফ اِثْنَتَا عَشَرَةَ মুমাইয়্যায اِمْرَأَةً তাময়িয مميز تمييز মিলে মাতুফ معطوف عليه ও معطوف মিলে ذو الحال - بِ হরফে জার, تَانِيْثِ اَلْجُزْأَيْنِ মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে كَائِنًا شبه فعل مقدر এর সাথে متعلق হয়ে হাল, ذوالحال حال মিলে মাকুলা قول مقوله মিলে জাযা شرط جزا মিলে جمله شرطيه جزائيه -

www.islamijindegi.com

وَطَرِيْقُ تَرْكِيْبِ غَيْرِهِمَا اِلٰى تِسْعٍ مَعَ عَشَرٍ اَنْ تَقُوْلَ فِى الْمُذَكَّرِ ثَلٰثَةَ عَشَرَ رَجُلًا وَاَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا اِلٰى تِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا بِتَانِيْثِ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ وَتَذْكِيْرِ الْجُزْءَ الثَّانِىْ - وَفِى الْمُؤَنَّثِ ثَلٰثَ عَشَرَةَ اِمْرَأَةً وَاَرْبَعَ عَشَرَةَ اِمْرَأَةً اِلٰى تِسْعَ عَشَرَةَ اِمْرَأَةً بِتَذْكِيْرِ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ وَتَانِيْثِ الْجُزْءِ الثَّانِىْ -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

وَاحِدٌ এবং اِثْنَانِ ব্যতীত تِسْعٌ পর্যন্ত বাকী সংখ্যাগুলিকে عَشَرٌ এর সাথে যুক্ত করার নিয়ম হলো এই যে, (تمييز টি) যদি مذكر হয় তাহলে عدد এর প্রথম অংশ مؤنث এবং দ্বিতীয় অংশ مذكر ব্যবহার করে এরূপ বলতে হবে, ثَلٰثَةَ عَشَرَ رَجُلًا (তের জন পুরুষ) اَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا (চৌদ্দ জন পুরুষ) এভাবে تِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا (উনিশজন পুরুষ) পর্যন্ত। এবং تمييز টি مؤنث হলে عدد এর প্রথম অংশ مذكر এবং দ্বিতীয় অংশ مؤنث উল্লেখ করে এভাবে বলবে, ثَلٰثَ عَشَرَةَ اِمْرَأَةً (তেরজন মহিলা) اَرْبَعَ عَشَرَةَ اِمْرَأَةً (চৌদ্দ জন মহিলা।) এভাবে تِسْعَ عَشَرَةَ اِمْرَأَةً (উনিশজন মহিলা) পর্যন্ত।

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নঃ وَاحِدٌ এবং اِثْنَانِ ব্যতীত تِسْعٌ পর্যন্ত বাকী সংখ্যা গুলিকে عَشَرٌ এর সাথে যুক্ত করার নিয়ম কি?

উত্তর ঃ وَاحِدٌ এবং اِثْنَانِ ব্যতীত تِسْعٌ পর্যন্ত বাকী সংখ্যা গুলিকে عَشَرَ এর সাথে যুক্ত করার নিয়ম হলো এই যে, (تمييز টি) যদি مذكر হয় তাহলে عدد এর প্রথম অংশ مؤنث এবং দ্বিতীয় অংশ مذكر ব্যবহার করে এরূপ বলতে হবে, ثَلٰثَةَ عَشَرَ رَجُلًا (তের জন পুরুষ) اَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا (চৌদ্দ জন পুরুষ) এভাবে تِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا (উনিশজন পুরুষ) পর্যন্ত। এবং تمييز টি مؤنث হলে عدد এর প্রথম অংশ مذكر এবং দ্বিতীয় অংশ مؤنث উল্লেখ করে এভাবে বলবে, ثَلٰثَ عَشَرَةَ اِمْرَأَةً (তেরজন মহিলা) اَرْبَعَ عَشَرَةَ اِمْرَأَةً (চৌদ্দ জন মহিলা।) এভাবে تِسْعَ عَشَرَةَ اِمْرَأَةً (উনিশজন মহিলা) পর্যন্ত।

www.islamijindegi.com

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ وَطَرِيْقُ تَرْكِيْبِ غَيْرِهِمَا اِلٰى تِسْعِ الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو আতেফাহ طَرِيْقُ মুযাফ تَرْكِيْبِ মাছদার মুযাফ ইলাইহি মুযাফ غَيْرِ মুযাফ هِمَا মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে تَرْكِيْبِ মাছদারের মুযাফ ইলাইহি, اِلٰى হরফে জার تِسْعِ মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق মাছদারের সাথে مَعَ মুযাফ عَشَرِ মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে মাফউলে ফীহ طَرِيْقُ মুযাফের মুযাফ ইলাইহি, مفعول فيه ও متعلق তার مصدر مضاف اليه মিলে মুবতাদা اَنْ নাছেবাহ মাছদারিয়্যাহ تَقُوْلَ ফেয়েল ضمير اَنْتَ ফায়েল فِى الْمُذَكَّرِ জার মাজরুর মিলে متعلق হয়েছে تَقُوْلَ ফেয়েলের সাথে, فعل فاعل ও متعلق মিলে কওল, ثَلٰثَةَ عَشَرَ মুমায়্যায رَجُلًا তামীয, مميز تمييز মিলে মাতুফ আলাইহি واو হরফে আতফ اَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا ও অনুরূপ مميز تمييز মিলে মাতুফ, معطوف عليه ও معطوف মিলে মাকুলা, اِلٰى হরফে জার تِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا মুমাইয়্যায তামীয মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে جملہ فعليه خبريه কওলের মুতাআল্লাক, متعلق - قول مقوله মিলে اَنْ تَقُوْلَ হয়ে যুলহাল, با হরফে জার تَانِيْثِ মুযাফ اَلْجُزْءِ الاَوَّلِ মাওসূফ সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে মাতুফ আলাইহি واو حرف عطف - تَذْكِيْرِ মুযাফ اَلْجُزْءِ الثَّانِىْ মাওসূফ সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে মাতুফ, معطوف عليه ও معطوف মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে ظرف متعلق ও فاعل তার شبه فعل - كَائِنًا এর সাথে, كَائِنًا - مستقر متعلق মিলে, حال , ذو الحال حال মিলে খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَفِى الْمُؤَنَّثِ ثَلٰثَ عَشَرَةَ اِمْرَاَةً وَاَرْبَعَ عَشَرَةَ اِمْرَاَةً الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو - হরফে আতফ فِى الْمُؤَنَّثِ মুতাআল্লিক হয়েছে تَقُوْلُ فعل مقدر এর সাথে فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه হয়ে কওল, ثَلٰثَ عَشَرَةَ মুমাইয়্যায اِمْرَاَةً তামীয, مميز تمييز মিলে মাতুফ আলাইহি واو হরফে আতফ اَرْبَعَ عَشَرَةَ اِمْرَاَةً মাতুফ, معطوف عليه ও معطوف মিলে মাকুলা, الى হরফে জার تِسْعَةَ عَشَرَةَ اِمْرَاَةً মুমুইয়্যায তামীয মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে تَقُوْلُ কওলের সাথে, কওল মাকুলা মিলে যুলহাল, بِتَذْكِيْرِ الْجُزْءِ كَائِنًا এর ন্যায় تَانِيْثِ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ وَتَذْكِيْرِ পূর্বোক্ত الْاَوَّلِ وَتَانِيْثِ الْجُزْءِ الثَّانِىْ মুকাদ্দার এর সাথে متعلق হয়ে হাল, ذو الحال حال মিলে اَنْ تَقُوْلَ الخ এর মাতুফ, معطوف عليه معطوف মিলে طَرِيْقُ تَرْكِيْبِ মুবতাদার খবর مبتدا خبر -

www.islamijindegi.com

وَاَمَّا طَرِيْقُ التَّرْكِيْبِ فِى الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ اِلٰى تِسْعٍ مَعَ عِشْرِيْنَ وَ اَخَوَاتِهٖ اِلٰى تِسْعِيْنَ عَلٰى سَبِيْلِ الْعَطْفِ فَاِنْ كَانَ الْمُمَيَّزُ مُذَكَّرًا فَتَقُوْلُ فِىْ تَرْكِيْبِ الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ لَا فِى غَيْرِ هِمَا اَحَدٌ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا وَ اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا بِتَذْكِيْرِ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ وَاِنْ كَانَ الْمُمَيَّزُ مُؤَنَّثًا فَتَقُوْلُ اِحْدٰى وَعِشْرُوْنَ اِمْرَأَةً وَاِثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ اِمْرَأَةً بِتَانِيْثِ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ وَفِىْ تَرْكِيْبِ غَيْرِ الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ اِلٰى تِسْعٍ مَعَ عِشْرِيْنَ اَنْ تَقُوْلَ فِى ثَلٰثَةَ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا وَاَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا بِتَانِيْثِ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ ـ وَفِى الْمُمَيَّزِ الْمُؤَنَّثِ تَقُوْلُ ثَلٰثٌ وَعِشْرُوْنَ اِمْرَأَةً وَاَرْبَعٌ وَعِشْرُوْنَ اِمْرَأَةً بِتَذْكِيْرِ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاسُ اِلٰى تَسْعٍ وَتِسْعِيْنَ -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

وَاحِدٌ (এক) اِثْنَيْنِ (দুই) থেকে تِسْعٌ (নয়) পর্যন্ত (একক) সংখ্যাগুলিকে عِشْرِيْنَ (বিশ) থেকে تِسْعِيْنَ (নব্বই) পর্যন্ত সমজাতীয় সংখ্যাগুলির সাথে হরফে আত্ফের মাধ্যমে সংযুক্ত করতে হবে। সুতরাং যদি تمييز টি مذكر হয়, তাহলে শুধু وَاحِدٌ এবং اِثْنَيْنِ এর ক্ষেত্রে (عدد এর) প্রথম অংশকে مذكر ব্যবহার করে এভাবে বলতে হবে। اَحَدٌ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا (একুশজন পুরুষ) اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا (বাইশজন পুরুষ) আর যদি تمييز টি مؤنث হয় তাহলে (عدد এর) প্রথমাংশকে مؤنث ব্যবহার করবে এবং এভাবে বলবে اِحْدٰى وَعِشْرُوْنَ اِمْرَأَةً (একুশজন মহিলা) اِثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ اِمْرَأَةً (বাইশ জন মহিলা) এবং وَاحِدٌ ও اِثْنَيْنِ ব্যতীত تِسْعٌ পর্যন্ত অন্যান্য সংখ্যাগুলি عِشْرُوْنَ বা এ জাতীয় সংখ্যার সাথে মিলিত হলে تمييز مذكر এর ক্ষেত্রে (عدد এর) প্রথম অংশ مؤنث হবে এবং এভাবে বলতে হবে ثَلٰثَةَ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا (তেইশজন পুরুষ) اَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا (চব্বিশজন পুরুষ) এবং تمييز مونث এর ক্ষেত্রে (عدد

www.islamijindegi.com

এর) প্রথম অংশ مذكر ব্যবহার করে বলবে। ثَلٰثٌ وَعِشْرُوْنَ اِمْرَأَةً (তেইশ জন মহিলা) اَرْبَعٌ وَعِشْرُوْنَ اِمْرَأَةً (চব্বিশজন মহিলা) এ নিয়মে নিরানব্বই পর্যন্ত ব্যবহার হবে।

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নঃ وَاحِدٌ (এক) اِثْنَيْنِ (দুই) থেকে تِسْعٌ (নয়) পর্যন্ত (একক) সংখ্যাগুলিকে عِشْرِيْنَ (বিশ) থেকে تِسْعِيْنَ (নব্বই) পর্যন্ত সমজাতীয় সংখ্যাগুলির সাথে হরফে আত্‌ফের মাধ্যমে সংযুক্ত করার নিয়ম কি?

উত্তরঃ وَاحِدٌ (এক) اِثْنَيْنِ (দুই) থেকে تِسْعٌ (নয়) পর্যন্ত (একক) সংখ্যাগুলিকে عِشْرِيْنَ (বিশ) থেকে تِسْعِيْنَ (নব্বই) পর্যন্ত সমজাতীয় সংখ্যাগুলির সাথে হরফে আত্‌ফের মাধ্যমে সংযুক্ত করতে হবে। সুতরাং যদি تمييز টি مذكر হয়, তাহলে শুধু وَاحِدٌ এবং اِثْنَيْنِ এর ক্ষেত্রে (عدد এর) প্রথম অংশকে مذكر ব্যবহার করে এভাবে বলতে হবে। اَحَدٌ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا (একুশজন পুরুষ) اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا (বাইশজন পুরুষ) আর যদি تمييز টি مؤنث হয় তাহলে (عدد এর) প্রথমাংশকে مؤنث ব্যবহার করবে এবং এভাবে বলবে اِحْدٰى وَعِشْرُوْنَ اِمْرَأَةً (একুশজন মহিলা) اِثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ اِمْرَأَةً (বাইশ জন মহিলা) এবং وَاحِدٌ ও اِثْنَيْنِ ব্যতীত تِسْعٌ পর্যন্ত অন্যান্য সংখ্যাগুলি عِشْرُوْنَ বা এ জাতীয় সংখ্যার সাথে মিলিত হলে تمييز مذكر এর ক্ষেত্রে (عدد এর) প্রথম অংশ مؤنث হবে এবং এভাবে বলতে হবে ثَلٰثَةٌ وَّعِشْرُوْنَ رَجُلًا (তেইশজন পুরুষ) اَرْبَعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ رَجُلًا (চব্বিশজন পুরুষ) এবং تمييز مونث এর ক্ষেত্রে (عدد এর) প্রথম অংশ مذكر ব্যবহার করে বলবে। ثَلٰثٌ وَعِشْرُوْنَ اِمْرَأَةً (তেইশ জন মহিলা) اَرْبَعٌ وَعِشْرُوْنَ اِمْرَأَةً (চব্বিশজন মহিলা) এ নিয়মে নিরানব্বই পর্যন্ত ব্যবহার হবে।

www.islamijindegi.com

وَالثَّانِيْ كَمْ مَعْنَاهُ عَدَدٌ مُبْهَمٌ وَهُوَ عَلٰى نَوْعَيْنِ اَحَدُهُمَا اِسْتِفْهَامِيَّةٌ اِنْ كَانَ مُتَضَمِّنًا لِمَعْنَى الْاِسْتِفْهَامِ وَهُوَ يَنْصِبُ التَّمْيِيْزَ مِثْلُ كَمْ رَجُلًا ضَرَبْتَهُ وَالثَّانِيْ خَبَرِيَّةٌ اِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَضَمِّنًا لِمَعْنَى الْاِسْتِفْهَامِ وَهُوَ يَنْصِبُ التَّمْيِيْزَ اِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَاصِلَةٌ مِثْلُ كَمْ عِنْدِيْ رَجُلًا وَاِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلَةٌ فَتَمْيِيْزُهُ مَجْرُوْرٌ بِالْاِضَافَةِ اِلَيْهِ مِثْلُ كَمْ رَجُلٍ ضَرَبْتُ وَكَمْ غِلْمَانٍ اِشْتَرَيْتُ وَالثَّالِثُ كَاَيِّنْ وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ كَافِ التَّشْبِيْهِ وَاَيٍّ لٰكِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ عَدَدٌ مُبْهَمٌ لَا الْمَعْنَى التَّرْكِيْبِيُّ مِثْلُ كَاَيِّنْ رَجُلًا لَقِيْتُ وَقَدْ يَكُوْنُ مُتَضَمِّنًا لِمَعْنَى الْاِسْتِفْهَامِ نَحْوُ كَاَيِّنْ رَجُلًا عِنْدَكَ وَالرَّابِعُ كَذَا وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ كَافِ التَّشْبِيْهِ وَذَا اِسْمُ الْاِشَارَةِ وَلٰكِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ عَدَدٌ مُبْهَمٌ وَلَا يَكُوْنُ مُتَضَمِّنًا لِمَعْنَى الْاِسْتِفْهَامِ مِثْلُ عِنْدِيْ كَذَا رَجُلًا -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

দ্বিতীয় ইসম হল كَمْ, ইহা عدد مبهم (অস্পষ্ট সংখ্যা) বুঝায়। كَمْ দুই প্রকার (১) كم استفهاميه (প্রশ্নবোধক) যদি প্রশ্নবোধক অর্থ বহন করে (তাকে كم استفهاميه বলে।) ইহা تمييز কে نصب দেয়। যেমন– كَمْ رَجُلًا ضَرَبْتَهُ (কতজন লোককে তুমি মেরেছো?)(২) كم خبريه যদি استفهام এর অর্থ প্রকাশ না করে। যদি উক্ত كَمْ এবং তার تمييز এর মধ্যে فاصله বা দূরত্ব থাকে, তাহলে تمييز কে نصب দিবে। যেমন– كَمْ عِنْدِيْ رَجُلًا (আমার কাছে অনেক লোক আছে।) যদি উভয়ের মধ্যে فاصله বা দূরত্ব না থাকে, তাহলে উক্ত كَمْ এর تمييز টি مضاف اليه হিসাবে مجرور হবে। যেমন– كَمْ رَجُلٍ ضَرَبْتُ (অনেক লোককে আমি মেরেছি।) كَمْ غِلْمَانٍ اِشْتَرَيْتُ (আমি অনেক গোলামকে খরিদ করেছি।)

তৃতীয় ইসম كَاَيِّنْ, ইহা كاف تشبيه এবং اَيٍّ দ্বারা গঠিত। কিন্তু

www.islamijindegi.com

এতে উদ্দেশ্য হলো عدد مبهم (অস্পষ্ট সংখ্যা), তারকীবী (শাব্দিক) অর্থ উদ্দেশ্য নয়। যেমন- كَايِّنْ رَجُلاً لَقِيْتُ (আমি অনেক লোকের সাথে সাক্ষাৎ করেছি।) আবার কখনো ইহা استفهام এর অর্থ বহন করে। যেমন- كَايِّنْ رَجُلٍ عِنْدَكَ (তোমার কাছে কতজন পুরুষ আছে।)

চতুর্থ ইসম كَذَا, ইহা كاف تشبيه এবং ذَا ইসমে ইশারাহ দ্বারা গঠিত। কিন্তু এর দ্বারাও عدد مبهم ই উদ্দেশ্য। তবে ইহা استفهام এর অর্থ বহন করে না। যেমন- عِنْدِيْ كَذَا رَجُلاً (আমার কাছে এত জন পুরুষ আছে)।

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ كَمْ শব্দটি কত প্রকার এবং কি আমল করে ?

উত্তর كم, ইহা عدد مبهم (অস্পষ্ট) সংখ্যা বুঝায়। كم দুই প্রকার (১) كم استفهاميه (প্রশ্নবোধক) যদি প্রশ্নবোধক অর্থ বহন করে (তাকে كم استفهاميه বলে।) ইহা تمييز কে نصب দেয়। যেমন- كَمْ رَجُلاً ضَرَبْتَهُ (২) كم خبريه যদি استفهام এর অর্থ প্রকাশ না করে। যদি উক্ত كم এবং তার تمييز এর মধ্যে فاصله বা দূরত্ব থাকে, তাহলে تمييز কে نصب দিবে। যেমন- كَمْ عِنْدِيْ رَجُلاً যদি উভয়ের মধ্যে فاصله বা দূরত্ব না থাকে, তাহলে উক্ত كم এর تمييز টি مضاف اليه হিসাবে مجرور হবে। যেমন- كَمْ غُلَمَانٍ اِشْتَرَيْتُ كَمْ رَجُلٍ ضَرَبْتَ

প্রশ্ন ঃ كَايِّنْ শব্দটি কত প্রকার এবং কি আমল করে ?

উত্তর كَايِّنْ, ইহা كاف تشبيه এবং اَيٌّ দ্বারা গঠিত। কিন্তু এতে উদ্দেশ্য হলো عدد مبهم (অস্পষ্ট সংখ্যা) তারকীবী (শাব্দিক) অর্থ উদ্দেশ্য নয়। যেমন- كَايِّنْ رَجُلاً لَقِيْتُ আবার কখনো ইহা استفهام এর অর্থ বহন করে। যেমন- كَايِّنْ رَجُلٍ عِنْدَكَ

প্রশ্নঃ كَذَا শব্দটি কত প্রকার এবং কি আমল করে ?

উত্তর كَذَا, ইহা كاف تشبيه এবং ذَا ইসমে ইশারাহ দ্বারা গঠিত। কিন্তু এর দ্বারাও عدد مبهم ই উদ্দেশ্য। তবে ইহা استفهام এর অর্থ বহন করে না। যেমন- عِنْدِيْ كَذَا رَجُلاً

www.islamijindegi.com

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন : مِثْلُ كَمْ رَجُلًا ضَرَبْتَهُ এর তারকীব বল ?

উত্তর : مِثْلُ মুযাফ كَمْ মুমাইয়্যায رَجُلًا তামীয়, مميز تميز মিলে মুবতাদা ضَرَبْتَهُ ফেয়েল ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে جملہ فعلیہ হয়ে খবর, দ্বিতীয় তারকীব এরূপও হতে পারে যে, رَجُلًا - ضَرَبْتُ ফেয়েলে মাহযুফ এর মাফউলে বিহী, ফেয়েল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে جملہ فعلیہ হয়ে মুফাসসার। অতঃপর উল্লেখিত ضَرَبْتَهُ জুমলায়ে فعلیہ হয়ে مفسر تفسیر - تفسیر মিলে মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে مثالہ মুবতাদা محذوف এর খবর مبتدا خبر মিলে جملہ اسمیہ خبریہ

প্রশ্ন : اِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَضَمِّنًا لِمَعْنَى الْاِسْتِفْهَامِ এর তারকীব বল ?

উত্তর : اِنْ হরফে শর্ত لَمْ يَكُنْ ফেয়েলে নাকিছ ضمير هُوَ مستتر তার ইসম مُتَضَمِّنًا শিবহে ফেয়েল لِمَعْنَى الْاِسْتِفْهَامِ তার সাথে متعلق শিবহে ফেয়েল তার فاعل ও متعلق মিলে খবর, فعل ناقص তার اسم خبر মিলে جملہ فعلیہ হয়ে শর্ত হয়েছে جزائےمحذوف - فَهُوَ خبرية এর, শর্ত জাযা মিলে جملہ شرطیہ -

প্রশ্ন : مِثْلُ كَمْ عِنْدِيْ رَجُلًا এর তারকীব বল ?

উত্তর : مِثْلُ মুযাফ كَمْ খবরিয়্যাহ مميز ، رَجُلًا তামীয مميز تمييز মিলে মুবতাদা عندی মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে ثَابِتًا مقدر এর ظرف হয়ে খবর, مبتدا خبر মিলে جملہ اسمیہ خبریہ হয়ে مِثْلُ মুযাফের মুযাফ ইলাইহি جملہ مضاف مضاف الیہ মিলে مِثَالُهُ مقدر এর খবর। مبتدا خبر মিলে جملہ اسمیہ خبریہ।

প্রশ্ন : وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ كَافِ التَّشْبِيْهِ وَاَيِّ لٰكِنَّ الْمُرَادَ الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর : واو আতেফা هُوَ মুবতাদা مُرَكَّبٌ শিবহে ফেয়েল من كاف التشبيه وَاَيٍّ মুতাআল্লিক হয়েছে শিবহে ফেয়েলের সাথে, نائب فاعل ও شبه فعل এবং متعلق মিলে - مستدرك منه لٰكِنَّ হরফে মুশাবাহ বিলফেয়েল اَلْمُرَادَ শিবহে

ফেয়েল مِنْهُ জার মাজরুর মিলে متعلق শিবহে ফেয়েল নায়েবে ফায়েল ও متعلق মিলে ইসম । عدد مبهم মাওসূফ সিফাত মিলে মাতুফ আলাইহি । وَ হরফে আতফ اَلْمَعْنَى التَّرْكِيْبِيُّ মাওসুফ সিফাত মিলে মাতুফ, معطوف مَعطوف ও عليه মিলে খবর حرف مشبه بالفعل তার اسم خبر কে নিয়ে استدراك, مستدرك منه ও استدراك মিলে هُوَ মুবতাদার খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ كَايِّنْ رَجُلًا لَقِيْتُ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ كَايِّنْ মুমাইয়্যিয رَجُلًا তামীয, مميز تمييز মিলে مفعول به ও فعل فاعل ফেয়েল تُ ফায়েল لَقِيْتُ - مفعول به مقدم مِثَالُهُ مبتدا হয়ে মুযাফ ইলাইহি مضاف اليه মিলে جمله فعليه -محذوف-এর খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه ।

প্রশ্নঃ مِثْلُ عِنْدِىْ كَذَا رَجُلًا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ عِنْدِىْ মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে ثَابِتٌ شبه فعل مقدر এর ظرف হয়ে খবরে মুকাদ্দাম, كَذَا মুমাইয়্যায رَجُلًا তামীয, ممِيز تمييز মিলে مبتدا مؤخر ও خبر مقدم -مبتدا مؤخر মিলে جمله اسميه হয়ে মুযাফ ইলাইহি مضاف اليه মিলে খবর مقدر مِثَالُهُ এর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

www.islamijindegi.com

اَلنَّوْعُ التَّاسِعُ

اَسْمَاءُ تُسَمّٰى اَسْمَاءُ الْاَفْعَالِ وَاِنَّمَا سُمِّيَتْ بِاَسْمَاءِ الْاَفْعَالِ لِاَنَّ مَعَانِيْهَا اَفْعَالٌ وَهِيَ تِسْعَةٌ سِتَّةٌ مِنْهَا مَوْضُوْعَةٌ لِلْاَمْرِ الْحَاضِرِ وَتَنْصِبُ الْاِسْمَ عَلَى الْمَفْعُوْلِيَّةِ اَحَدُهَا رُوَيْدَ فَاِنَّهٗ مَوْضُوْعٌ لِاَمْهِلْ وَهُوَ يَقَعُ فِيْ اَوَّلِ الْكَلَامِ مِثْلُ رُوَيْدَ زَيْدًا اَيْ اَمْهِلْ زَيْدًا وَثَانِيْهَا بَلْهَ فَاِنَّهٗ مَوْضُوْعٌ لِدَعْ مِثْلُ بَلْهَ زَيْدًا اَيْ دَعْ زَيْدًا ثَالِثُهَا دُوْنَكَ فَاِنَّهٗ مَوْضُوْعٌ لِخُذْ مِثْلُ دُوْنَكَ زَيْدًا اَيْ خُذْ زَيْدًا وَرَابِعُهَا عَلَيْكَ فَاِنَّهٗ مَوْضُوْعٌ لِاَلْزِمْ مِثْلُ عَلَيْكَ زَيْدًا اَيْ اَلْزِمْ زَيْدًا وَخَامِسُهَا حَيَّهَلْ فَاِنَّهٗ مَوْضُوْعٌ لِاِيْتِ مِثْلُ حَيَّهَلْ الصَّلٰوةَ اَيْ اِيْتِ الصَّلٰوةَ ـ وَسَادِسُهَا هَافَاِنَّهٗ مَوْضُوْعٌ لِخُذْ مِثْلُ هَا زَيْدًا اَيْ خُذْ زَيْدًا وَقَدْ جَاءَ فِيْهَا ثَلٰثُ لُغَاتٍ هَاءٌ بِسُكُوْنِ الْهَمْزَةِ وَهَاءٍ بِزِيَادَةِ الْهَمْزَةِ الْمَكْسُوْرَةِ هَاءَ بِزِيَادَةِ الْهَمْزَةِ الْمَفْتُوْحَةِ وَلَا بُدَّ لِهٰذِهِ الْاَسْمَاءِ مِنْ فَاعِلٍ وَفَاعِلُهَا ضَمِيْرُ الْمُخَاطَبِ الْمُسْتَتِرِ فِيْهَا -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

নবম প্রকার ঃ এমন কতগুলি اسم যে গুলি اسماء الافعال (ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য) নামে পরিচিত। যেহেতু ইসিমগুলি فعل এর অর্থ দান করে, তাই এগুলির নাম اسماء الافعال রাখা হয়েছে। কবি বলেন-

نه بود اسمائے افعالی کزاں شش ناصبند *
دُوْنَكَ بَلْهَ عَلَيْكَ حَيَّهَلْ باشد وهَا

پس رُوَيْدَ باز رافع اسم راهَيْهَات داں *
بازشَتَّانَ است وسَرْعَانَ یادگیر ایں بیتها

اسماء الافعال নয়টি। এর মধ্যে ছয়টি امرحاضر এর অর্থ দানের জন্য নির্ধারিত। এগুলি তার পরবর্তী اسم কে مفعول হিসেবে نصب দেয়।

www.islamijindegi.com

(১) رُوَيْدَ ইহাকে اَمْهِلْ (সুযোগ দাও) অর্থে ব্যবহার করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ইহা বাক্যের শুরুতে ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন- رُوَيْدَ زَيْدًا অর্থাৎ اَمْهِلْ زَيْدًا (যায়েদকে সুযোগ দাও।) (২) بله ইহা دَعْ (ছাড়) এর অর্থে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত, যেমন بَلْهَ زَيْدًا অর্থাৎ دَعْ زَيْدًا (যায়েদকে ছেড়ে দাও।) (৩) دُوْنَكَ এটি خُذْ (ধর) অর্থে ব্যবহৃত। যেমন دُوْنَكَ زَيْدًا অর্থাৎ خُذْ زَيْدًا (যায়েদকে ধর।)(৪) عَلَيْكَ ইহা اَلْزِمْ (আকঁড়ে ধর) অর্থে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত। যেমন- عَلَيْكَ زَيْدًا অর্থাৎ اَلْزِمْ زَيْدًا (যায়েদকে আঁকড়ে ধর।)(৫) حَيَّهَلْ ইহা নির্ধারিত اِئْتِ (আস)-এর অর্থে ব্যবহার হওয়ার জন্য। যেমন- حَيَّهَلِ الصَّلٰوةَ অর্থাৎ اِئْتِ الصَّلٰوةَ (নামাজের জন্য আস)। (৬) هَاءَ ইহা خُذْ (ধর)-এর অর্থদানের জন্য নির্ধারিত। যেমন هَا زَيْدًا অর্থাৎ خُذْ زَيْدًا (যায়েদকে ধর।) ইহা তিনভাবে পড়া যায়। هَاءْ হামযাকে সাকিন করে। هَاءِ হামযাকে যের দিয়ে, هَاءَ হামযাকে ফাতহা দিয়ে। উক্ত ইসমগুলির জন্য একটি فاعل এর প্রয়োজন এবং ফায়েলটি হলো এগুলির ভিতর গুপ্ত مخاطب এর জমীর।

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নঃ আসমায়ে আফআল কে আসমায়ে আফআল নাম রাখার কারণ কি

উত্তর ঃ এমন কতগুলি اسم যে গুলি اسماء الافعال (ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য) নামে পরিচিত। যেহেতু ইসিমগুলি فعل এর অর্থ দান করে, তাই এগুলির নাম اسماء الافعال রাখা হয়েছে।

প্রশ্নঃ আসমায়ে আফআল কয়টি ওকি কি? কয়টি امرحاضر এর অর্থ প্রদান করে এবং কি আমল করে ?

উত্তর ঃ اسماء الافعال নয়টি, এতে ছয়টি امرحاضر এর অর্থ দানের জন্য নির্ধারিত। এগুলি তার পরবর্তী اسم কে مفعول হিসেবে نصب দেয়।

(১) رُوَيْدَ ইহাকে اَمْهِلْ এর অর্থে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত যেমন- رُوَيْدَ اَمْهِلْ زَيْدًا অর্থাৎ زَيْدًا

(২) بَلْهَ ইহা دَعْ (ছাড়) এর অর্থে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত, যেমন بَلْهَ زَيْدًا অর্থাৎ دَعْ زَيْدًا

(৩) دُوْنَكَ এটি خُذْ (ধর) অর্থে ব্যবহৃত। যেমন دُوْنَكَ زَيْدًا অর্থাৎ خُذْ زَيْدًا

(৪) عَلَيْكَ ইহা اَلْزِمْ অর্থে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত।

যেমন- عَلَيْكَ زَيْدًا অর্থাৎ اَلْزِمْ زَيْدًا

www.islamijindegi.com

(৫) حَيَّهَلْ ইহা নির্ধারিত اِيْتِ -এর অর্থে ব্যবহার হওয়ার জন্য। যেমন- حَيَّهَلِ الصَّلٰوةَ অর্থাৎ اِيْتِ الصَّلٰوةَ

(৬) هاء ইহা خُذْ -এর অর্থদানের জন্য নির্ধারিত। যেমন هَا زَيْدًا অর্থাৎ خُذْ زَيْدًا ইহা তিনভাবে পড়া যায়। هَاءْ হামযাকে সাকিন করে। هَاءِ হামযকে যের দিয়ে, هَاءَ হামযাকে ফাতহা দিয়ে। উক্ত ইসমগুলিরজন্যএকটি فاعل এর প্রয়োজন ফায়েলটি হলো এগুলির ভিতর গুপ্ত مخاطب এর জমীর

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্নঃ وَاِنَّمَا سُمِّيَتْ بِاَسْمَاءِ الْاَفْعَالِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ اِنَّ হরফে মুবাব্বাহ বিল ফেয়েল سُمِّيَتْ - مَاكافه ফেয়েলে মাজহুল هِيَ مستتر তার নায়েবে ফায়েল بِ হরফে জার اَسْمَاءِ الْاَفْعَالِ মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق اول - لِ হরফে জার اَنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিলফেয়েল مَعَانِيْهَا মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে اَنَّ এর ইসম اَفْعَالُ খবর ان তার اسم خبر মিলে بتاويل مفرد মাজরুর جار متعلق ও نائب فاعل তার فعل مجهول - متعلق ثانى مجرور মিলে মিলে جمله فعليه خبريه

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ رُوَيْدَ زَيْدًا اَىْ اَمْهِلْ زَيْدًا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ رُوَيْدَ ইসমে ফেয়েল بمعنى اَمْهِلْ । اَمْهِلْ ফেয়েল ও ফায়েল زَيْدًا মাফউলে বিহী, فعل فاعل ও مفعول به মিলে جمله فعليه انشائيه হয়ে মুফাসসার اَىْ হরফে তাফসীর اَمْهِلْ আমরের ছিগা ফেয়েল ও ফায়েল زَيْدًا মাফউলে বিহী, فعل فاعل ও مفعول به মিলে جمله فعليه انشائيه হয়ে তাফসীর। مفسر تفسير মিলে মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে مِثَالُهُ মুবতাদা মাহযুফ-খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ دُوْنَكَ زَيْدًا اَىْ خُذْ زَيْدًا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ دُوْنَكَ ইসমে ফেয়েল بمعنى خُذْ আমরে হাযের, خُذْ ফেয়েল ও ফায়েল زَيْدًا মাফউলে বিহী فعل فاعل ও مفعول به মিলে جمله فعليه انشائيه হয়ে মুফাস্‌সার। اَىْ হরফে তাফসীর, خُذْ ফেয়েল ও ফায়েল زَيْدًا মাফউলে বিহী فعل فاعل ও مفعول به মিলে جمله فعليه انشائيه হয়ে তাফসীর, مفسر تفسير মিলে মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে مِثَالُهُ مبتدا مقدر এর খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

www.islamijindegi.com

وَثَلٰثَةٌ مِنْهَا مَوْضُوْعَةٌ لِلْفِعْلِ الْمَاضِىْ وَتَرْفَعُ الْاِسْمَ بِالْفَاعِلِيَّةِ اَحَدُهَا هَيْهَاتَ فَاِنَّهٗ مَوْضُوْعٌ لِبَعُدَ مِثْلُ هَيْهَاتَ زَيْدٌ اَىْ بَعُدَ زَيْدٌ وَ ثَانِيْهَا سَرْعَانَ فَاِنَّهٗ مَوْضُوْعٌ لِسَرُعَ مِثْلُ سَرْعَانَ زَيْدٌ اَىْ سَرُعَ زَيْدٌ ثَالِثُهَا شَتَّانَ فَاِنَّهٗ مَوْضُوْعٌ لِاِفْتَرَقَ مِثْلُ شَتَّانَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو اَىْ اِفْتَرَقَ زَيْدٌ وَ عَمْرٌو -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

তিনটি কে নির্ধারণ করা হয়েছে ماضى এর অর্থ প্রকাশ করার জন্য এবং এ তিনটি (তার পরবর্তী) اسم কে فاعل হিসেবে رفع দিবে।

(১) هَيْهَاتَ এ শব্দটিকে بَعُدَ (দূর হয়েছে) এর অর্থ প্রকাশের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন-هَيْهَاتَ زَيْدٌ অর্থাৎ بَعُدَ زَيْدٌ (যায়েদ দূর হয়েছে)। (২) سَرْعَانَ ইহাকে سَرُعَ (তাড়াহুড়া করেছে) এর অর্থ প্রদানের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন- سَرْعَانَ زَيْدٌ অর্থাৎ سَرُعَ زَيْدٌ (যায়েদ তাড়াহুড়া করেছে।) (৩) شَتَّانَ এ শব্দটিকে নির্ধারণ করা হয়েছে اِفْتَرَقَ (পৃথক হয়েছে) -এর অর্থ দেওয়ার জন্য। যেমন- شَتَّانَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو অর্থাৎ اِفْتَرَقَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو (যায়েদ ও আমর পৃথক হয়েছে।)

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নঃ اَسْمَاءُ الْاَفْعَالِ থেকে কয়টি فعل الماضى এর অর্থ প্রদান করে এবং কি আমল করে?

উত্তরঃ তিনটি কে নির্ধারণ করা হয়েছে ماضى এর অর্থ প্রকাশ করার জন্য এবং এ তিনটি (তার পরবর্তী) اسم কে فاعل হিসেবে رفع দিবে।

(১) هَيْهَاتَ এ শব্দটিকে بَعُدَ

(২) سَرْعَانَ ইহাকে سَرُعَ এর অর্থ প্রদানের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন-سَرْعَانَ زَيْدٌ অর্থাৎ سَرُعَ زَيْدٌ (যায়েদ তাড়াহুড়া করেছে।)

(৩) شَتَّانَ এ শব্দটিকে নির্ধারণ করা হয়েছে اِفْتَرَقَ -এর অর্থ দেওয়ার জন্য। যেমন- شَتَّانَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو অর্থাৎ اِفْتَرَقَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو

www.islamijindegi.com

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ قَدْ جَاءَتْ فِيْهَا ثَلٰثُ لُغَاتٍ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ قَدْ حرف تحقيق - جاء ফেয়েল فِيْهَا জার মাজরুর মিলে متعلق تمييز ও مميز مضاف মুমায়্যাযে মুযাফ لُغَاتٍ তামীযে মুযাফ ইলাইহি, ثَلٰثُ , مضاف اليه মিলে ফায়েল فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه خبريه -

প্রশ্ন ঃ هَاءْ بِسُكُوْنِ الْهَمْزَةِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ هَاء - فعل محذوف أَعْنِيْ এর মাফউলেবিহী ب হরফে জার سُكُوْنِ মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরুর الْهَمْزَةِ جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে فعل محذوف এর সাথে فعل فاعل ও متعلق মিলে جمله فعليه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَلَابُدَّ لِهٰذِهِ الْأَسْمَاءِ مِنْ فَاعِلٍ مُخَاطَبٍ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ لَا লায়ে নফী জিন্‌স بُدَّ তার ইস্‌ম لِ হরফে জার هٰذِهِ الْأَسْمَاءِ মাওসূফ সিফাত মিলে মাজরুর جارمجرور মিলে ظرف ، خبر اول من فاعل জার মাজরুর মিলে ظرف - خبر ثانى । لائے نفى جنس তার ইসম ও উভয় খবর মিলে جمله اسميه خبريه -

www.islamijindegi.com

اَلنَّوْعُ الْعَاشِرُ

اَلْاَفْعَالُ النَّاقِصَةُ وَاِنَّمَا سُمِّيَتْ نَاقِصَةً لِاَنَّهَا لَا تَكُوْنُ بِمُجَرَّدِ الْفَاعِلِ كَلَامًا تَامًّا فَلَا تَخْلُوْ عَنْ نُقْصَانٍ وَهِىَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْاِسْمِيَّةِ اَىْ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ فَتَرْفَعُ الْجُزْءَ الْاَوَّلَ مِنْهَا وَيُسَمّٰى اِسْمُهَا وَتَنْصِبُ الْجُزْءَ الثَّانِىَ مِنْهَا وَيُسَمّٰى خَبَرُهَا وَهِىَ ثَلٰثَةَ عَشَرَ فِعْلًا اَلْاَوَّلُ كَانَ وَهِىَ قَدْ تَكُوْنُ زَائِدَةً مِثْلُ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِهِمْ كَانَ زَيْدًا وَحِيْنَئِذٍ لَاتَعْمَلُ وَقَدْ تَكُوْنُ غَيْرَ زَائِدَةٍ وَهِىَ تَجِىْءُ عَلٰى مَعْنَيَيْنِ نَاقِصَةً وَتَامَّةً فَالنَّاقِصَةُ تَجِىْءُ عَلٰى مَعْنَيَيْنِ اَحَدُهُمَا اَنْ يَثْبُتَ خَبَرُهَا لِاِسْمِهَا فِى الزَّمَانِ الْمَاضِىْ سَوَاءٌ كَانَ مُمْكِنَ الْاِنْقِطَاعِ مِثْلُ كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا اَوْ مُمْتَنِعَ الْاِنْقِطَاعِ مِثْلُ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا وَثَانِيْهِمَا اَنْ يَكُوْنَ بِمَعْنٰى صَارَ مِثْلُ كَانَ الْفَقِيْرُ غَنِيًّا اَىْ صَارَ الْفَقِيْرُ غَنِيًّا وَالتَّامَّةُ تَتِمُّ بِفَاعِلِهَا فَلَا تَحْتَاجُ اِلَى الْخَبَرِ فَلَا تَكُوْنُ نَاقِصَةً وَحِيْنَئِذٍ تَكُوْنُ بِمَعْنٰى ثَبَتَ مِثْل كَانَ زَيْدٌ اَىْ ثَبَتَ زَيْدٌ

-সহজ তরজমা ও তাশরীহ

দশম প্রকার ঃ الافعال الناقصة (অসমাপিকা ক্রিয়া) এগুলির নাম الافعال الناقصة রাখা হয়েছে, কেননা এগুলি শুধু ফায়েল দ্বারা পূর্ণ হতে পারে না, সুতরাং ইহারা نقص বা অপূর্ণতা থেকে খালি নয়।

الافعال الناقصة জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ অর্থাৎ مبتدا এবং خبر এর শুরুতে আসে, সুতরাং প্রথম অংশ (মুবতাদা) কে رفع দিবে এবং এর নাম হবে الافعال الناقصة -এর ইসম, এবং দ্বিতীয় অংশ (খবর) কে نصب

www.islamijindegi.com

দিবে, এর নাম হবে الافعال الناقصة -এর খবর। এ জাতীয় ফেয়েল ১৩টি ; কবি বলেন–

كَانَ صَارَ اَصْبَحَ اَمْسٰى اَضْحٰى ظَلَّ بَاتَ *

مَافَتِئَ مَادَامَ مَا انْفَكَّ لَيْسَ باشد از قفا

مَا بَرِحَ مَازَالَ وافعالى كزينها مشتقند *

هر كجا بينى همين حكم است در جمله روا

(১) كَانَ ইহা কোন কোন সময় (বাক্যের মাঝে) অতিরিক্ত আসে, যেমন اِنَّ مِنْ اَفْضَلِهِمْ كَانَ زَيْدًا (তাদের মধ্যে উত্তম যায়েদই।) তখন كَانَ কোন আমল করবে না। এবং কোন কোন সময় অতিরিক্ত হয় না, তখন كَانَ দুই অর্থে ব্যবহার হয়। ناقصه - تامه আবার ناقصه টিও দুই অর্থে ব্যবহার হয়।

(ক) كان এর খবরটি তার اسم এর জন্য অতীত কালে ছাবেত (সাব্যস্ত) হবে। (এ ক্ষেত্রেও দুই সুরত।) হয়ত (খবরটি اسم এর সাথে) অস্থায়ীভাবে বিদ্যমান হবে, যেমন كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا (যায়েদ দাঁড়িয়ে ছিল।) অথবা (খবরটি اسم এর সাথে) স্থায়ী বিদ্যমান হবে। যেমন كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান।)

(খ) كَانَ টি صَارَ অর্থে ব্যবহার হবে। যেমন– كَانَ الْفَقِيْرُ غَنِيًّا অর্থাৎ صَارَ غَنِيًّا (দরিদ্র ধনী হয়ে গিয়েছে।)

كان تامه হলো যে كان ফায়েলকে নিয়েই পূর্ণতা লাভ করে, এবং তাহার خبر এর প্রয়োজন হয় না। অতএব ইহা অসম্পূর্ণ থাকে না এবং এটি তখন ثَبَتَ এর অর্থ দিবে। যেমন–كَانَ زَيْدٌ অর্থাৎ ثَبَتَ زَيْدٌ -

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নঃ الافعال الناقصة (অসমাপিকা ক্রিয়া) এগুলির নাম কেন الافعال الناقصة রাখা হয়েছে এবং এ গুলি কি আমল করে?

উত্তর ঃ এগুলির নাম الافعال الناقصة রাখার কারণ হলো এগুলি শুধু ফায়েল দ্বারা পূর্ণ হতে পারে না, তাই এরা نقص বা অপূর্ণতা হতে খালি নয়।

الافعال الناقصة জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ অর্থাৎ مبتدا এবং خبر এর শুরুতে আসে, প্রথম অংশ (মুবতাদা) কে رفع দিবে, এর নাম হবে الافعال

www.islamijindegi.com

الناقصة -এর ইসম, দ্বিতীয় অংশ (খবর) কে نصب দিবে, এর নাম হবে الافعال الناقصة -এর খবর। এ জাতীয় ফেয়েল ১৩টি

প্রশ্নঃ كَانَ কি আমল করে ?

উত্তর(১) كَانَ ইহা কোন কোন সময় (বাক্যের মাঝে) অতিরিক্ত আসে, যেমন اِنَّ مِنْ اَفْضَلِهِمْ كَانَ زَيْدًا (তাদের মধ্যে উত্তম যায়েদই।) তখন كَانَ কোন আমল করবে না। এবং কোন কোন সময় অতিরিক্ত হয় না, তখন كان দুই অর্থে ব্যবহার হয়। ناقصه - تامه আবার ناقصه টিও দুই অর্থে ব্যবহার হয়।

(ক) كان এর খবরটি তার اسم এর জন্য অতীত কালে ছাবেত (সাব্যস্ত) হবে। (এ ক্ষেত্রেও দুই সুরত।) হয়ত (খবরটি اسم এর সাথে) অস্থায়ীভাবে বিদ্যমান হবে, যেমন كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا অথবা (খবরটি اسم এর সাথে) স্থায়ী বিদ্যমান হবে। যেমন كَانَ اللّٰه عَلِيْمًا حَكِيْمًا

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ وَاِنَّمَا سُمِّيَتْ نَاقِصَةً لِاَنَّهَا لَاتَكُوْنَ بِمُجَرَّدِ الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ اِنَّمَا কালিমায়ে حصر , سُمِّيَتْ ফেয়েলে মাজহুল ضمير هِيَ مستتر তার نائب فاعل , نَاقِصَةً মাফউলে বিহী, لِ হরফে জার اَنَّ - حرف مشبه بالفعل , هَا তার ইসম لَاتَكُوْنُ ফেয়েলে নাকিছ ضمير هِيَ তার ইসম بِ হরফে জার مُجَرَّدِ الْفَاعِلِ মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে মুতাআল্লিক হয়েছে لَاتَكُوْنُ এর সাথে كَلَامًا تَامًّا মাওসূফ সিফাত মিলে খবর, فعل ناقص তার اسم خبر ও মুতাআল্লিক মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে شرط এর قائم مقام। فَ জাযাইয়্যাহ لَاتَخْلُوْا ফেয়েল ও ফায়েল عَنْ জার মাজরুর মিলে মুতাআল্লিক ফেয়েলের সাথে। فعل فاعل ও متعلق نُقْصَانٍ মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে জাযা شرط جزا মিলে جمله شرطيه হয়ে اِنَّ এর খবর, اَنَّ তার اسم خبر মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق ফেয়েলে মাজহুল এর, فعل مجهول তার نائب فاعل ও متعلق এবং مفعول به মিলে جمله فعليه خبريه -

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِهِمْ كَانَ زَيْدًا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ اِنَّ হরফে مشبه بالفعل مِنْ , হরফে জার اَفْضَلِهِمْ মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে مقدر كَائِنٌ এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম, كَانَ যায়েদাহ زَيْدًا ইসমে مؤخر, اِنَّ তার خبر مضاف مضاف اليه মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে মুযাফ ইলাইহি اسم مؤخر ও مقدم جمله اسميه মিলে مبتدا خبر মিলে مِثَالُهٗ এর খবর مبتدامحذوف اليه خبريه -

প্রশ্ন ঃ وَحِيْنَئِذٍ لَاتَعْمَلُ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو عاطفه - حِيْنَ মুযাফ اِذْ মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে مفعول فيه مقدم, لَاتَعْمَلُ ফেয়েল ضمير هِيَ مستتر তার فاعل , فعل فاعل ও مفعول فيه মিলে جمله فعليه خبريه ।

প্রশ্ন ঃ سَوَاءٌ كَانَ مُمْكِنَ الْاِنْقِطَاعِ اَوْمُمْتَنِعَ الْاِنْقِطَاعِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ سَوَاءٌ খবরে মুকাদ্দাম, كَانَ ফেয়েল নাকিছ مُمْكِنَ الْاِنْقِطَاعِ মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাতুফ আলাইহি, اَوْ হরফে আত্‌ফ مُمْتَنِعَ الْاِنْقِطَاعِ মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাতুফ, معطوف عليه ও معطوف মিলে كَانَ এর খবর, كَانَ তার اسم خبر মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে مبتدا مؤخر , خبر مقدم এবং مبتدا مؤخر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ كَانَ ফেয়েলে নাকিছ زَيْدٌ তার ইসম قَائِمًا খবর كَانَ তার اسم خبر মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে مِثَالُهٗ এর খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه مبتدا محذوف اليه خبريه -

www.islamijindegi.com

وَالثَّانِيْ صَارَ وَهِيَ لِلْاِنْتِقَالِ اَيْ لِاِنْتِقَالِ الْاِسْمِ مِنْ حَقِيْقَةٍ اِلٰى حَقِيْقَةٍ اُخْرٰى نَحْوُ صَارَ الطِّيْنُ خَزَفًا اَوْ مِنْ صِفَةٍ اِلٰى صِفَةٍ اُخْرٰى مِثْلُ صَارَ زَيْدٌ غَنِيًّا وَقَدْ تَكُوْنُ تَامَّةً بِمَعْنَى الْاِنْتِقَالِ مِنْ مَكَانٍ اِلٰى مَكَانٍ اٰخَرَ وَحِيْنَئِذٍ تَتَعَدّٰى بِاِلٰى نَحْوُ صَارَ زَيْدٌ مِنْ بَلَدٍ الى بلد -

-সহজ তরজমা ও তাশরীহ

(২) صار শব্দটি انتقال (রূপান্তর) এর অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ اسم টি এক হাকীকত (বাস্তবতা) হতে অন্য হাকীকতে (বাস্তবতায়) রূপান্তরিত হওয়া। যেমন- صَارَ الطِّيْنُ خَزَفًا (মাটি চাড়া হয়ে গিয়েছে।) অথবা এক সিফাত হতে অন্য সিফাতে রূপান্তরিত হওয়া। যেমন- صَارَ زَيْدٌ غَنِيًّا (যায়েদ ধনী হয়ে গিয়েছে)। কোন কোন সময় صَارَ টি تامه হয়। তখন ইহা এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর হওয়ার অর্থ দেয় এবং الى দ্বারা متعدى হয়। যেমন- صَارَ زَيْدٌ مِنْ بَلَدٍ اِلٰى بَلَدٍ (যায়েদ এক শহর হতে অন্য শহরে স্থানান্তর হয়েছে।)

-সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ صَارَ শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয় ?

উত্তর ঃ صَارَ শব্দটি انتقال (রূপান্তর) এর অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ اسم টি এক হাকীকত (বাস্তবতা) হতে অন্য হাকীকতে (বাস্তবতায়) রূপান্তরিত হওয়া। যেমন- صَارَ الطِّيْنُ خَزَفًا (অথবা এক সিফাত হতে অন্য সিফাতে রূপান্তরিত হওয়া। যেমন- صَارَ زَيْدٌ غَنِيًّا কোন কোন সময় صَارَ টি تامه হয়। তখন ইহা এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর হওয়ার অর্থ দেয় এবং الى দ্বারা متعدى হয়। যেমন- صَارَ زَيْدٌ مِنْ بَلَدٍ اِلٰى بَلَدٍ -

www.islamijindegi.com

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ وَقَدْ تَكُوْنُ تَامَّةً بِمَعْنَى الْاِنْتِقَالِ مِنْ مَكَانٍ الخ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ্ قَدْ হরফে তাকলীল, تَكُوْنُ ফেয়েল নাকিছ ضمير مستتر هِيَ তার ইসম تَامَّةً মাওসূফ بِ হরফে জার مَعْنَى মুযাফ الْاِنْتِقَالِ মাছদার مِنْ مَكَانٍ - জার মাজরুর মিলে متعلق اول মাছদারের সাথে اِلٰى হরফে জার مَكَانٍ اٰخَرَ মাওসূফ সিফাত মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق ثانى মাছদার তার উভয় متعلق কে নিয়ে معنى মুযাফের মুযাফ ইলাইহি مضاف ظرف এর كَائِنًا محذوف মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে مضاف اليه تامة এর متعلق এর সাথে মিলে শিবহে ফেয়েল তার متعلق বা مستقر সিফাত موصوف صفت মিলে تَكُوْنُ এর খবর فعل ناقص তার اسم خبر মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে মাতুফ আলাইহি واو হরফে আতফ حِيْنَئِذٍ মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে مفعول فيه মুকাদ্দাম تَتَعَدّٰى ফেয়েল ও ফায়েল بِالٰى জার মাজরুর মিলে متعلق , فعل فاعل مفعول فيه ও متعلق মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে মাতুফ, معطوف عليه ও معطوف মিলে جمله معطوفه -

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ صَارَ زَيْدٌ مِنْ بَلَدٍ اِلٰى بَلَدٍ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ صَارَ ফেয়েলে তাম زَيْدٌ তার ফায়েল, مِنْ بَلَدٍ জার মাজরুর মিলে متعلق اول - اِلٰي بَلَدٍ জার মাজরুর মিলে متعلق ثانى, صَارَ فعل তার فاعل ও উভয় متعلق মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে مبتدا محذوف مِثَالُهُ مبتدا এর খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

www.islamijindegi.com

وَالثَّالِثُ اَصْبَحَ وَالرَّابِعُ اَضْحٰى وَالْخَامِسُ اَمْسٰى فَهٰذِهِ الثَّلٰثَةُ لِاقْتِرَانِ مَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ بِاَوْقَاتِهَا الَّتِىْ هِىَ الصَّبَاحُ وَالضُّحٰى وَالْمَسَاءُ نَحْوُ اَصْبَحَ زَيْدٌ غَنِيًّا مَعْنَاهُ حَصَلَ غِنَاهُ فِىْ وَقْتِ الصَّبَاحِ وَنَحْوُ اَضْحٰى زَيْدٌ حَاكِمًا مَعْنَاهُ حَصَلَ الْحُكُوْمَةُ فِىْ وَقْتِ الضُّحٰى وَنَحْوُ اَمْسٰى زَيْدٌ قَارِئًا مَعْنَاهُ حَصَلَ قِرَاءَتُهٗ فِىْ وَقْتِ الْمَسَاءِ وَهٰذِهِ الثَّلٰثَةُ قَدْ تَكُوْنُ بِمَعْنٰى صَارَ مِثْلُ اَصْبَحَ الْفَقِيْرُ غَنِيًّا وَاَمْسٰى زَيْدٌ كَاتِبًا وَاَضْحٰى الْمُظْلِمُ مُنِيْرًا وَقَدْ تَكُوْنُ تَامَّةً مِثْلُ اَصْبَحَ زَيْدٌ بِمَعْنٰى دَخَلَ زَيْدٌ فِى الصَّبَاحِ وَاَمْسٰى عَمْرٌوْ اَىْ دَخَلَ عَمْرٌوْ فِى الْمَسَاءِ وَاَضْحٰى بَكْرٌ اَىْ دَخَلَ بَكْرٌ فِى الضُّحٰى -

-সহজ তরজমা ও তাশরীহ

(৩) اَصْبَحَ (৪) اَضْحٰى (৫) اَمْسٰى এই তিনটি শব্দ বাক্যের বিষয় বস্তুকে তাদের সময়ের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সময়গুলো হল صباح (সকাল বেলা) ضحى (চাশতের সময়) مساء (সন্ধ্যাবেলা) যেমন- اَصْبَحَ زَيْدٌ غَنِيًّا অর্থাৎ حَصَلَ غِنَاهُ فِىْ وَقْتِ الصَّبَاحِ (যায়েদ সকাল বেলায় ধনী হয়ে গেল।) اَضْحٰى زَيْدٌ حَاكِمًا অর্থাৎ حَصَلَ حُكُوْمَتُهٗ فِى وَقْتِ الضُّحٰى (চাশতের সময় যায়েদ রাজ্যাধিকারী হল।) এবং اَمْسٰى زَيْدٌ قَارِئًا অর্থাৎ حَصَلَ قِرَاءَتُهٗ وَقْتَ الْمَسَاءِ (যায়েদ সন্ধাবেলায় কারী হয়ে গেল।) এ তিনটি শব্দ কোন কোন সময় صَارَ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- اَصْبَحَ الْفَقِيْرُ غَنِيًّا (দরিদ্র ধনী হয়ে গেল।) اَمْسٰى زَيْدٌ كَاتِبًا (যায়েদ লেখক হয়ে গেল।) এবং اَضْحَى الْمُظْلِمُ مُنِيْرًا (অন্ধকার আলোকিত হয়ে গেল।) উক্ত শব্দগুলি কোন কোন সময় تامه ও হয়। যেমন- اَصْبَحَ زَيْدٌ অর্থাৎ دَخَلَ زَيْدٌ فِى الصَّبَاحِ (যায়েদ সকাল করেছে) اَمْسٰى عَمْرٌو অর্থাৎ دَخَلَ عَمْرٌو فِى الْمَسَاءِ (আমরা সন্ধ্যা করেছে) اَضْحٰى بَكْرٌ অর্থাৎ دَخَلَ بَكْرٌ فِى الضُّحٰى (বকর দুপুর করেছে।)

www.islamijindegi.com

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নঃ اَمْسٰى-اَضْحٰى-اَصْبَحَ এ তিনটি শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হয়?

উত্তর ঃ اَصْبَحَ، اَضْحٰى، اَمْسٰى এই তিনটি শব্দ বাক্যের বিষয় বস্তুকে তাদের সময়ের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সময়গুলো হল صباح (সকাল বেলা) ضحى (চাশতের সময়) مساء (সন্ধ্যাবেলা) যেমন- اَصْبَحَ اَضْحٰى زَيْدٌ حَاكِمًا অর্থাৎ حَصَلَ غِنَاهُ فِىْ وَقْتِ الصَّبَاحِ زَيْدٌ غَنِيًّا অর্থাৎ اَمْسٰى زَيْدٌ قَارِئًا এবং حَصَلَ حُكْوْمَتُهٗ فِىْ وَقْتِ الضُّحٰى অর্থাৎ حَصَلَ قِرَاءَتُهٗ وَقْتَ الْمَسَاءِ এ তিনটি শব্দ কোন কোন সময় صَارَ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- اَمْسٰى زَيْدٌ كَاتِبًا اَصْبَحَ الْفَقِيْرُ غَنِيًّا এবং اَضْحٰى الْمُظْلِمُ مُنِيْرًا

প্রশ্নঃ উক্ত শব্দগুলি কি কোন সময় تامه ও হয়?

উত্তরঃ উক্ত শব্দগুলি কোন কোন সময় تامه ও হয়। যেমন- اَصْبَحَ زَيْدٌ অর্থাৎ دَخَلَ زَيْدٌ فِى الصَّبَاحِ (যায়েদ সকাল করেছে) اَمْسٰى عَمْرٌو অর্থাৎ دَخَلَ عَمْرٌو فِى الْمَسَاءِ (আমর সন্ধ্যা করেছে) اَضْحٰى بَكْرٌ অর্থাৎ دَخَلَ بَكْرٌ فِى الضُّحٰى (বকর দুপুর করেছে।)

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ فَهٰذِهِ الثَّلٰثَةُ لِاقْتِرَانِ مَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ بِاَوْقَاتِهَا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ فَاتفريعيه - هٰذِهِ الثَّلٰثَةُ ইসমে ইশারা মুশারুন ইলাইহি মিলে মুবতাদা, لِ হরফে জার اِقْتِرَانِ মাছদারে মুযাফ مَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে পুনঃ মুযাফ ইলাইহি হয়েছে اقتران এর بِا হরফে জার اَوْقَاتِهَا মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাওসূফ اَلَّتِىْ ইসমে মাওসূল هِىَ মুবতাদা الصَّبَاحُ মাতুফ আলাইহি وَاْ হরফে আতফ الضُّحٰى মাতুফ আলাইহি মাতুফ واو হরফে আতফ الْمَسَاءِ মাতুফ, معطوف عليه তার উভয় মাতুফকে নিয়ে খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه হয়ে ছিলাহ اسم موصول ও صله মিলে সিফাত, موصوف صفت মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে اقتران মাছদারের সাথে متعلق, মাছদার তার মুযাফ ইলাইহি ও মুতাআল্লিক কে নিয়ে মাজরুর جار مجرور মিলে ثَابِتَةٌ مقدر এর সাথে متعلق হয়ে খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

www.islamijindegi.com

وَالسَّادِسُ ظَلَّ وَالسَّابِعُ بَاتَ وَهُمَا لِاقْتِرَانِ مَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ بِالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ نَحْوُ ظَلَّ زَيْدٌ كَاتِبًا اَىْ حَصَلَ كِتَابَتُهٗ فِى النَّهَارِ وَبَاتَ زَيْدٌ نَائِمًا اَىْ حَصَلَ نَوْمُهٗ فِى اللَّيْلِ وَقَدْ تَكُوْنَانِ بِمَعْنٰى صَارَ مِثْلُ ظَلَّ الصَّبِىُّ بَالِغًا وَ بَاتَ الشَّابُّ شَيْخًا وَالثَّامِنُ مَادَامَ وَهُوَ لِتَوْقِيْتِ شَيْئٍ بِمُدَّةِ ثُبُوْتِ خَبَرِهَا لِاِسْمِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ قَبْلَهَا جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اَوْ اِسْمِيَّةٌ نَحْوُ اِجْلِسْ مَادَامَ زَيْدٌ جَالِسًا وَزَيْدٌ قَائِمٌ مَادَامَ عَمْرٌو قَائِمًا -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

(৬) ظَلَّ (৭) بَاتَ এ দুটি مضمون الجملة (বাক্যের বিষয়বস্তু) কে তাদের সময় রাত্র এবং দিনের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ظَلَّ বাক্যের বিষয়বস্তুকে দিনের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং بَاتَ বাক্যের বিষয়বস্তুকে রাত্রের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- ظَلَّ زَيْدٌ كَاتِبًا অর্থাৎ حَصَلَ كِتَابَتُهٗ فِى النَّهَارِ (যায়েদ দিনের বেলায় লেখক হয়েছে।) এবং بَاتَ زَيْدٌ نَائِمًا অর্থাৎ حَصَلَ نَوْمُهٗ فِى اللَّيْلِ (যায়েদ রাত্রি বেলায় নিদ্রিত হয়েছে।

কোন কোন সময় এগুলি صَارَ এর অর্থ দেয়। যেমন- ظَلَّ الصَّبِىُّ بَالِغًا (বালকটি বালেগ হয়েছে।) بَاتَ الشَّابُّ شَيْخًا (যুবকটি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে।)

(৮) مَادَامَ এটা তার اسم এর জন্য তার خبر এর স্থায়ীত্বকাল পর্যন্ত কোন বিষয়ের সময় সীমা বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ইহার পূর্বে একটি جمله فعليه অথবা جمله اسميه অবশ্যই থাকতে হবে। যেমন- اِجْلِسْ مَادَامَ زَيْدٌ جَالِسًا (যায়েদ যতক্ষণ বসে থাকবে, তুমিও ততক্ষণ বসে থাক।) এবং زَيْدٌ قَائِمٌ مَادَامَ عَمْرٌو قَائِمًا (আমর যতক্ষণ দাঁড়ানো থাকবে, যায়েদ ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে।)

www.islamijindegi.com

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নঃ ظَلَّ ও بَاتَ এ শব্দ দুটি কি আমল করে ?

উত্তর ঃ بَاتَ ও ظَلَّ এ দুটি مَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ (বাক্যের বিষয়বস্তু) কে তাদের সময় রাত্র এবং দিনের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ظَلَّ বাক্যের বিষয়বস্তুকে দিনের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং بَاتَ বাক্যের বিষয়বস্তুকে রাত্রের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– ظَلَّ زَيْدٌ كَاتِبًا অর্থাৎ حَصَلَ كِتَابَتُهُ فِي النَّهَارِ এবং بَاتَ زَيْدٌ نَائِمًا অর্থাৎ حَصَلَ نَوْمُهُ فِي اللَّيْلِ কোন কোন সময় এগুলি صار এর অর্থ দেয়। যেমন– ظَلَّ الصَّبِيُّ بَالِغًا

প্রশ্ন ঃ مَادَامَ শব্দটি কি আমল করে এবং কি অর্থ প্রকাশ করে ?

উত্তর ঃ مَادَامَ এটা তার اسم এর জন্য তার خبر এর স্থায়ীত্বকাল পর্যন্ত কোন বিষয়ের সময় সীমা বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ইহার পূর্বে একটি جمله فعليه অথবা جمله اسميه অবশ্যই থাকতে হবে। যেমন– اِجْلِسْ مَادَامَ زَيْدٌ جَالِسًا (যায়েদ যতক্ষণ বসে থাকবে, তুমিও ততক্ষণ বসে থাক।) এবং زَيْدٌ قَائِمٌ مَادَامَ عَمْرٌو - وقَائِمًا (আমর যতক্ষণ দাঁড়ানো থাকবে, যায়েদ ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে।)

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ وَهُوَ لِتَوْقِيْتِ شَيْئٍ بِمُدَّةِ ثُبُوْتِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ هُوَ মুবতাদা لِ হরফে জার تَوْقِيْتِ মাছদারে মুযাফ خَبَرِهَا মুযাফ ইলাইহি شَيْئٍ মুযাফ ইলাইহি بِ হরফে জার مُدَّةِ মুযাফ ثُبُوْتِ মাছদারে মুযাফ মুযাফ ইলাইহ মিলে পুনরায় মুযাফ ইলাইহি হয়েছে ثُبُوْت মাছদারের لِ হরফে জার اِسْمِهَا মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরুর مجرور جار মিলে متعلق হয়েছে ثبوت মাছদারের সাথে ثبوت মাছদার তার مضاف اليه ও متعلق মিলে মুযাফ ইলাইহি হয়েছে مدة মুযাফের مضاف اليه মিলে مضاف মিলে মাজরুর مجرور جار মিলে متعلق হয়েছে تَوْقِيْتُ মাছদারের সাথে মাছদার তার মুযাফ ইলাইহি ও متعلق মিলে মাজরুর مجرور جار মিলে ظرف مستقر হয়েছে ثابت مقدر এর সাথে شبه فعل তার ফায়েল ও متعلق মিলে خبر, مبتدا মিলে قائم مقام شرط, فاجزائيه - لَا লায়ে নফী জিন্স بُدَّ

www.islamijindegi.com

তার ইসম مِنْ হরফে জার أَنْ নাছেবে মুযারে يَكُوْنَ ফেয়েল নাকিছ قَبْلَهَا মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে مفعول فيه হয়েছে مقدر ثَابِتًا এর شبه فعل তার ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে فعل ناقص এর ইসম جُمْلَةٌ মাওসূফ فِعْلِيَّةٌ او اِسْمِيَّةٌ , মাতুফ আলাইহি ও মাতুফ মিলে সিফাত, মাওসূফ সিফত মিলে بتاويل جمله فعليه خبريه হয়ে يَكُوْنَ এর খবর, يَكُوْنَ তার اسم خبر মিলে موجود শিবহে ফেয়েলের متعلق হয়ে لا এর مفرد মাজরুর جار مجرور মিলে قَائِم খবর نفي جنس লায়ে তার اسم خبر মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে জাযা, مقام شرط ও جزا মিলে جمله شرطيه جزائيه ।

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ اِجْلِسْ مَادَامَ زَيْدٌ جَالِسًا وَزَيْدٌ قَائِمٌ مَادَامَ عَمْرٌو قَائِمًا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ اِجْلِسْ ফেয়েল ও ফায়েল مَادَامَ زَيْدٌ جَالِسًا ফেয়েলে নাকিছ তার ইসম ও খবর মিলে مفعول فيه , ফেয়েল ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে جمله فعليه خبريه হয়ে মাতুফ আলাইহি, واو হরফে আত্‌ফ زَيْدٌ মুবতাদা قَائِمٌ শিবহে ফেয়েল مَادَامَ ফেয়েলে নাকিছ عَمْرٌو قَائِمًا যথাক্রমে তার ইসম ও খবর, فعل ناقص তার اسم خبر মিলে جمله فعليه হয়ে মাফউলে ফীহ হয়েছে শিবহে ফেয়েলের, شبه فعل তার ফায়েল ও مفعول فيه মিলে খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে মাতুফ, معطوف عليه ও معطوف মিলে مثاله مبتدا مضاف مضاف اليه মিলে نحو মুযাফের মুযাফ ইলাইহি محذوف এর খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه ।

وَالتَّاسِعُ مَا زَالَ وَالْعَاشِرُ مَابَرِحَ وَالْحَادِىْ عَشَرَ مَا انْفَكَّ وَالثَّانِىْ عَشَرَ مَا فَتِئَ وقد يُقَالُ مَا فَتَأَ وَمَا اَفْتَأَ

وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هٰذِهِ الْاَفْعَالِ الْاَرْبَعَةِ لِدَوَامِ ثُبُوْتِ خَبَرِهَا لِاِسْمِهَا مُنْذُ قَبِلَهُ وَيَلْزَمُهَا النَّفْىُ مِثْلُ مَازَالَ زَيْدٌ عَالِمًا وَمَا بَرِحَ زَيْدٌ صَائِمًا وَمَا فَتِىَ عَمْرٌو فَاضِلًا وَمَا انْفَكَّ بَكْرٌ عَاقِلًا وَمَا فَتِىَ عَمْرٌو فَاضِلًا ـ

www.islamijindegi.com

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

(৯) مَازَالَ (১০) مَابَرِحَ (১১) مَا انْفَكَّ (১২) مَافَتِئَ এবং এটি কখনো وَمَا اَفْتَأَ ও مَافَتَأَ ও বলা হয়। এ চারটি فعل ইসম এর জন্য খবরটি স্থায়ীভাবে ছাবেত হওয়া তখন থেকে বুঝায়, যখন থেকে উক্ত اسم খবরটিকে গ্রহণ করেছে এবং এগুলির জন্য অবশ্যই নফী থাকতে হবে।

যেমন- مَازَالَ زَيْدٌ عَالِمًا (যায়েদ সর্বদা জ্ঞানী), مَابَرِحَ زَيْدٌ صَائِمًا (যায়েদ সর্বদা রোজাদার), مَافَتِئَ عَمْرٌو فَاضِلًا (আমর সর্বদা শ্রেষ্ঠ), مَاانْفَكَّ بَكْرٌ عَاقِلًا (বকর সর্বদা জ্ঞানী)।

সহজ প্রশোত্তর

প্রশ্নঃ مَافَتِئَ مَا انْفَكَّ - مَابَرِحَ - مَازَالَ **কি জন্য ব্যবহৃত হয় ?**

উত্তরঃ مَا انْفَكَّ- مَافَتِئَ مَابَرِحَ - مَازَالَ এ চারটি فعل ইসম এর জন্য খবরটি স্থায়ীভাবে ছাবেত হওয়া তখন থেকে বুঝায়, যখন থেকে উক্ত اسم খবরটিকে গ্রহণ করেছে এবং এগুলির জন্য অবশ্যই নফী থাকতে হবে।

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هٰذِهِ الْاَفْعَالِ الْاَرْبَعَةِ এর তারকীব বল?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ, كُلٌّ মুযাফ وَاحِدٍ শিবহে ফেয়েল مِنْ হরফে জার هٰذِهِ ইসমে ইশরা মাওসূফ الْاَفْعَالِ সিফাতে আউয়াল الْاَرْبَعَةِ সিফাতে ছানী, তার উভয় সিফাত মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে শিবহে ফেয়েলের সাথে متعلق হয়ে মুযাফ ইলাইহি, مضاف اليه মিলে মুবতাদা। لِ হরফে জার دَوَامِ মুযাফ ثُبُوْتِ মাছদার মুযাফ خَبَرِهَا মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে আবার মুযাফ ইলাইহি হয়েছে ثُبُوْت মাছদারের بِاِسْمِهَا জার মাজরুর মিলে متعلق হয়েছে মাছদারের সাথে। مُذْ যরফে জামান মুযাফ قبله ফেয়েল ফায়েল ও مفعول به মিলে جمله فعليه হয়ে مُذْ-এর মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে ثبوت এর مفعول فيه, ثبوت মাছদার তার متعلق, مضاف اليه ও مفعول فيه মিলে دَوَامْ এর মুযাফ ইলাইহি, مضاف مضاف اليه মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে ثَابِتٌ مقدر এর متعلق হয়ে খবর। مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

www.islamijindegi.com

وَالثَّالِثُ عَشَرَ لَيْسَ وَ هِيَ لِنَفْيِ مَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ فِيْ زَمَانِ الْحَالِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِيْ كُلِّ زَمَانٍ مِثْلُ لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا وَاعْلَمْ اَنَّ تَقْدِيْمَ اَخْبَارِ هٰذِهِ الْاَفْعَالِ عَلٰى اَسْمَائِهَا جَائِزٌ بِاِبْقَاءِ عَمَلِهَا مِثْلُ كَانَ قَائِمًا زَيْدٌ وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ فِيْ الْبَوَاقِيْ وَاَيْضًا تَقْدِيْمُ اَخْبَارِهَا عَلٰى اَنْفُسِهَا جَائِزٌ سِوٰى لَيْسَ وَ الْاَفْعَالِ الَّتِيْ كَانَ فِيْ اَوَائِلِهَا مَا مِثْلُ قَائِمًا كَانَ زَيْدٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ تَقْدِيْمُ الْاَخْبَارِ عَلٰى هٰذِهِ الْاَفْعَالِ اَيْضًا جَائِزٌ سِوٰى مَادَامَ اَمَّا تَقْدِيْمُ اَسْمَائِهَا عَلَيْهَا فَغَيْرُ جَائِزٍ وَاعْلَمْ اَنَّ حُكْمَ مُشْتَقَاتِ هٰذِهِ الْاَفْعَالِ كَحُكْمِ هٰذِهِ الْاَفْعَالِ فِي الْعَمَلِ -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

(১৩) لَيْسَ ইহা مضمون جمله (বাক্যের বিষয়বস্তু) কে বর্তমান কালে না বাচক বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ বলেন যে, যে কোন কালেই না বাচক বুঝাতে পারে। যেমন- لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا (যায়েদ দাঁড়ানো নয়)।এ সকল افعال -এর আমল বাকী রেখে খবরটিকে اسم-এর উপর مقدم করা জায়েয আছে। যেমন- كَانَ قَائِمًا زَيْدٌ (যায়েদ দাঁড়ানো ছিল) অন্যগুলির উদাহরণও এভাবেই বুঝে নাও। এমনিভাবে ليس এবং যে সকল افعال এর পূর্বে مَا আছে সেগুলি ব্যতীত স্বয়ং افعال-এর পূর্বেও خبر কে মুকাদ্দাম করা জায়েয আছে। কারো কারো মতে مَادَامَ ব্যতীত যে কোন فعل-এর خبر কে স্বয়ং এ সকল افعال-এর উপর مقدم করা জায়েয আছে। তবে اسم কে স্বয়ং فعل -এর উপর مقدم করা জায়েয নাই। কেননা, اسم গুলিই মূলতঃ উক্ত افعال-এর فاعل। আর فاعل কে فعل-এর উপর مقدم করা জায়েয নেই। জেনে রাখ! এ সকল فعل থেকে নির্গত ফেয়েল সমূহের হুকুম ও উক্ত افعال-এর ন্যায়।

www.islamijindegi.com

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নঃ لَيْسَ কি জন্য ব্যবহৃত হয় ?

উত্তর ঃ لَيْسَ ইহা مضمون جمله (বাক্যের বিষয়বস্তু) কে বর্তমান কালে না বাচক বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ বলেন যে, যে কোন কালেই বুঝাতে পারে। যেমন- لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا

প্রশ্ন ঃ افعال ناقصه এর খবর কে তার ইসম এর উপর মুকাদ্দম করা জায়েজ আছে কি ?

উত্তর ঃ এ সকল افعال -এর আমল বাকী রেখে খবর টিকে اسم-এর উপর مقدم করা জায়েয আছে। যেমন- كَانَ قَائِمًا زَيْدٌ অন্যগুলির উদাহরণও এভাবেই বুঝে নাও। এমনিভাবে لَيْسَ এবং যে সকল افعال এর পূর্বে ما আছে সেগুলি ব্যতীত স্বয়ং افعال-এর পূর্বেও خبر কে মুকাদ্দাম করা জায়েয আছে। কারো কারো মতে مَادَامَ ব্যতীত যে কোন فعل-এর خبر কে স্বয়ং এ সকল افعال-এর উপর مقدم করা জায়েয আছে। তবে اسم কে স্বয়ং فعل -এর উপর مقدم করা জায়েয নাই। কেননা, اسم গুলিই মূলতঃ উক্ত افعال-এর فاعل। আর فاعل কে فعل-এর উপর مقدم করা জায়েয নেই।

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ وَقَالَ بَعْضُهُمْ تَقْدِيْمُ الْاَخْبَارِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ قَالَ بَعْضُهُمْ ফেয়েল ফায়েল মিলে جمله فعليه হয়ে কওল। تَقْدِيْمُ মাছদারে মুযাফ الْاَخْبَارِ মুযাফ ইলাইহি عَلٰى হরফে জার هٰذِهِ ইসমে ইশারা الْاَفْعَالِ মুশারুন ইলাইহি। اسم اشاره - مشار اليه মিলে মাজরুর متعلق মিলে جار مجرور - متعلق تقديم মাছদার তার মুযাফ ইলাইহি ও মিলে মুবতাদা। اَيْضًا ইহা মূলতঃ اُضْ اَيْضًا ছিল। সুতরাং جمله فعليه معترضه হয়েছে। جائز শিবহে ফেয়েল سِوٰى مَادَامَ মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে مفعول فيه। শিবহে ফেয়েল তার ফায়েলও مفعول فيه মিলে খবর। মুবতাদা খবর মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে মাকুলা। কওল মাকুলা মিলে جمله فعليه خبريه -

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ وَاعْلَمْ اَنَّ حُكْمَ مُشْتَقَّاتِ هٰذِهِ الْاَفْعَالِ كَحُكْمِ هٰذِهِ الْاَفْعَالِ فِى الْعَمَلِ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ اَعْلَمْ ফেয়েল ضمير اَنْتَ مستتر ফায়েল اَنَّ হরফে مشبه بالفعل মুকাদ্দার حُكْمَ মাছদারে মুযাফ مُشْتَقَّاتِ মুযাফ مضاف مضاف اليه هٰذِهِ الْاَفْعَالِ মাওসূফ সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহি মিলে আবার মুযাফ ইলাইহি হয়েছে حكم মুযাফের। مضاف مضاف اليه মিলে اَنَّ-এর اسم, كَ হরফে জার حُكْمِ মাছদারে মুযাফ هٰذِهِ الْاَفْعَالِ মাওসূফ সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহি হয়েছে حكم-এর فِى الْعَمَلِ মাছদারের সাথে মুতাআল্লিক مصدر তার مضاف اليه ও متعلق মিলে ك হরফে জারের মাজরুর। জার মাজরুর মিলে মুতাআল্লাক হয়েছে ثَابِتٌ শিবহে ফেলের সাথে, শিবহে ফেল তার মুতাআল্লাক মিলে ان-এর খবর। ان তার اسم ও خبر মিলে جمله اسميه خبريه হয়ে اِعْلَمْ-এর মাফউলে বিহী, ফেয়েল فاعل ও مفعول به মিলে جمله فعليه انشائيه

اَلنَّوْعُ الْحَادِىْ عَشَرَ

اَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ وَهِىَ تَرْفَعُ الْاِسْمَ الْوَاحِدَ وَهِىَ اَرْبَعَةٌ اَلْاَوَّلُ عَسٰى وَهُوَ فِعْلٌ مُتَصَرِّفٌ لِدُخُوْلِ تَاءِ التَّانِيْثِ السَّاكِنَةِ فِيْهِ نَحْوُ عَسَتْ وَغَيْرُ مُتَصَرِّفٍ اِذْ لَايَشْتَقُّ مِنْهُ مُضَارِعٌ وَاِسْمَا فَاعِلٍ وَمَفْعُوْلٍ وَاَمْرٌ وَنَهْىٌ مَثَلًا وَعَمَلُهُ عَلٰى نَوْعَيْنِ اَلْاَوَّلُ اَنْ يَرْفَعَ الْاِسْمَ وَهُوَ فَاعِلُهُ وَيَنْصِبُ الْخَبَرَ وَيَكُوْنُ خَبَرُهُ فِعْلًا مُضَارِعًا مَعَ اَنْ وَحِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ بِمَعْنٰى قَارَبَ نَحْوُ عَسٰى زَيْدٌ اَنْ يَخْرُجَ فَزَيْدٌ مَرْفُوْعٌ بِاَنَّهُ اِسْمُهُ وَفَاعِلُهُ وَاَنْ يَخْرُجَ فِىْ مَوْضَعِ النَّصَبِ بِاَنَّهُ خَبَرُهُ بِمَعْنٰى قَارَبَ زَيْدٌ الْخُرُوْجَ -

www.islamijindegi.com

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

একাদশতম প্রকার ঃ افعال مقاربه (নৈকট্য জ্ঞাপক ক্রিয়াসমূহ) যেহেতু এ افعال গুলি নৈকট্যের অর্থ প্রকাশ করে, তাই এগুলোর নাম افعال مقاربه রাখা হয়েছে। افعال مقاربه চারটি। কবি বলেন–

دیگر افعال مقارب در عمل چوں ناقصند *

هست أن كَادَ كَرُبَ با اَوْشَكَ ودیگر عَسٰی

(১) عَسٰی ইহা এক দৃষ্টিকোণ থেকে فعل متصرف (রূপান্তরযোগ্য ফেয়েল) কেননা ইহার শেষে تائی تانیث ساکنه যুক্ত হয়। যেমন– عَسَتْ -। আবার ইহাকে غیر متصرف ও মনে করা হয়। কেননা ইহা থেকে اسم فاعل ، اسم مفعول ، امر ، نهی ইত্যাদি مشتق (তৈরী) হয় না। عسی দুই প্রকার আমল করে।

প্রথম প্রকার ঃ عَسٰی (তার পরবর্তী) اسم কে رفع দিবে এবং উক্ত اسم টি তার فاعل হবে এবং খবরকে نصب দিবে। আর خبر টি হবে ان যুক্ত فعل مضارع তখন عسی টি قَارَبَ (নিকটবর্তী হয়েছে)-এর অর্থ প্রকাশ করবে। যেমন– عَسٰی زَيْدٌ اَنْ يَخْرُجَ (যায়েদ বের হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছে)। এখানে زَيْدٌ মারফু' হয়েছে তার اسم ও فاعل হিসেবে এবং اَنْ يَخْرُجَ নছবের স্থলে রয়েছে কেননা ইহা তার খবর। অর্থাৎ قَارَبَ زَيْدٌ الْخُرُوْجَ -

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ এই فعل গুলো কে افعال مقاربه নাম করণের কারণ কি? এবং افعال مقابه কয়টি ও কি কি ?

উত্তর ঃ যেহেতু এ افعال গুলি নৈকট্যের অর্থ প্রকাশ করে, তাই এগুলোর নাম افعال مقاربه রাখা হয়েছে। افعال مقاربه চারটি। (১) عَسٰی ইহা এক দৃষ্টিকোণ থেকে فعل متصرف (রূপান্তরযোগ্য ফেয়েল) কেননা ইহার শেষে تائی تانیث ساکنه যুক্ত হয়। যেমন– عَسَتْ - আবার ইহাকে غیر متصرف ও মনে করা হয়। কেননা ইহা থেকে اسم فاعل ، ، امر ، نهی ইত্যাদি مشتق (তৈরী) হয় না। ইহার আমল দুই প্রকার।

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ عَسٰى কয় প্রকার আমল করে এবং কি অর্থ প্রকাশ করে বল ?

উত্তর ঃ عَسٰى দুই প্রকার আমল করে। **প্রথম প্রকার ঃ** عَسٰى (তার পরবর্তী) اسم কে رفع দিবে এবং উক্ত اسم টি তার فاعل হবে এবং খবরকে نصب দিবে। আর خبر টি হবে ان যুক্ত فعل مضارع তখন عَسٰى টি قَارَبَ (নিকটবর্তী হয়েছে)-এর অর্থ প্রকাশ করবে। যেমন– عَسٰى زَيْدٌ اَنْ يَخْرُجَ (যায়েদ বের হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছে)। এখানে زيد মারফু' হয়েছে তার اسم ও فاعل হিসেবে এবং اَنْ يَخْرُجَ নছবের স্থলে রয়েছে কেননা ইহা তার খবর। অর্থাৎ قَارَبَ زَيْدٌ الْخُرُوْجَ -

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ مَثَلاً এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ ইহা مَثَّلْتُ فعل محذوف এর মাফউলে মতলক। مَثَّلْتُ ফেয়েল ফায়েল ও مفعول مطلق মিলে جملہ فعلیہ -

প্রশ্ন ঃ نَحْوُ عَسٰى زَيْدٌ اَنْ يَخْرُجَ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ نَحْوُ মুযাফ عَسٰى ফেলে মুকারেবাহ زَيْدٌ তার ইসম اَنْ يَخْرُجَ ফেয়েল জমিরে হুয়া মুসতাতির ফায়েল, ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়ায়ে খবরিয়া হয়ে عَسٰى-এর খবর, عَسٰى তার ইসমে খবর মিলে জুমলায়ে ফেলিয়ায়ে ইনশাইয়্যাহ হয়ে مِثَالُهٗ মুবতাদা মাহজুফ এর খবর। মুবতাদা এবং খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়া হয়েছে।

وَيَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ خَبَرُهٗ مُطَابِقًا لِاِسْمِهٖ فِى الْاِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ وَالتَّذْكِيْرِ وَالتَّانِيْثِ نَحْوُ عَسٰى زَيْدٌ اَنْ يَقُوْمَ وَعَسَى الزَّيْدُوْنَ اَنْ يَقُوْمُوْا وَعَسَتْ هِنْدٌ اَنْ تَقُوْمَ وَعَسَتِ الْهِنْدَانِ اَنْ تَقُوْمَا وَ عَسَتِ الْهِنْدَاتُ اَنْ يَقُمْنَ وَهٰذَا اَىْ كَوْنُ الْخَبَرِ مُطَابِقًا لِلْفَاعِلِ اِذَا كَانَ الْفَاعِلُ اِسْمًا ظَاهِرًا اَمَّا اِذَا كَانَ مُضْمَرًا فَلَيْسَتِ الْمُطَابَقَةُ بَيْنَهُمَا شَرْطًا -

www.islamijindegi.com

اَلنَّوْعُ الثَّانِىْ مِنَ النَّوْعَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ اَنْ يَرْفَعَ الْاِسْمَ وَحْدَهٗ وَذٰلِكَ اِذَا كَانَ اِسْمُهٗ فِعْلًا مُضَارِعًا مَعَ اَنْ فَيَكُوْنُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ مَعَ اَنْ فِىْ مَحَلِّ الرَّفْعِ بِاَنَّهٗ اِسْمُهٗ وَيَكُوْنُ عَسٰى حِيْنَئِذٍ بِمَعْنٰى قَرُبَ مِثْلُ عَسٰى اَنْ يَخْرُجَ زَيْدٌ اَىْ قَرُبَ خُرُوْجُهٗ فَلَا يَحْتَاجُ فِىْ هٰذَا الْوَجْهِ اِلَى الْخَبَرِ بِخِلَافِ الْوَجْهِ الْاَوَّلِ لِاَنَّهٗ لَا يَتِمُّ الْمَقْصُوْدُ فِيْهِ بِدُوْنِ الْخَبَرِ فَيَكُوْنُ الْاَوَّلُ نَاقِصًا وَالثَّانِىْ تَامًّا-

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

এবং عَسٰى-এর خبر টি واحد ، تثنيه ، جمع ، تذكير ، تانيث হওয়ার ক্ষেত্রে اسم অনুযায়ী হওয়া ওয়াজিব। যেমন عسى زيد ان يقوم (অতি সত্বর যায়েদ দাঁড়াবে)

عَسَى الزَّيْدَانِ اَنْ يَقُوْمَا	(উভয় যায়েদ অচিরেই দাঁড়াবে)
عَسَى الزَّيْدُوْنَ اَنْ يَقُوْمُوْا	(সকল যায়েদ অতি সত্বর দাঁড়াবে)
عَسَتِ الْهِنْدُ اَنْ تَقُوْمَ	(হিন্দা অতিসত্বর দাঁড়াবে)
عَسَتِ الْهِنْدَانِ اَنْ تَقُوْمَا	(উভয় হিন্দা অচিরেই দাঁড়াবে)
عَسَتِ الْهِنْدَاتُ اَنْ يَقُمْنَ	(সকল হিন্দা অচিরেই দাঁড়াবে)।

এবং খবরটি ফায়েলের অনুযায়ী তখনই হবে, যখন اسم فاعل টি ظاهر হবে। আর যদি ফায়েলটি اسم مضمر হয়, তাহলে خبر টি اسم-এর অনুযায়ী হওয়া শর্ত বা জরুরী নয়।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ উক্ত দুই প্রকার আমলের দ্বিতীয় প্রকার আমল হলো এই যে, عسى শুধু اسم কে رفع দিবে। আর ইহা তখনই হবে, যখন তার اسم টি ان যুক্ত فعل مضارع হবে। সুতরাং ان যুক্ত فعل مضارع টি رفع-এর স্থলে থাকবে ইসম হওয়ার কারণে। এবং عَسٰى তখন قرب-এর অর্থে ব্যবহৃত হবে। যেমন- عَسٰى اَنْ يَخْرُجَ زَيْدٌ (অচিরেই যায়েদ বের হবে) অর্থাৎ قَرُبَ خُرُوْجُهٗ। এই ছূরতে عَسٰى-এর খবরের প্রয়োজন হবে

www.islamijindegi.com

না। কিন্তু প্রথম প্রকার ইহার বিপরীত। (প্রথম প্রকারে খবরের প্রয়োজন হয়) কেননা তখন خبر ব্যতীত উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়না। সুতরাং প্রথম প্রকারে عسى হবে ناقص এবং দ্বিতীয় প্রকারে تام -

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ عَسٰى এর খবর তার ইসম অনুযায়ী হওয়া জরুরী কি না ?

উত্তরঃ عَسٰى -এর خبر টি واحد ، تثنيه ، جمع ، تذكير ، تانيث হওয়ার ক্ষেত্রে اسم অনুযায়ী হওয়া ওয়াজিব।

এবং খবরটি ফায়েলের অনুযায়ী তখনই হবে, যখন فاعل টি اسم ظاهر হবে। আর যদি ফায়েলটি مضمر اسم হয়, তাহলে خبر টি اسم-এর অনুযায়ী হওয়া শর্ত বা জরুরী নয়।

وَالثَّانِىْ كَادَ وَهُوَ يَرْفَعُ الْاِسْمَ وَيَنْصِبُ الْخَبَرَ وَخَبَرُهٗ فِعْلٌ مُضَارِعٌ بِغَيْرِ اَنْ وَقَدْ يَكُوْنُ مَعَ اَنْ تَشْبِيْهًا لَهٗ بِعَسٰى مِثْلُ كَادَ زَيْدٌ يَجِيْئُ فَزَيْدٌ مَرْفُوْعٌ بِاَنَّهٗ اِسْمُ كَادَ وَيَجِيْئُ فِىْ مَحَلِّ النَّصْبِ بِاَنَّهٗ خَبَرُهٗ مَعْنَاهُ قَرُبَ مَجِيْئُ زَيْدٍ وَحُكْمُ بَاقِى الْمُشْتَقَاتِ مِنْ مَصْدَرِهٖ كَحُكْمِ كَادَ مِثْلُ لَمْ يَكَدْ زَيْدٌ يَجِيْئُ وَلَا يَكَادُ زَيْدٌ يَجِيْئُ -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

كَادَ - اسم কে رفع দেয় এবং خبر কে نصب দেয়। আর খবরটি ان মুক্ত فعل مضارع হবে। কোন কোন সময় عَسٰى-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার কারণে খবরটি اَنْ যুক্ত فعل مضارع হয়ে থাকে। যেমন- كَادَ زَيْدٌ يَجِيْئُ (অচিরেই যায়েদ আসবে) এখানে زَيْدٌ মারফু হয়েছে। কেননা এটি হলো كَادَ-এর اسم এবং يَجِيْئُ টি نصب-এর স্থলে আছে। কেননা, ইহা তার খবর। অর্থাৎ قَرُبَ مَجِيْئُ زَيْدٍ এবং كاد-এর মাছদার হতে নির্গত অন্য ছিগাগুলির হুকুম كاد-এর মতোই। যেমন- لَمْ يَكَدْ زَيْدٌ يَجِيْئُ - لَا يَكَادُ زَيْدٌ يَجِيْئُ (যায়েদের আগমন নিকটবর্তী হয়।)

www.islamijindegi.com

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ كَادَ কি আমল করে ?

উত্তর ঃ كَادَ- اسم কে رفع দেয় এবং خبر কে نصب দেয়। আর খবরটি اَنْ মুক্ত فعل مضارع হবে। কোন কোন সময় عَسٰى-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার কারণে খবরটি اَنْ যুক্ত فعل مضارع হয়ে থাকে। যেমন– كَادَ زَيْدٌ يَجِيْءُ এখানে زَيْدٌ মারফু হয়েছে। কেননা এটি হলো كَادَ-এর اسم এবং يَجِيْءَ টি نصب-এর স্থলে আছে। কেননা, ইহা তার খবর। অর্থাৎ قَرُبَ مَجِيْءُ زَيْدٍ এবং كاد-এর মাছদার হতে নির্গত অন্য ছিগাগুলির হুকুম كاد-এর মতোই।

وَاِنْ دَخَلَ عَلٰى كَادَ حَرْفُ النَّفْيِ فَفِيْهِ خِلَافٌ قَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ حَرْفَ النَّفْيِ فِيْهِ مُطْلَقًا يُفِيْدُ مَعْنَى النَّفْيِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهٗ لَايُفِيْدُهٗ بَلِ الْاِثْبَاتُ بَاقٍ عَلٰى حَالِهٖ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهٗ لَايُفِيْدُ النَّفْيَ فِى الْمَاضِىْ وَفِى الْمُسْتَقْبِلِ يُفِيْدُهٗ وَالثَّالِثُ كَرُبَ وَهُوَ يَرْفَعُ الْاِسْمَ وَيَنْصِبُ الْخَبَرَ وَخَبَرُهٗ يَجِيْءُ فِعْلًا مُضَارِعًا دَائِمًا بِغَيْرِ اِنْ نَحْوُ كَرُبَ زَيْدٌ يَخْرُجُ - وَالرَّابِعُ اَوْشَكَ وَهُوَ يَرْفَعُ الْاِسْمَ وَيَنْصِبُ الْخَبَرَ وَخَبَرُهٗ فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَعَ اَنْ اَوْ بِغَيْرِ اَنْ مِثْلُ اَوْشَكَ زَيْدٌ اَنْ يَجِيْءَ اَوْ يَجِيْءُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ اَفْعَالَ الْمُقَارَبَةِ سَبْعَةٌ هٰذِهِ الْاَرْبَعَةُ الْمَذْكُوْرَةُ وَجَعَلَ وَطَفِقَ وَاَخَذَ وَهٰذِهِ الثَّلٰثَةُ مُرَادِفَةٌ لِكَرُبَ وَمُوَافِقَةٌ لَّهٗ فِى الْاِسْتِعْمَالِ

সহজ তরজমা ও তশরীহ

যদি كَادَ-এর শুরুতে حرف نفى যুক্ত হয়। তখন এতে اختلاف রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, حرف نفى সব সময় না বাচক অর্থ প্রদান করবে। কারো কারো মতে তখন ইহা নফীর অর্থ প্রকাশ করবে না। বরং আগের মতোই স্বীয় অবস্থায় হাঁ বাচক অর্থ প্রকাশ করবে।

আবার কেউ কেউ বলেন, ماضى -এর শুরুতে হরফে নফী যুক্ত হলে নফীর অর্থ প্রদান করবে না। কিন্তু مضارع-এর শুরুতে যুক্ত হলে নফীর অর্থ দিবে।

www.islamijindegi.com

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ كَرُبَ কি আমল করে ?

উত্তর ঃ كَرُبَ ইহা اسم কে رفع দেয় এবং خبر কে نصب দেয়। ইহার খবরটি اَنْ বিহীন فعل مضارع হয়। যেমন–كَرُبَ زَيْدٌ يَخْرُجُ.

প্রশ্ন ঃ اَوْشَكَ কি আমল করে ?

উত্তর ঃ اَوْشَكَ ইহা ইসমকে رفع দেয় এবং خبر কে نصب দেয় এবং ইহার خبر টি اَنْ যুক্ত فعل مضارع হতে পারে আবার اَنْ বিহীন فعل مضارع ও হতে পারে। যেমন– اَوْشَكَ زَيْدٌ اَنْ يَجِئَ অথবা يَجِئُ

কারো কারো মতে افعال مقاربه সাতটি, উল্লিখিত চারটি এবং বাকী তিনটি হলো اَخَذَ، طَفِقَ، جَعَلَ এ তিনটি افعال - كَرُبَ-এর সমার্থক এবং সকল ব্যবহারেও كَرُبَ-এর মতোই।

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اَنَّ اَفْعَالَ الْمُقَارَبَةِ سَبْعَةٌ এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ واو মুসতানিফাহ قَالَ بَعْضُهُمْ ফেয়েল ফায়েল মিলে جمله فعليه হয়ে কওল, اَنْ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেয়েল اَفْعَالَ الْمُقَارَبَةِ - اَنْ -এর ইসম سَبْعَةٌ মুবদাল মিনহু هٰذِهِ الْاَرْبَعَةُ الْمَذْكُوْرَةُ মাতুফ আলাইহি وَجَعَلَ মাতুফ وَطَفِقَ মাতুফ وَاَخَذَ মাতুফ, মাতুফ আলাইহি তার সকল মাতুফকে নিয়ে বদল মিলে ان-এর খবর ان ইসম খবর মিলে মাকুলা, قول مقوله মিলে جمله فعليه خبر

اَلنَّوْعُ الثَّانِيْ عَشَرَ

اَفْعَالُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ وَهِيَ اَرْبَعَةٌ اَلْاَوَّلُ نِعْمَ اَصْلُهٗ نِعِمَ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ فَكُسِرَتِ الْفَاءُ اِتِّبَاعًا لِلْعَيْنِ ثُمَّ اُسْكِنَتِ الْعَيْنُ لِلتَّخْفِيْفِ فَصَارَ نَعْمَ وَهُوَ فِعْلُ مَدْحٍ وَفَاعِلُهٗ قَدْ يَكُوْنُ اِسْمَ جِنْسٍ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ مِثْلُ نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ فَالرَّجُلُ مَرْفُوْعٌ بِاَنَّهٗ فَاعِلُ نِعْمَ وَزَيْدٌ مَخْصُوْصٌ بِالْمَدْحِ مَرْفُوْعٌ بِاَنَّهٗ مُبْتَدَاٌ وَنِعْمَ الرَّجُلُ خَبَرُهٗ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ اَوْ مَرْفُوْعٌ بِاَنَّهٗ خَبَرٌ

www.islamijindegi.com

مُبْتَدَأٌ مَحْذُوْفٌ وَهُوَ الضَّمِيْرُ تَقْدِيْرُهُ نِعْمَ الرَّجُلُ هُوَ زَيْدٌ فَيَكُوْنُ عَلَى التَّقْدِيْرِ الْاَوَّلِ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَعَلَى التَّقْدِيْرِ الثَّانِيْ جُمْلَتَيْنِ-

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

দ্বাদশতম প্রকারঃ فعال المدح والذم (প্রশংসা ও নিন্দা জ্ঞাপক ফেয়েল সমূহ)

افعال مدح وذم ৪ টি। কবি বলেন –

رافع اسمائے جنس افعال مدح وذم بود
چار باشد نِعْمَ بِئْسَ سَاءَ أنگه حَبَّذَا

نِعْمَ ইহা মূলতঃ نِعْمَ ফা কালেমায় ফাতহা এবং عين কালেমায় কাছরাহ ছিল। তারপর فاكلمه কে كسره দেওয়া হলো عين كلمه-এর অনুসরণ করে। এরপর সহজ করার জন্য عين كلمه কে ساكن করা হলো। نِعْمَ হয়ে গেল। আর ইহাকে فعل مدح বলে। তার ফায়েলটি কখনো الف لام বিশিষ্ট اسم جنس হয়। যেমন– نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ (যায়েদ লোকটি ভাল) এ উদাহরণে اَلرَّجُلُ – نِعْم -এর ফায়েল হিসেবে مرفوع হয়েছে। এবং زَيْدٌ শব্দটি হল مخصوص بالمدح - ইহা مرفوع হয়েছে কেননা এটি হলো মুবতাদা আর نِعْمَ الرَّجُلُ হলো ইহার খবর যা মুবতাদার উপর মুকাদ্দাম হয়েছে। অথবা (زَيْدٌ শব্দটি) مبتدا محذوف-এর খবর হিসেবে مرفوع হয়েছে, আর مبتدا مخذوف টি হলো ضمير অতএব (نِعْمَ الرَّجُلُ هُوَ زَيْدٌ - তাহলে প্রথম الرَّجُلُ زَيْدٌ)-এর প্রকৃত রূপ হবে ছুরতে এক জুমলা হবে। এবং দ্বিতীয় ছুরতে দুই জুমলা হবে।

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ افعال مدح ذم কয়টি ও কি কি ?

উত্তর ঃ افعال المدح والذم (প্রশংসা ও নিন্দা জ্ঞাপক ফেয়েল সমূহ) ঃ افعال مدح وذم চারটি–

প্রশ্ন ঃ نِعْمَ শব্দটি মূলতঃ কি ছিল এবং কি ভাবে نِعْمَ হয়েছে ?

উত্তর ঃ نِعْمَ ইহা মূলতঃ نِعْمَ ফা কালেমায় ফাতহা এবং عين কালেমায় কাছরাহ ছিল। তারপর فاكلمه কে كسره দেওয়া হলো عين

www.islamijindegi.com

كلمه-এর অনুসরণ করে। এরপর সহজ করার জন্য كلمه عين কে ساكن করা হলো। نِعْمَ হয়ে গেল। আর ইহাকে فعل مدح বলে।

প্রশ্ন ঃ তার فاعل টি কেমন হয় ?

উত্তর ঃ তার ফায়েলটি কখনো الف لام বিশিষ্ট اسم جنس হয়। যেমন– نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ (যায়েদ লোকটি ভাল) এ উদাহরণে نِعْمَ – اَلرَّجُلُ -এর ফায়েল হিসেবে مرفوع হয়েছে। এবং زَيْدٌ শব্দটি হল مخصوص بالمدح - ইহা مرفوع হয়েছে কেননা এটি হলো মুবতাদা আর نِعْمَ الرَّجُلُ হলো ইহার খবর যা মুবতাদার উপর মুকাদ্দাম হয়েছে। অথবা (زَيْدٌ শব্দটি) مبتدا محذوف-এর খবর হিসেবে مرفوع হয়েছে, আর مبتدا محذوف টি হলো ضمير অতএব (نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ)-এর প্রকৃত রূপ হবে نِعْمَ الرَّجُلُ هُوَ زَيْدٌ - তাহলে প্রথম ছুরতে এক জুমলা হবে। এবং দ্বিতীয় ছুরতে দুই জুমলা হবে।

وَقَدْ يَكُوْنُ فَاعِلُهٗ اِسْمًا مُضَافًا اِلَى الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ نَحْوُ نِعْمَ صَاحِبُ الرَّجُلِ زَيْدٌ وَقَدْ يَكُوْنُ ضَمِيْرًا مُسْتَتِرًا مُمَيَّزًا بِنَكِرَةٍ مَنْصُوْبَةٍ مِثْلُ نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ وَالضَّمِيْرُ الْمُسْتَتِرُ عَائِدٌ اِلٰى مَعْهُوْدٍ ذِهْنِيٍّ وَقَدْ يُحْذَفُ الْمَخْصُوْصُ اِذَادَلَّ عَلَيْهِ قَرِيْنَةٌ مِثْلُ نِعْمَ الْعَبْدُ اَىْ نِعْمَ الْعَبْدُ اَيُّوْبُ وَلِقَرِيْنَةِ سِيَاقِ الْاٰيَةِ وَشَرْطُ الْمَخْصُوْصِ اَنْ يَكُوْنَ مُطَابِقًا لِلْفَاعِلِ فِى الْاَفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ وَالتَّذْكِيْرِ وَالتَّانِيْثِ مِثْلُ نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ وَنِعْمَ الرَّجُلَانِ الزَّيْدَانِ وَنِعْمَ الرِّجَالُ الزَّيْدُوْنَ وَنِعْمَتِ الْمَرْأَةُ هِنْدُ وَنِعْمَتِ الْمَرْأَتَانِ الْهِنْدَانِ وَنِعْمَتِ النِّسَاءُ الْهِنْدَاتُ –

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

কখনো نِعْمَ-এর ফায়েলটি এমন কোন اسم হয়, যা معرف باللام -এর দিকে মুযাফ হয়। যেমন– نِعْمَ صَاحِبُ الرَّجُلِ زَيْدٌ (লোকটির মনিব যায়েদ উত্তম)। কখনো نِعْم-এর ফায়েল এমন একটি ضمير مستتر مميز হয়,

www.islamijindegi.com

যার تمييز হিসেবে একটি نكره منصوبه উল্লেখ করতে হয়। যেমন– نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ (যায়েদ লোক হিসেবে ভাল)। এক্ষেত্রে ضمير مستتر টি معهود ذهنى (বক্তার স্মৃতিতে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির) দিকে ফিরবে।কোন কোন সময় مخصوص بالمدح কে حذف করে দেওয়া হয় যখন উহার حذف-এর উপর কোন قرينه (নিদর্শন) বিদ্যমান থাকে। যেমন– نِعْمَ الْعَبْدُ اَيُّوْبُ অর্থাৎ نِعْمَ الْعَبْدُ اَيُّوْبُ (হযরত আইউব (আ.) উত্তম বান্দা) এখানে আয়াতের ভাবধারাই قرينه مخصوص بالمدح - হওয়ার জন্য شرط হলো مخصوص টি تانيث ، تذكير ، جمع , تثنيه , واحد -এর দিক থেকে فاعل-এর অনুরূপ হতে হবে। যেমন–نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ - نِعْمَ الرَّجُلَانِ الزَّيْدَانِ - نِعْمَتِ الْمَرْأَةُ هِنْدٌ - نِعْمَ الرِّجَالُ الزَّيْدُوْنَ - نِعْمَتِ النِّسَاءُ الْهِنْدَاتُ - الْمَرْأَتَانِ الْهِنْدَانِ - কখনো نِعْمَ-এর ফায়েলটি এমন কোন اسم হয়, যা معرف باللام -এর দিকে মুযাফ হয়। যেমন– نِعْمَ صَاحِبُ الرَّجُلِ زَيْدٌ (লোকটির মনিব যায়েদ উত্তম)। কখনো نعم-এর ফায়েল এমন একটি ضمير مستتر مميز হয়, যার تمييز হিসেবে একটি نكره منصوبه উল্লেখ করতে হয়। যেমন– نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ (যায়েদ লোক হিসেবে ভাল)। এক্ষেত্রে ضمير مستتر টি معهود ذهنى (বক্তার স্মৃতিতে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির) দিকে ফিরবে।

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ مَخْصُوْصٌ بِالْمَدْحِ কে কখন হযফ করা হয় ?

উত্তর ঃ কোন কোন সময় مخصوص بالمدح কে حذف করে দেওয়া হয় যখন উহার حذف-এর উপর কোন قرينه বিদ্যমান থাকে। যেমন - نِعْمَ الْعَبْدُ অর্থাৎ نِعْمَ الْعَبْدُ اَيُّوْبُ (এখানে আয়াতের ভাবধারাই قرينه -

প্রশ্ন ঃ مَخْصُوْصٌ بِالْمَدْحِ হওয়ার জন্য শর্ত কি ?

উত্তর ঃ مَخْصُوْصٌ بِالْمَدْحِ হওয়ার জন্য شرط হলো مخصوص টি واحد , تثنيه , جمع , تانيث ، تذكير -এর দিক থেকে فاعل-এর অনুরূপ হতে হবে। যেমন–نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ - نِعْمَ الرَّجُلَانِ الزَّيْدَانِ - نِعْمَتِ الْمَرْأَةُ هِنْدٌ - نِعْمَتِ الْمَرْأَتَانِ الْهِنْدَانِ - نِعْمَ الرِّجَالُ الزَّيْدُوْنَ - نِعْمَتِ النِّسَاءُ الْهِنْدَاتُ

www.islamijindegi.com

وَالثَّانِيْ بِئْسَ وَهُوَ فِعْلُ ذَمٍّ اَصْلُهٗ بَئِسَ مِنْ بَابِ عَلِمَ فَكُسِرَتِ الْفَاءُ لِتَبْعِيَّةِ الْعَيْنِ ثُمَّ اُسْكِنَتِ الْعَيْنُ تَخْفِيْفًا فَصَارَتْ بِئْسَ فَاعِلُهٗ اَيْضًا اَحَدُ الْاُمُوْرِ الثَّلٰثَةِ الْمَذْكُوْرَةِ فِيْ نِعْمَ وَحُكْمُ الْمَخْصُوْصِ بِالذَّمِّ كَحُكْمِ الْمَخْصُوْصِ بِالْمَدْحِ فِيْ جَمِيْعِ الْاَحْكَامِ الْمَذْكُوْرَةِ مِثْلُ بِئْسَ الرَّجُلُ زَيْدٌ وَبِئْسَ صَاحِبُ الرَّجُلِ زَيْدٌ وَبِئْسَ رَجُلًا زَيْدٌ وَبِئْسَ الرَّجُلَانِ الزَّيْدَانِ وَبِئْسَ الرِّجَالُ الزَّيْدُوْنَ وَبِئْسَتِ الْمَرْأَةُ هِنْدٌ وَبِئْسَتِ الْمَرْأَتَانِ الْهِنْدَانِ وَبِئْسَتِ النِّسَاءُ الْهِنْدَاتُ

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

(২) بِئْسَ ইহা فعل ذم (নিন্দা জ্ঞাপক ফেয়েল) এটি মূলতঃ بَئِسَ ছিল باب عَلِمَ হতে। عين কালেমার تابع হিসেবে فا কালেমায় كسره দেওয়া হয়েছে। তারপর সহজ করার জন্য عين كلمه কে সাকিন করা হল। بئس হয়ে গেল। ইহার ফায়েল ও نِعْمَ-এর ক্ষেত্রে উল্লিখিত তিন অবস্থার যে কোন অবস্থা হতে পারে। এবং مخصوص بالذم-এর حكم মাখছূছ বিল মাদাহ এর হুকুমের মতোই। যেমন - بِئْسَ الرَّجُلُ زَيْدٌ وَبِئْسَ صَاحِبُ الرَّجُلِ زَيْدٌ وَبِئْسَ رَجُلًا زَيْدٌ وَبِئْسَ الرَّجُلَانِ الزَّيْدَانِ وَبِئْسَ الرِّجَالُ الزَّيْدُوْنَ وَبِئْسَتِ الْمَرْأَةُ هِنْدٌ وَبِئْسَتِ الْمَرْأَتَانِ الْهِنْدَانِ وَبِئْسَتِ النِّسَاءُ الْهِنْدَاتُ ـ --

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ بِئْسَ শব্দটি মূলতঃ কি ছিল এবং কি ভাবে بِئْسَ হয়েছে এবং بِئْسَ এর فاعل এর ব্যবহারের নিয়ম কি ?

উত্তর ঃ بِئْسَ ইহা فعل ذم (নিন্দা জ্ঞাপক ফেয়েল) এটি মূলতঃ بَئِسَ ছিল باب عَلِمَ হতে। عين কালেমার تابع হিসেবে فا কালেমায় كسره দেওয়া হয়েছে। তারপর সহজ করার জন্য عين كلمه কে সাকিন করা হল। بئس হয়ে গেল। ইহার ফায়েল ও نِعْمَ-এর ক্ষেত্রে উল্লিখিত তিন অবস্থার যে কোন অবস্থা হতে পারে। এবং مخصوص بالذم-এর حكم মাখছূছ বিল মাদাহ এর হুকুমের মতোই।

www.islamijindegi.com

وَالثَّالِثُ سَاءَ وَهُوَ مُرَادِفٌ لِبِئْسَ وَمُوَافِقٌ لَهٗ فِيْ جَمِيْعِ وُجُوْهِ الْاِسْتِعْمَالِ وَالرَّابِعُ حَبَّذَا بِفَتْحِ الْفَاءِ اَوْ ضَمِّهَا اَصْلُهٗ حَبُبَ بِضَمِّ الْعَيْنِ فَاُسْكِنَتِ الْبَاءُ الْاُوْلٰى وَاُدْغِمَتْ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى اللُّغَةِ الْاُوْلٰى اَوْنُقِلَتْ ضَمَّتُهَا اِلَى الْحَاءِ وَاُدْغِمَتِ الْبَاءُ فِي الْبَاءِ عَلَى اللُّغَةِ الثَّانِيَةِ وَحَبَّ لَايَنْفَصِلُ عَنْ ذَا فِي الْاِسْتِعْمَالِ وَلِهٰذَا يُقَالُ فِي تَقْرِيْرِ الْاَفْعَالِ حَبَّذَا وَهُوَ مُرَادِفٌ لِنِعْمَ وَفَاعِلُهٗ ذَا

وَالْمَخْصُوْصُ بِالْمَدْحِ مَذْكُوْرٌ بَعْدَهٗ وَاِعْرَابُهٗ كَاِعْرَابِ مَخْصُوْصِ نِعْمَ فِي الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ لٰكِنَّهٗ لَايُطَابِقُ فَاعِلَهٗ فِي الْوُجُوْهِ الْمَذْكُوْرَةِ مِثْلُ حَبَّذَا زَيْدٌ وَحَبَّذَا الزَّيْدَانِ وَحَبَّذَا الزَّيْدُوْنَ وَحَبَّذَا هِنْدٌ وَحَبَّذَا الْهِنْدَانِ وَحَبَّذَا الْهِنْدَاتُ وَيَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ قَبْلَهٗ وَبَعْدَهٗ اِسْمٌ مُوَافِقٌ لَهٗ مَنْصُوْبًا عَلَى التَّمْيِيْزِ اَوْعَلَى الْحَالِ مِثْلُ حَبَّذَا رَجُلًا زَيْدٌ وَحَبَّذَا رَاكِبًا زَيْدٌ وَحَبَّذَا زَيْدٌ رَجُلًا وَحَبَّذَا زَيْدٌ رَاكِبًا وَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَا يَجُوْزُ التَّصَرُّفُ فِيْ هٰذِهِ الْاَفْعَالِ غَيْرَ اِلْحَاقِ التَّاءِ فِيْهَا وَلِهٰذَا سُمِّيَتْ هٰذِهِ الْاَفْعَالُ غَيْرَ مُتَصَرِّفَةٍ -

(৩) سَاءَ। ইহা بِئْسَ-এর সমার্থক এবং সকল ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইহা بِئْسَ-এর মতোই। حَبَّذَا - ফা কলেমা ফাতহা অথবা ضمه-এর সাথে, ইহা মূলতঃ حَبُبَ (আইন কালেমা ضمه) ছিল। প্রথম با কে সাকিন করা হয়েছে। এরপর প্রথম با কে দ্বিতীয় ب-এর মধ্যে ادغام করা হয়েছে। ইহা প্রথম لُغَةٌ (ভাষা অনুযায়ী) অনুযায়ী। আর দ্বিতীয় لَغَةٌ অনুযায়ী با-এর ضمه নকল করে حَاء-এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে এবং بَا কে بَاء-এর মধ্যে এদগাম করা হয়েছে। ব্যবহারের ক্ষেত্রে حَبَّ শব্দটি ذَا থেকে পৃথক হয় না।

www.islamijindegi.com

এজন্য افعال مدح وذم-এর উল্লেখ করার সময় এটিকে حَبَّذَا বলা হয়। আর এটি نِعْمَ এর সমার্থবোধক ইহার ফায়েল হলো ذَا এবং مخصوص بالمدح টি এর পর উল্লেখ থাকবে। এবং ইহার اعراب উভয় ক্ষেত্রেই উপরোক্ত نِعْمَ এর مخصوص بالمدح এর মতো। কিন্তু ذَا টি (تانيث - تذكير - جمع - تثنيه - افراد) সর্বাবস্থায় অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন- حَبَّذَا زَيْدٌ -حَبَّذَا الْهِنْدَاتُ -حَبَّذَا الْهِنْدَانِ - الخ (যায়েদ উত্তম) এবং ইহার مخصوص -এর পূর্বে কিংবা পরে এমন একটি اسم আনা জায়েয আছে, যা (افراد ও تثنيه جمع হওয়ার ক্ষেত্রে) তার অনুযায়ী হবে। এবং তামীয অথবা حال হওয়ার ভিত্তিতে منصوب হবে। যেমন- حَبَّذَا رَجُلًا زَيْدٌ (যায়েদ লোক হিসেবে ভাল) حَبَّذَا رَاكِبًا زَيْدٌ (যায়েদ সওয়ার হিসেবে ভাল।) এমনিভাবে حَبَّذَا زَيْدٌ رَاكِبًا ও حَبَّذَا زَيْدٌ رَجُلًا -

জেনে রাখ! যে, এ সকল افعال مدح وذم -এর শেষে تاء تانيث যুক্ত করা ছাড়া অন্য কোন ধরনের রূপান্তর জায়েয নেই। অর্থাৎ এগুলির কোন রূপান্তর হয় না। তাই এগুলোকে افعال غير متصرفه (রূপান্তরহীন ফেয়েল) বলে

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ حَبَّذَا শব্দটি মূলতঃ কি ছিল এবং কিভাবে حَبَّذَا হয়েছে ?

উত্তর ঃ حَبَّذَا - ফা কলেমা ফাতহা অথবা ضمه-এর সাথে, ইহা মূলতঃ حبب (আইন কালেমা ضمه) ছিল। প্রথম با কে সাকিন করা হয়েছে। এরপর প্রথম با কে দ্বিতীয় ب-এর মধ্যে ادغام করা হয়েছে। ইহা প্রথম لُغَةً (ভাষা অনুযায়ী) অনুযায়ী। আর দ্বিতীয় لُغَةً অনুযায়ী با-এর ضمه নকল করে حاء-এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে এবং با কে باء-এর মধ্যে এদগাম করা হয়েছে। ব্যবহারের ক্ষেত্রে حَبَّ শব্দটি ذَا থেকে পৃথক হয় না। এজন্য افعال مدح وذم-এর উল্লেখ করার সময় এটিকে حَبَّذَا বলা হয়। আর এটি نعم এর সমার্থবোধক ইহার ফায়েল হলো ذا এবং مخصوص بالمدح টি এর পর উল্লেখ থাকবে। এবং ইহার اعراب উভয় ক্ষেত্রেই উপরোক্ত نعم এর مخصوص بالمدح এর মতো। কিন্তু ذا টি (تانيث - تذكير - جمع - تثنيه - افراد) সর্বাবস্থায় অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন- حَبَّذَا زَيْدٌ - حَبَّذَا هِنْدٌ الْهِنْدَانِ - حَبَّذَا الْهِنْدَاتُ - حَبَّذَا الزَّيْدَانِ حَبَّذَا الزَّيْدُوْنَ -

www.islamijindegi.com

এবং ইহার مخصوص -এর পূর্বে কিংবা পরে এমন একটি اسم আনা জায়েয আছে, যা (تثنيه افراد ও جمع হওয়ার ক্ষেত্রে) তার অনুযায়ী হবে। এবং তামীয অথবা حال হওয়ার ভিত্তিতে منصوب হবে। যেমন- حَبَّذَا رَجُلًا زَيْدٌ (যায়েদ লোক হিসেবে ভাল) حَبَّذَا رَاكِبًا زَيْدٌ (যায়েদ সওয়ার হিসেবে ভাল।) এমনিভাবে حَبَّذَا زَيْدٌ رَاكِبًا ও حَبَّذَا زَيْدٌ رَجُلًا -

اَلنَّوْعُ الثَّالِثُ عَشَرَ

اَفْعَالُ الْقُلُوْبِ وَاِنَّمَا سُمِّيَتْ بِهَا لِاَنَّ صُدُوْرَهَا مِنَ الْقَلْبِ وَلَا دَخَلَ فِيْهِ لِلْجَوَارِحِ وَتُسَمّٰى اَفْعَالُ الشَّكِّ وَالْيَقِيْنِ اَيْضًا لِاَنَّ بَعْضَهَا لِلشَّكِّ وَبَعْضَهَا لِلْيَقِيْنِ وَهِىَ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ وَتَنْصِبُهُمَا مَعًا بِاَنْ يَكُوْنَا مَفْعُوْلَيْنِ لَهَا وَهِىَ سَبْعَةٌ ثَلٰثَةٌ مِنْهَا لِلشَّكِّ وَثَلٰثَةٌ مِنْهَا لِلْيَقِيْنِ وَوَاحِدٌ مِنْهَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا اَمَّا الثَّلٰثَةُ الْاُوْلُ فَحَسِبْتُ وَظَنَنْتُ وَخِلْتُ مِثْلُ حَسِبْتُ زَيْدًا فَاضِلًا وَظَنَنْتُ بَكْرًا نَائِمًا وَخِلْتُ خَالِدًا قَائِمًاوَظَنَنْتُ اِذَا كَانَ مُشْتَقًّا مِنَ الظَّنَّةِ بِمَعْنَى التُّهْمَةِ لَمْ يَقْتَضِ الْمَفْعُوْلَ الثَّانِىْ مِثْلُ ظَنَنْتُ زَيْدًا اَىْ اِتَّهَمْتُهُ

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

افعال القلوب ঃ যেহেতু এ সকল ফেয়েল প্রকাশ পায় قلب (আত্মা) থেকে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই, তাই এগুলোর নাম افعال القلوب রাখা হয়। আবার এগুলোকে افعال الشك واليقين ও বলে, কেননা এগুলির কোন কোনটি সন্দেহ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়। আবার কোন কোনটি বিশ্বাস ও আস্থা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়। افعال القلوب মুবতাদা ও খবরের শুরুতে এসে উভয়টির শেষে মাফউল হিসেবে نصب প্রদান করে। افعال القلوب মোট ৭টি। তিনটি شك বা সন্দেহ প্রকাশের জন্য এবং তিনটি يقين বা বিশ্বাসের জন্য। এবং একটি شك ও

www.islamijindegi.com

يقين উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়। প্রথম তিনটি হলো حَسِبْتُ - ظَنَنْتُ ও خِلْتُ যেমন- حَسِبْتُ زَيْدًا فَاضِلًا (আমি যায়েদকে জ্ঞানী মনে করেছি) ظَنَنْتُ بَكْرًا نَائِمًا (আমি বকরকে ঘুমন্ত ধারণা করেছি।) এবং خِلْتُ خَالِدًا قَائِمًا (আমি খালেদকে দাঁড়ানো ভেবেছি)। ظَنَنْتُ যখন ظَنَّةٌ بِمَعْنَى تُهْمَةٌ থেকে নির্গত হয় তখন দ্বিতীয় মাফউলের প্রয়োজন হয় না। যেমন- ظَنَنْتُ زَيْدًا অর্থাৎ اِتَّهَمْتُهُ (আমি যায়েদকে দোষারোপ করেছি)

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ افعال القلوب কয়টি এবং এ গুলি কি আমল করে ?

উত্তর ঃ افعال القلوب মুবতাদা ও খবরের শুরুতে এসে উভয়টির শেষে মাফউল হিসেবে نصب প্রদান করে। افعال القلوب মোট ৭টি।

তিনটি شك বা সন্দেহ প্রকাশের জন্য এবং তিনটি يقين বা বিশ্বাসের জন্য। এবং একটি شك ও يقين উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়। প্রথম তিনটি হলো حَسِبْتُ - ظَنَنْتُ ও خِلْتُ যেমন- حَسِبْتُ زَيْدًا فَاضِلًا. خِلْتُ خَالِدًا - قَائِمًا ظَنَنْتُ যখন ظَنَّةٌ بمعنى تُهْمَة থেকে নির্গত হয় তখন দ্বিতীয় মাফউলের প্রয়োজন হয় না। যেমন- ظَنَنْتُ زَيْدًا অর্থাৎ اِتَّهَمْتُهُ

প্রশ্ন ঃ افعال القلوب এর নাম করণের কারণ কি ?

উত্তর ঃ افعال القلوب ঃ যেহেতু এ সকল ফেয়েল প্রকাশ পায় قلب থেকে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই, তাই এগুলোর নাম افعال القلوب রাখা হয়। আবার এগুলোকে افعال الشك واليقين ও বলে, কেননা এগুলির কোন কোনটি সন্দেহ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়। আবার কোন কোনটি বিশ্বাস ও আস্থা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়।

www.islamijindegi.com

وَاَمَّا الثَّلَاثَةُ الثَّانِيَةُ فَعَلِمْتُ وَرَأَيْتُ وَوَجَدْتُ مِثْلُ عَلِمْتُ زَيْدًا اَمِيْنًا وَرَأَيْتُ عَمْرًوا فَاضِلًا وَوَجَدْتُ الْبَيْتَ رَهِيْنًا وَعَلِمْتُ قَدْ يَجِئُ بِمَعْنٰى عَرَفْتُ نَحْوُ عَلِمْتُ زَيْدًا اَىْ عَرَفْتُهٗ وَرَأَيْتُ قَدْ يَكُوْنُ بِمَعْنٰى اَبْصَرْتُ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى وَوَجَدْتُ قَدْ يَكُوْنُ بِمَعْنٰى اَصَبْتُ مِثْلُ وَجَدْتُ الضَّالَةَ اَىْ اَصَبْتُهَا فَاِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هٰذِهِ الْمَعَانِىْ لَايَقْتَضِىْ اِلَّامُتَعَلِّقًا وَاحِدًا فَلَا يَتَعَدّٰى اِلَّا اِلٰى مَفْعُوْلٍ وَاحِدٍ-

সহজ তরজমা ও তারকীব

এবং দ্বিতীয় তিনটি হলো عَلِمْتُ ، رَأَيْتُ ও وَجَدْتُ। যেমন–

عَلِمْتُ زَيْدًا اَمِيْنًا (আমি যায়েদকে বিশ্বাসী বলে জানি)

رَاَيْتُ عَمْرًوا فَاضِلًا (আমি বিশ্বাস করি যে যায়েদ জ্ঞানী)

وَجَدْتُ الْبَيْتَ رَهِيْنًا (আমি ঘরটিকে বন্ধক পেয়েছি)।

عَلِمْتُ কখনো কখনো عَرَفْتُ-এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– عَلِمْتُ زَيْدًا অর্থাৎ عَرَفْتُهٗ (আমি যায়েদকে চিনেছি। এবং কোন কোন সময় اَبْصَرْتُ শব্দটি এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– আল্লাহ তায়ালা বলেন– فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى (তোমার মতামত কি? দেখ) এবং وَجَدْتُ কোন কোন সময় اَصَبْتُ-এর অর্থ দান করে। যেমন– وَجَدْتُ الضَّالَةَ অর্থাৎ اَصَبْتُهَا (আমি হারানো জিনিস পেয়েছি) এ ফেয়েলগুলি উক্ত অর্থে ব্যবহার হওয়ার সময় মাত্র একটি متعلق (মাফউল) এর প্রয়োজন হয়। সুতরাং এগুলি শুধু এক মাফউলের দিকেই متعدى হবে।

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ عَلِمْتُ আর কি অর্থে ব্যবহৃত হয় ?

উত্তর ঃ عَلِمْتُ زَيْدًا অর্থাৎ عَرَفْتُهٗ (আমি যায়েদকে চিনেছি। এবং কোন কোন সময় اَبْصَرْتُ শব্দটি এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– আল্লাহ তায়ালা বলেন– فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى (তোমার মতামত কি? দেখ) এবং وَجَدْتُ

www.islamijindegi.com

কোন কোন সময় أَصَبْتَ-এর অর্থ দান করে। যেমন- وَجَدْتُ الضَّالَّةَ অর্থাৎ أَصَبْتُهَا (আমি হারানো জিনিস পেয়েছি)

প্রশ্ন ঃ এই فعل গুলি কখন একটি مفعول এর দিকে متعدى হয় এবং কখন দুই مفعول এর দিকে متعدى হয় ?

উত্তর ঃ এ ফেয়েলগুলি উক্ত অর্থে ব্যবহার হওয়ার সময় মাত্র একটি متعلق (মাফউল) এর প্রয়োজন হয়। সুতরাং এগুলি শুধু এক মাফউলের দিকেই متعدى হবে।

প্রশ্নোত্তরে সহজ তারকীব

প্রশ্ন ঃ مِثْلُ عَلِمْتُ زَيْدًا أَمِيْنًا এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ مِثْلُ মুযাফ عَلِمْتُ ফেয়েল ও ফায়েল زَيْدًا মাফউলে আউয়াল أَمِيْنًا মাফউলে ছানী। فعل তার فاعل ও উভয় مفعول মিলে جمله فعليه হয়ে মাতুফ আলাইহি। واو হরফে আতফ رَأَيْتُ عَمْرًوا فَاضِلًا ও অনুরূপ فعل فاعل ও উভয় مفعول মিলে جمله فعليه হয়ে মাতুফ। واو হরফে আতফ وَجَدْتُ الْبَيْتَ رَهِيْنًا জুমলায়ে فعليه হয়ে মাতুফ। معطوف عليه তার উভয় মাতুফ মিলে مثل মুযাফের মুযাফ ইলাইহি مضاف مضاف اليه মিলে مِثَالُهُ মুবাদা মাহযুফের খবর مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه -

প্রশ্ন ঃ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى এর তারকীব বল ?

উত্তর ঃ كَ হরফে জার قَوْلِ মাছদারে মুযাফ, যুলহাল تَعَالَى ফেয়েল ও ফায়েল মিলে جمله فعليه হয়ে হাল ذوالحال حال মিলে মুযাফ ইলাইহি হয়েছে قول মাছদারের। مضاف مضاف اليه মিলে কওল فَ আতেফাহ اُنْظُرْ ফেয়েল ضمير أَنْتَ مستتر ফায়েল مَا بِمَعْنَى اَىُّ شَيْئٍ ইসমে استفهام মুবতাদা, ذَا بِمَعْنَى اَلَّذِىْ ইসমে মাওসূল تَرَى ফেয়েল ও ফায়েল মিলে جمله فعليه হয়ে সিলাহ موصول صله মিলে খবর, مبتدا خبر মিলে جمله اسميه হয়ে اُنْظُرْ-এর মাফউলে বিহী فعل فاعل ও مفعول به মিলে جمله فعليه انشائيه হয়ে মাকুলা, কওল মাকুলা মিলে মাজরুর جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে ثَابِتٌ-এর সাথে شبه فعل তার ফায়েল ও متعلق মিলে مِثَالُهُ مبتدا محذوف -مقدر -এর খবর। مبتدا خبر মিলে جمله اسميه خبريه

www.islamijindegi.com

وَالْوَاحِدُ الْمُشْتَرِكُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ زَعَمْتُ مِثْلُ زَعَمْتُ اللّٰهَ غَفُوْرًا فَهُوَ لِلْيَقِيْنِ وَزَعَمْتُ الشَّيْطَانَ شَكُوْرًا فَهُوَ لِلشَّكِّ وَفِيْ هٰذِهِ الْاَفْعَالُ لَايَجُوْزُ الْاِقْتِصَارُ عَلَى اَحَدِ الْمَفْعُوْلَيْنِ لِاَنَّهُمَا كَاسْمٍ وَاحِدٍ لِاَنَّ مَضْمُوْنَهُمَا مَعًا مَفْعُوْلٌ بِهٖ فِى الْحَقِيْقَةِ وَهُوَ مَصْدَرُ الْمَفْعُوْلِ الثَّانِي الْمُضَافُ اِلَى الْمَفْعُوْلِ الْاَوَّلِ اِذْ مَعْنَى عَلِمْتُ زَيْدًا فَاضِلًا عَلِمْتُ فَضْلَ زَيْدٍ فَلَوْحُذِفَ اَحَدُهُمَا كَانَ كَحَذْفِ بَعْضِ اَجْزَاءِ الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

يقين ও شك -এর মাঝে مشترك ফেয়েলটি হলো زعمت - যেমন– زَعَمْتُ اللّٰهَ غَفُوْرًا (আমি আল্লাহ তায়ালাকে ক্ষমাকারী বলে বিশ্বাস করি।) এখানে زَعَمْتُ একীনের অর্থ দিয়েছে। زَعَمْتُ الشَّيْطَانَ شَكُوْرًا (আমি শয়তানকে কৃতজ্ঞ ধারণা করেছি।) এক্ষেত্রে زَعَمْتُ – ظن -এর অর্থ দিয়েছে।এ সকল ফেয়েলের ক্ষেত্রে এক মাফউলের উপর اقتصار (সীমাবদ্ধ) করা জায়েয নেই। কেননা উভয় اسم (মাফউল) একটি اسم-এর ন্যায়। কারণ উভয়টির বিষয়বস্তুটি হল দ্বিতীয় মাফউলের মাছদার যা প্রথম মাফউলের দিকে মুযাফ হয়। যেমন– عَلِمْتُ زَيْدًا فَاضِلًا অর্থ হলো عَلِمْتُ فَضْلَ زَيْدٍ সুতরাং যদি এক মাফউলকে حذف করে দেওয়া হয়, তাহলে ইহা একই শব্দের একটি অংশ বাদ দেওয়ার মতোই হবে।**অর্থ ঃ** يقين ও شك -এর মাঝে مشترك ফেয়েলটি হলো زعمت - যেমন– زَعَمْتُ اللّٰهَ غَفُوْرًا (আমি আল্লাহ তায়ালাকে ক্ষমাকারী বলে বিশ্বাস করি।) এখানে زَعَمْتُ একীনের অর্থ দিয়েছে। زَعَمْتُ الشَّيْطَانَ شَكُوْرًا (আমি শয়তানকে কৃতজ্ঞ ধারণা করেছি।) এক্ষেত্রে زعمت – ظن -এর অর্থ দিয়েছে।

www.islamijindegi.com

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ এ সকল فعل এর ক্ষেত্রে এক مفعول এর উপর সীমাবদ্ধ করা জায়েজ নাই কেন ?

উত্তর ঃ এ সকল ফেয়েলের ক্ষেত্রে এক মাফউলের উপর اقتصار (সীমাবদ্ধ) করা জায়েয নেই। কেননা উভয় اسم (মাফউল) একটি اسم-এর ন্যায়। কারণ উভয়টির বিষয়বস্তুটি হল দ্বিতীয় মাফউলের মাছদার যা প্রথম মাফউলের দিকে মুযাফ হয়। যেমন- عَلِمْتُ زَيْدًا فَاضِلًا অর্থ হলো عَلِمْتُ فَضْلَ زَيْدٍ সুতরাং যদি এক মাফউলকে حذف করে দেওয়া হয়, তাহলে ইহা একই শব্দের একটি অংশ বাদ দেওয়ার মতোই হবে।

وَاِذَا تَوَسَّطَتْ هٰذِهِ الْاَفْعَالُ بَيْنَ مَفْعُوْلَيْهَا اَوْتَاَخَّرَتْ عَنْهُمَا جَازَ اِبْطَالُ عَمَلِهَا مِثْلُ زَيْدٌ ظَنَنْتُ قَائِمٌ وَزَيْدً اظَنَنْتُ قَائِمًا وَزَيْدٌ قَائِمٌ ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِمًا ظَنَنْتُ فَاِعْمَالُهَا وَاِبْطَالُهَا حِيْنَئِذٍ مُتَسَاوِيَانِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ اِعْمَالَهَا اَوْلٰى عَلٰى تَقْدِيْرِ التَّوَسُّطِ وَاِبْطَالُهَا اَوْلٰى عَلٰى تَقْدِيْرِ التَّاَخُّرِ وَاِذَا زِيْدَتِ الْهَمْزَةُ فِىْ اَوَّلِ عَلِمْتُ وَرَاَيْتُ صَارَا مُتَعَدِّيَيْنِ اِلٰى ثَلٰثَةِ مَفَاعِيْلَ نَحْوُ اَعْلَمْتُ زَيْدً اَعْمَرًا افَاضِلًا اَرَاَيْتَ عَمْرًواخَالِدًا عَالِمًا فَزِيْدَ فِيْهِمَا بِسَبَبِ الْهَمْزَةِ مَفْعُوْلٌ اٰخَرُ لِاَنَّ الْهَمْزَةَ لِلتَّصْيِيْرِ فَمَعْنَى الْمِثَالِ الْاَوَّلِ حَمَلْتُ زَيْدًا عَلٰى اَنْ يَعْلَمَ عَمْرٌو افَاضِلًا وَمَعْنَى الْمِثَالِ الثَّانِىْ حَمَلْتُ عَمْرَوً اعَلٰى اَنْ يَعْلَمَ خَالِدًا عَالِمًا -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

যখন এ সকল ফেয়েল তাদের উভয় মাফউলের মাঝে অবস্থান করে তখন সকল ফেয়েলের আমল বাতিল করে দেওয়া জায়েয হবে। যেমন- ظَنَنْتُ قَائِمًا زَيْدٌ (আমি যায়েদকে দাঁড়ানো ভেবেছি) এবং زَيْدٌ ظَنَنْتُ قَائِمٌ

www.islamijindegi.com

এমনিভাবে زَيْدٌ قَائِمٌ ظَنَنْتُ এবং زَيْدًا قَائِمًا ظَنَنْتُ (সব রকম পড়াজায়েয আছে) সুতরাং ইহাকে আমল দেওয়া কিংবা বাতিল করা উভয়টিই এক্ষেত্রে সমান।কারো কারো অভিমত এই যে, এ ফেয়েলগুলো যদি দুই মাফউলের মধ্য খানে আসে, তাহলে আমল দেওয়া উত্তম আর যদি দুই মাফউলের শেষে যুক্ত হয়, তাহলে আমল না দেওয়া উত্তম।

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ এই فعل গুলি কখন তিন مفعول এর দিকে متعدى হয় ?

উত্তর ঃ যখন عَلِمْتُ ও رَأَيْتُ-এর শুরুতে একটি হামযা যুক্ত করা হয়, তখন এ ফেয়েলগুলি তিন مفعول-এর দিকে متعدى হবে। যেমন- اَعْلَمْتُ زَيْدًا عَمْرًوا فَاضِلًا - اَرَأَيْتُ عَمْرًوا خَالِدًا عَالِمًا সুতরাং উভয় ফেয়েলের ক্ষেত্রেই হামযার কারণে একটি করে মাফউল বাড়ানো হয়েছে। কেননা হামযা تصيير -এর অর্থ দেয়। (تصيير অর্থ হলো ফেয়েলকে صاحب ماخذ বানানো।) সুতরাং প্রথম উদাহরণের অর্থ হলো حَمَلْتُ زَيْدًا عَلٰى اَنْ يَعْلَمَ عَمْرًوا فَاضِلًا আর দ্বিতীয় উদাহরণের অর্থ হলো حَمَلْتُ عَمْرًوا عَلٰى اَنْ يَعْلَمَ خَالِدًا عَالِمًا

সহজ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ এই সকল فعل এর আমল কখন বাতিল করে দেওয়া জায়েয আছে ?

উত্তর ঃ যখন এ সকল ফেয়েল তাদের উভয় মাফউলের মাঝে অবস্থান করে তখন সকল ফেয়েলের আমল বাতিল করে দেওয়া জায়েয হবে। যেমন- زَيْدٌ ظَنَنْتُ قَائِمٌ এবং زَيْدًا ظَنَنْتُ قَائِمًا এমনিভাবে زَيْدٌ قَائِمٌ ظَنَنْتُ এবং زَيْدًا قَائِمًا ظَنَنْتُ সুতরাং ইহাকে আমল দেওয়া কিংবা বাতিল করা উভয়টিই এক্ষেত্রে সমান। কারো কারো অভিমত এই যে, এ ফেয়েলগুলো যদি দুই মাফউলের মধ্যখানে আসে, তাহলে আমল দেওয়া উত্তম আর যদি দুই মাফউলের শেষে যুক্ত হয়, তাহলে আমল না দেওয়া উত্তম।

প্রশ্ন ঃ এই فعل গুলি কখন তিন مفعول এর দিকে متعدى হয় ?

উত্তর ঃ যখন علمت ও رأيت-এর শুরুতে একটি হামযা যুক্ত করা হয়, তখন এ ফেয়েলগুলি তিন مفعول-এর দিকে متعدى হবে। যেমন- اَعْلَمْتُ زَيْدًا عَمْرًوا فَاضِلًا اَرَأَيْتُ عَمْرًوا خَالِدًا عَالِمًا সুতরাং উভয় ফেয়েলের ক্ষেত্রেই

www.islamijindegi.com

হামযার কারণে একটি করে মাফউল বাড়ানো হয়েছে। কেননা হামযা تصيير -এর অর্থ দেয়। (تصيير অর্থ হলো ফেয়েলকে صاحب ماخذ বানানো।) সুতরাং প্রথম উদাহরণের অর্থ হলো حَمَلْتُ زَيْدًا عَلٰى اَنْ يَعْلَمَ عَمْرُوًا فَاضِلًا (আমি যায়েদকে আগ্রহী করেছি আমরকে মর্যাদাবান জানার জন্য) আর দ্বিতীয় উদাহরণের অর্থ হলো حَمَلْتُ عَمْرًا عَلٰى اَنْ يَعْلَمَ خَالِدًا عَالِمًا

وَذٰلِكَ مَخْصُوْصٌ بِهٰذَيْنِ الْفِعْلَيْنِ دُوْنَ اَخَوَاتِهَا وَهٰذَا مَسْمُوْعٌ مِنَ الْعَرَبِ خِلَافًا لِلْاَخْفَشِ فَاِنَّهٗ اَجَازَ زِيَادَةَ الْهَمْزَةِ فِيْ جَمِيْعِ هٰذِهِ الْاَفْعَالِ قِيَاسًا عَلٰى اَعْلَمْتُ وَاَرَاَيْتُ نَحْوُ اَظْنَنْتُ وَاَحْسَبْتُ وَاَخَلْتُ وَاَوْجَدْتُ وَاَزْعَمْتُ زَيْدًا عَمْرًا فَاضِلًا وَاَنْبَأَ وَنَبَّأَ وَاَخْبَرَ وَخَبَّرَ وَحَدَّثَ اَيْضًا تَتَعَدّٰى اِلٰى ثَلٰثَةِ مَفَاعِيْلَ اِعْلَمْ اَنَّهٗ لَايَجُوْزُ حَذْفُ الْمَفْعُوْلِ الْاَوَّلِ مِنَ الْمَفَاعِيْلِ الثَّلٰثَةِ لٰكِنَّ يَجُوْزُ حَذْفُ الْمَفْعُوْلَيْنِ الْاَخِيْرَيْنِ مَعًا وَلَايَجُوْزُ حَذْفُ اَحَدِهِمَا بِدُوْنِ الْاٰخَرِ كَمَا مَرَّ -

সহজ তরজমা ও তাশরীহ

আর ইহা এ দুটি ফেয়েলের সাথেই খাছ। অপর افعال قلوب এর মধ্যে (ইহা জায়েয) নয়। ইহা আরবদের নিকট থেকে শুনা হুকুম। কিন্তু ইমাম اخفش (রহ.)-এর মত এ ব্যাপারে ভিন্ন। তিনি اَعْلَمْتُ ও اَرَاَيْتُ-এর উপর কেয়াস করে সকল ফেয়েলেই হামযা বাড়ানোকে জায়েয মনে করেন। যেমন– اَظْنَنْتُ وَاَحْسَبْتُ وَاَخَلْتُ وَاَوْجَدْتُ وَاَزْعَمْتُ زَيْدًا عَمْرًا فَاضِلًا - এবং اَنْبَأَ - نَبَّأَ - اَخْبَرَ - خَبَّرَ - حَدَّثَ ও তিন মাফউলের দিকে متعدى হয়। তিন মাফউলের প্রথম মাফউলকে حذف করা কোন অবস্থাতেই জায়েয নেই। কিন্তু শেষের দুই মাফউলকে এক সাথে حذف করা জায়েয আছে। কিন্তু শেষের দুটির একটিকে রেখে অপরটিকে حذف করা জায়েয নেই। যেমন এ সম্পর্কে অতীতে আলোচনা গত হয়েছে।

www.islamijindegi.com

أَمَّا الْقِيَاسِيَّةُ فَسَبْعَةُ عَوَامِلَ

اَلْأَوَّلُ مِنْهَا الْفِعْلُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ لَازِمًا اَوْمُتَعَدِّيًا مَاضِيًا كَانَ اَوْمُضَارِعًا اَمْرًا كَانَ اَوْ نَهْيًا كُلُّ فِعْلٍ يَرْفَعُ الْفَاعِلَ نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ وَضَرَبَ زَيْدٌ وَاَمَّا اِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا فَيَنْصِبُ الْمَفْعُوْلَ بِهِ اَيْضًا مِثْلُ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا وَلَايَجُوْزُ تَقْدِيْمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْفِعْلِ بِخِلَافِ الْمَفْعُوْلِ فَاِنَّ تَقْدِيْمَهُ عَلَيْهِ جَائِزٌ وَلَايَجُوْزُ حَذْفُ الْفَاعِلِ بِخِلَافِ الْمَفْعُوْلِ فَاِنَّ حَذْفَهُ جَائِزٌ نَحْوُ ضَرَبَ زَيْدٌ

প্রশ্ন ঃ **عوامل قياسيه** কয়টি ও কি কি ?

উত্তর ঃ **عوامل قياسيه** (কিয়াসী আমেল) সাতটি, কবি বলেন-

بعد ازاں هفت قياسى اسم فاعل مصدراست *
اسم مفعول ومضاف وفعل باشد مطلقا
پس صفت باشد كه أں مانند اسم فاعل است *
هفتم اسم تام باشد ناصب تميز را

প্রশ্ন ঃ **فعل** কি আমল করে ?

উত্তর ঃ فعل চাই لازم হোক বা متعدى ، ماضى হোক বা امر ، مضارع হোক বা نهى সর্ব প্রকারের ফেয়েলই ফায়েলকে رفع দেয়। যেমন- قام زيد (যায়েদ দাঁড়িয়েছে)। ضرب زيد (যায়েদ মেরেছে)। যদি فعل টি متعدى হয়, তাহলে مفعول به কেও نصب দিবে। যেমন- ضرب زيد عمروا (যায়েদ আমরকে মেরেছে) এবং ফায়েলকে فعل-এর উপর مقدم করা (আগে আনা) জায়েয নেই। কিন্তু মাফউলের হুকুম এর বিপরীত, অর্থাৎ مفعول কে فعل এর উপর مقدم করা জায়েয আছে। এবং فاعل কে حذف করা জায়েয নেই। কিন্তু মাফউলের ব্যাপারটি এর বিপরীত অর্থাৎ مفعول কে حذف করা জায়েয আছে। যেমন- ضَرَبَ زَيْدٌ (যায়ে মেরেছে)

www.islamijindegi.com

وَالثَّانِيْ الْمَصْدَرُ وَهُوَ اِسْمُ حَدَثٍ اِشْتَقَّ مِنْهُ الْفِعْلُ وَاِنَّمَا سُمِّيَ مَصْدَرًا لِصُدُوْرِ الْفِعْلِ عَنْهُ فَيَكُوْنُ مَحَلًّا لَهُ قَالَ الْبَصْرِيُّوْنَ اِنَّ الْمَصْدَرَ اَصْلٌ وَالْفِعْلَ فَرْعٌ لِاِسْتِقْلَالِهِ بِنَفْسِهِ وَعَدَمِ اِحْتِيَاجِهِ اِلَى الْفِعْلِ بِخِلَافِ الْفِعْلِ فَاِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ وَمُحْتَاجٌ اِلَى الْاِسْمِ وَقَالَ الْكُوْفِيُّوْنَ اِنَّ الْفِعْلَ اَصْلٌ وَالْمَصْدَرُ فَرْعٌ لِاِعْلَالِ الْمَصْدَرِ بِاِعْلَالِهِ وَصِحَّتِهِ بِصِحَّتِهِ نَحْوُ قَامَ قِيَامًا وَقَاوَمَ قِوَامًا اُعِلَّ قِيَامًا بِقَلْبِ الْوَاوِ فِيْهِ يَاءً لِقَلْبِ الْوَاوِ الْفَافِيْ قَامَ وَصَحَّ قِوَامًا لِصِحَّةِ قَاوَمَ وَلَا شَكَّ اَنَّ دَلِيْلَ الْبَصْرِيِّيْنَ يَدُلُّ عَلٰى اِصَالَةِ الْمَصْدَرِ مُطْلَقًا وَدَلِيْلُ الْكُوْفِيِّيْنَ يَدُلُّ عَلٰى اِصَالَةِ الْفِعْلِ فِى الْاِعْلَالِ فَلَا تَلْزَمُ مِنْهُ اِصَالَتُهُ مُطْلَقًا وَلَوْكَانَ هٰذَا الْقَدْرُيَقْتَضِى الْاِصَالَةَ يَلْزَمُ اَنْ يَكُوْنَ يَعِدُ بِالْيَاءِ وَاُكْرِمُ مُتَكَلِّمًا بِالْهَمْزَةِ اَصْلًا وَبَاقِى الْاَمْثِلَةِ فَرْعًا وَلَا قَائِلَ بِهِ اَحَدٌ -

প্রশ্ন ঃ مصدر কাকে বলে ?

উত্তর ঃ مصدر ইহা নতুন অর্থ বিশিষ্ট এমন একটি اسم কে বলে, যার থেকে ফেয়েল নির্গত হয়। যেহেতু এ শব্দ থেকেই ফেয়েল বের হয় তাই একে মাছদার বলে। সুতরাং মাছদার হলো ফেয়েলের উৎপত্তি স্থল।

প্রশ্ন ঃ مصدر আসল না فعل আসল ? এই ব্যাপারে নাহুবিদগণের মতবিরোধ কি এবং কোনটি তুলনা মূলক সঠিক বল ?

উত্তর ঃ بصريين (বছরী নাহুবিদগণ) বলেন, মাছদার হলো আসল এবং ফেয়েল হলো তার فرع (শাখা)। কেননা মাছদার নিজেই স্বয়ং সম্পন্ন এবং সে ফেয়েলের মুখাপেক্ষী নয়। কিন্তু ফেয়েল মাছদারের বিপরীত। কেননা ফেয়েল স্বয়ংসম্পন্ন নয় বরং একটি اسم এর প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে।

এবং كوفين (কুফার নাহুবিদগণ) বলেন– ফেয়েল হলো আসল বা মূল। এবং মাছদার হলো তার فرع কেননা ফেয়েলের মধ্যে তা'লীল হলে মাছদারের

www.islamijindegi.com

মধ্যেও তা'লীল হয়। এবং ফেয়েল ছহী থাকলে (তা'লীল বিহীন) মাছদারও ছহীহ হয়। যেমন– قَامَ قِيَامًا এবং قَاوَمَ قِوَامًا - قِيَامًا-এর মধ্যে واو কে يا দ্বারা পরিবর্তন করে তা'লীল করা হয়েছে। কারণ (তার ফেয়েল) قَامَ -এর মধ্যেও واو কে الف দ্বারা পরিবর্তন করে তা'লীল করা হয়েছে। এবং قَاوَمَ قِوَامًا -এর মধ্যে قِوَامًا টি ছহীহ (তা'লীল না করে واو টি বাকী রাখা হয়েছে) কেননা (তার ফেয়েল) قَاوَمَ ও ছহীহ রয়েছে (অর্থাৎ কোন تعليل হয়নি।)

নিঃসন্দেহে بصريين -এর দলীল সর্বাবস্থায় مصدر আসল হওয়াকে বুঝায়। আর كوفيين-এর দলীল تعليل-এর ক্ষেত্রে فعل আসল হওয়াকে বুঝায়। সুতরাং (كوفيين-এর) উক্ত দলীল দ্বারা সর্বক্ষেত্রে ফেয়েল আসল হওয়া বুঝায় না। যদি (كوفيين-এর) এতটুকু দলীল (ফেয়েল) আসল হওয়া প্রমাণিত করে, তাহলে يعد (গায়েবের ছিগা ইয়া দ্বারা) এবং اُكْرِمُ (মুতাকাল্লিমের ছিগা হামযা দ্বারা) আসল সাব্যস্ত হয়ে যায়, এবং বাকী উদাহরণগুলি (ছিগাগুলি) فرع সাব্যস্ত হয়ে যায়। অথচ কেউই ইহার পক্ষপাতি নন।

اِعْلَمْ اَنَّ الْمَصْدَرَ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهٖ فَاِنْ كَانَ فِعْلُهٗ لَازِمًا فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ فَقَطْ مِثْلُ اَعْجَبَنِىْ قِيَامُ زَيْدٍ وَاِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ وَيَنْصِبُ الْمَفْعُوْلَ نَحْوُ اَعْجَبَنِىْ ضَرْبُ زَيْدٌ عَمْرًا فَزَيْدٌ فِى الْمِثَالَيْنِ مَجْرُوْرٌ لَفْظًا لِاِضَافَةِ الْمَصْدَرِ اِلَيْهِ وَمَرْفُوْعٌ مَعْنًى لِاَنَّهٗ فَاعِلٌ

প্রশ্ন ঃ مصدر কি আমল করে ?

উত্তর ঃ মাছদার তার ফেয়েলের মতোই আমল করে। সুতরাং যদি তার ফেয়েলটি লাযেম হয়, তাহলে শুধু ফায়েলকে رفع দিবে। যেমন– اَعْجَبَنِىْ قِيَامُ زَيْدٌ (যায়েদের দাঁড়ানো আমাকে বিস্মিত করেছে)।

আর যদি ফেয়েলটি متعدى হয়, তাহলে فاعل কে رفع দিবে এবং مفعول কে نصب দিবে। যেমন– اَعْجَبَنِىْ ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْرًا (যায়েদের আমরকে মারা আমাকে বিস্মিত করেছে)। উভয় উদাহরণে زيد শব্দটি لفظا মাজরুর হয়েছে। কেননা তার দিকে مصدر اضافت হয়েছে। আর معنى মারফু হয়েছে। কারণ ইহা ফায়েল হয়েছে।

www.islamijindegi.com

وَهُوَ عَلٰى خَمْسَةِ اَنْوَاعٍ اَحَدُهَا اَنْ يَكُوْنَ مُضَافًا اِلَى الْفَاعِلِ وَيُذْكَرُ الْمَفْعُوْلُ مَنْصُوْبًا كَالْمِثَالِ الْمَذْكُوْرِ وَثَانِيْهَا اَنْ يَكُوْنَ مُضَافًا اِلَى الْفَاعِلِ وَلَمْ يُذْكَرِ الْمَفْعُوْلُ نَحْوُ عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ زَيْدٍ وَثَالِثُهَا اَنْ يَكُوْنَ مُضَافًا اِلَى الْمَفْعُوْلِ حَالَ كَوْنِهٖ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُوْلِ الْقَائِمِ مَقَامَ الْفَاعِلِ نَحْوُ عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ زَيْدٍ اَىْ مِنْ اَنْ يُضْرَبَ زَيْدٌ وَرَابِعُهَا اَنْ يَكُوْنَ مُضَافًا اِلَى الْمَفْعُوْلِ وَيُحْذَفُ الْفَاعِلُ مَرْفُوْعًا نَحْوُ عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ اللِّصِّ الْجَلَّادُ وَخَامِسُهَا اَنْ يَكُوْنَ مُضَافًا اِلَى الْمَفْعُوْلِ وَيُحْذَفُ الْفَاعِلُ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَايَسْأَمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ اَىْ مِنْ دُعَائِهِ الْخَيْرَ -

প্রশ্ন ঃ আমলের দিক দিয়ে মাসদার কত প্রকার ?

উত্তর ঃ আমলের দিক দিয়ে মাসদার পাঁচ প্রকার ঃ

প্রথম প্রকার ঃ মাছদারটি ফায়েলের দিকে মুযাফ হবে। এবং মাফউলটি মানসুব অবস্থায় উল্লেখ থাকবে। যেমন- উপরোক্ত উদাহরণে- (اعجبنى ضرب زيد عمروا)

দ্বিতীয় ঃ مصدر টি فاعل-এর দিকে মুযাফ হবে কিন্তু مفعول উল্লেখ থাকবেনা। যেমন- عجبت من ضرب زيد (যায়েদের প্রহার করাতে আমি বিস্মিত হয়েছি।)

তৃতীয় ঃ مصدر টি مفعول -এর দিকে মুযাফ হবে। তখন মাছদারটি মাজহুল হবে এবং مفعول টি ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত (نائب فاعل) হবে। যেমন- عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ زَيْدٍ অর্থাৎ مِنْ اَنْ يُضْرَبَ زَيْدٌ (আমি যায়েদের প্রহৃত হওয়ায় বিস্মিত হয়েছি।

চতুর্থ ঃ مصدر টি মাফউলের দিকে মুযাফ হবে। এবং ফায়েলটিকে مرفوع অবস্থায় উল্লেখ করা হবে। যেমন- عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ اللِّصِّ الْجَلَّادُ (জল্লাদ যায়েদকে প্রহার করায় আমি বিস্মিত হয়েছি।)

পঞ্চম ঃ مصدر মাফউলের দিকে মুযাফ হবে এবং ফায়েলটিকে حذف করে দেওয়া হবে। যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেন- لَايَسْأَمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرُ

www.islamijindegi.com

অর্থাৎ مِنْ دُعَائِهِ الْخَيْرِ (মানুষ কল্যাণকর বস্তুর কামনায় বিরক্তি বোধ করে না।) অর্থাৎ তার কল্যাণ প্রার্থনা হতে বিরক্তি বোধ করে না।

اِعْلَمْ اَنَّ هٰذِهِ الصُّوَرَجَارِيَةٌ فِيْ مَصْدَرِ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّيْ وَاَمَّا فِيْ مَصْدَرِ الْفِعْلِ اللَّازِمِ فَصُوْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ اَنْ يُضَافَ اِلَى الْفَاعِلِ نَحْوُ اَعْجَبَنِيْ قُعُوْدُ زَيْدٍ، وَفَاعِلُ الْمَصْدَرِ لَايَكُوْنُ مُسْتَتِرًا وَلَا يُتَقَدَّمُ مَعْمُوْلُهٗ عَلَيْهِ

জেনে রাখা দরকার যে, এ সকল প্রকার ফেয়েলে মুতাআদ্দির মাছদার-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। আর ফেয়েলে লাযেমের মাছদারের ক্ষেত্রে শুধু একটি ছুরতই প্রযোজ্য হয়, সেটি হলো مصدر টি فاعل-এর দিকে মুযাফ হবে। যেমন– اَعْجَبَنِيْ قُعُوْدُ زيد (যায়েদের বসা আমাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে।) মাছদারের ফায়েল কখনো مستتر (লুকায়িত) হয় না। এবং মাছদারের معمول টি তার উপর মুকাদ্দামও হয় না।

وَالثَّالِثُ اِسْمُ الْفَاعِلِ وَهُوَ كُلُّ اِسْمٍ اِشْتَقَّ مِنْ فِعْلٍ لِذَاتٍ مَنْ قَامَ بِهِ الْفِعْلُ وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهٖ كَالْمَصْدَرِ فَاِنْ كَانَ مُشْتَقًّا مِنَ الْفِعْلِ اللَّازِمِ فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ فَقَطْ مِثْلُ زَيْدٍ قَائِمٍ اَبُوْهُ وَاِنْ كَانَ مُشْتَقًّا مِنَ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّيْ فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ وَيَنْصِبُ الْمَفْعُوْلَ بِهٖ اَيْضًا مِثْلُ زَيْدٌ ضَارِبٌ غُلَامُهٗ عَمْرًوَاوَشَرْطُ عَمَلِهٖ اَنْ يَكُوْنَ بِمَعْنَى الْحَالِ وَالْاِسْتِقْبَالِ وَاِنَّمَا اُشْتُرِطَ بِاَحَدِهِمَا لِيَكْمُلَ مُشَابَهَتُهٗ بِالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ لِاَنَّهٗ لَمَّا كَانَ مُشَابِهًا بِالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ بِحَسْبِ اللَّفْظِ فِيْ عَدَدِ الْحُرُوْفِ وَالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ فَكَانَ حِيْنَئِذٍ مُشَابِهًا بِحَسْبِ الْمَعْنٰى اَيْضًا وَيُشْتَرَطُ اَيْضًا اِعْتِمَادُهٗ عَلَى الْمُبْتَدَاءِفَيَكُوْنُ خَبَرًا عَنْهُ مِثْلُ الْمِثَالِ الْمَذْكُوْرِاَوْ عَلَى الْمَوْصُوْلِ فَيَكُوْنُ صِلَةً لَهٗ

www.islamijindegi.com

نَحْوُ اَلضَّارِبُ عَمْرًا فِى الدَّارِ اَىْ اَلَّذِىْ هُوَ ضَارِبُ عَمْرًا فِى الدَّارِ اَوْ عَلَى الْمَوْصُوْفِ فَيَكُوْنُ صِفَةً لَهٗ مِثْلُ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ضَارِبِ ابْنُهٗ جَارِيَةً اَوْ عَلٰى ذِى الْحَالِ فَيَكُوْنُ حَالًا عَنْهُ مِثْلُ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ رَاكِبًا اَبُوْهُ اَوْعَلٰى حَرْفِ النَّفْىِ اَوِالْاِسْتِفْهَامِ بِاَنْ يَكُوْنَ قَبْلَهٗ حَرْفُ النَّفْىِ اَوِالْاِسْتِفْهَامِ مِثْلُ مَا قَائِمٌ اَبُوْهُ وَاَقَائِمٌ اَبُوْهُ ـ

প্রশ্ন ঃ اسم فاعل আমল করার জন্য কয়টি শর্ত এবং কি কি ?

উত্তর ঃ اسم الفاعل-এর আমল করার জন্য দুই টি শর্ত। প্রথম শর্ত হলো حال অথবা استقبا -এর অর্থ প্রদান করতে হবে। আর اسم فاعل টি দুই যামানার কোন এক যামানার অর্থ প্রদান এজন্য শর্ত করা হয়েছে, যাতে فعل مضارع-এর সাথে পরিপূর্ণ সাদৃশ্য অর্জিত হয়। কেননা, শব্দের দিক দিয়ে অর্থাৎ হরফের সংখ্যা ও হরকত ও সাকিন এর দিক দিয়ে فعل مضارع -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার পাশাপাশি অর্থের দিক থেকেও সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। আরেকটি শর্ত হলো কয়েকটি জিনিসের যে কোন একটির উপর اعتماد (নির্ভর) করবে।

(১) মুবতাদার ওপর اعتماد (নির্ভর) করবে। অর্থাৎ ইসমে ফায়েলের পূর্বে মুবতাদা উল্লেখ থাকবে। সুতরাং ইসমে ফায়েলটি তার খবর হবে। যেমন– পূর্বোক্ত উদাহরণ। (২) অথবা موصول-এর উপর ইতেমাদ করবে। (ইসমে ফায়েলের পূর্বে اسم موصول থাকবে) আর فاعل اسم টি তার صله হবে। যেমন– اَلَّذِىْ هُوَ ضَارِبُ عَمْرًا فِى الدَّارِ অর্থাৎ اَلضَّارِبُ عَمْرًا فِى الدَّارِ (ঐ ব্যক্তি যে ঘরে আমরকে প্রহারকারী) (৩) অথবা মাওসূফের উপর ইতেমাদ করবে। সুতরাং اسم فاعل টি তার সিফাত হবে। যেমন– مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ضَارِبٍ اِبْنُهٗ جَارِيَةً (আমি এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গিয়েছি যার ছেলে একটি মেয়েকে মারছে)। (৪) অথবা ذوالحال-এর উপর ইতেমাদ করবে (ইসমে ফায়েলের পূর্বে ذوالحال থাকবে) এবং اسم الفاعل টি তার হাল হবে। যেমন– مَرَرْتُ بِزَيْدٍ رَاكِبًا اَبُوْهُ (আমি যায়েদের পাশ দিয়ে গেলাম এমতাবস্থায় যে তার পিতা আরোহিত ছিল)। (৫) অথবা حرف نفى-এর উপর নির্ভর করবে। অর্থাৎ اسم الفاعل -এর পূর্বে একটি حرف نفى -এর উপর ইতেমাদ করবে। যেমন–

www.islamijindegi.com

مَا قَائِمٌ اَبُوْهُ (তাহার পিতা দাঁড়াচ্ছে না।) (৬) حرف استفهام এর উপর ইতেমাদ করবে। যেমন- اَقَائِمٌ اَبُوْهُ (তাহার পিতা কি দাঁড়াবে?)

প্রশ্ন ঃ اسم فاعل কাকে বলে এবং اسم فاعل কি আমল করে?

উত্তর ঃ اسم الفاعل-ইহা গঠিত হয় فعل لازم থেকে সত্বাকে বুঝানোর জন্য যার দ্বারা ফেয়েলটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এটিও মাছদারের ন্যায় তার ফেয়েলের মতোই আমল করে। যদি فعل لازم থেকে তৈরী হয়, তাহলে শুধু فاعل কে رفع দিবে। যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ اَبُوْهُ (যায়েদ যার পিতা দাঁড়ানো আছে) আর যদি فعل متعدى হতে তৈরী হয় তাহলে ফায়েলকে رفع দিবে এবং مفعول به কেও نصب দিবে। যেমন- زَيْدٌ ضَارِبٌ غُلَامُهُ عَمْرًا (যায়েদ তার গোলাম আমরকে প্রহার কারী)।

وَاِنْ فَقَدَ فِىْ اِسْمِ الْفَاعِلِ اَحَدُ الشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ فَلَايَعْمَلُ اَصْلًا بَلْ يَكُوْنُ حِيْنَئِذٍ مُضَافًا اِلَى مَا بَعْدَهُ مِثْلُ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ ضَارِبٍ عَمْرٍو اَمْسِ وَاِنْ كَانَ اِسْمُ الْفَاعِلِ مُعَرَّفًا بِالَّلامِ يَعْمَلُ فِىْ مَابَعْدَهُ فِىْ كُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ كَانَ بِمَعْنَى الْمَاضِىْ اَوِالْحَالِ اَوِ الْاِسْتِقْبَالِ سَوَاءٌ كَانَ مُعْتَمَدًا اعَلَى اَحَدِ الْاُمُوْرِ الْمَذْكُوْرَةِ اَوْ غَيْرَ مُعْتَمِدٍ مِثْلُ اَلضَّارِبُ عَمْرًا اَلْاٰنَ اَوْاَمْسِ اَوْغَدًا هُوَ زَيْدٌ اِعْلَمْ اَنَّ اِسْمَ الْفَاعِلِ الْمَوْضُوْعِ لِلْمُبَالَغَةِ كَضَرَّابٍ وَضُرُوْبٍ وَمِضْرَابٍ بِمَعْنَى كَثِيْرِ الضَّرْبِ وَعَلَّامَةٍ وَعَلِيْمٍ بِمَعْنَى كَثِيْرِ الْعِلْمِ وَحَذِرٍ بِمَعْنِى كَثِيْرِ الْحَذَرِ مِثْلُ اِسْمِ الْفَاعِلِ الَّذِىْ لَيْسَ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الْعَمَلِ وَاِنْ زَالَتْ الْمُشَابَهَةُ اللَّفْظِيَّةُ بِالْفِعْلِ لٰكِنَّهُمْ جَعَلُوْا مَافِيْهَا مِنْ زِيَادَةِ الْمَعْنٰى قَائِمًا مُقَامَ مَازَالَ مِنَ الْمُشَابَهَةِ اللَّفْظِيَّةِ

اسم الفاعل-এর মধ্যে যদি উক্ত দুটি শর্তের কোন একটি না পাওয়া যায় তাহলে اسم الفاعل মোটেও আমল করবে না। বরং তখন ইসমে ফায়েল তার পরবর্তী اسم -এর দিকে মুযাফ হবে। যেমন- مَرَرْتُ بِزَيْدٍ ضَارِبٍ عَمْرٍو اَمْسِ (আমি গতকাল আমরের প্রহারকারী যায়েদের পাশ দিয়ে গিয়েছি)।

www.islamijindegi.com

যদি اسم الفاعل টি معرف باللام (আলিফ লাম যুক্ত معرفه) হয়, তখন সর্বাবস্থায় আমল করবে। চাই উহা ماضى-এর অর্থ প্রদান করুক চাই حال অথবা مستقبل-এর, আর চাই তা পূর্বোক্ত ৬টি বিষয়ের কোন একটির উপর اعتماد করুক বা না করুক। যেমন- اَلضَّارِبُ عَمْرًوا اَلاٰنَ اَوْ اَمْسِ اَوْغَدًا هُوَ زَيْدٌ (এখন অথবা গতকাল অথবা আগামীকাল যায়েদকে প্রহার করছে অথবা করেছে অথবা করবে। সে হল যায়েদ)

জেনে রাখা দরকার যে, ঐ اسم الفاعل যাকে مبالغة-এর জন্য তৈরী করা হয়েছে, যেমন- ضَرَّابٌ - ضَرُوْبٌ - مِضْرَابٌ অর্থাৎ অধিক প্রহারকারী علامة অর্থাৎ অধিক জ্ঞানী حذر অর্থাৎ অধিক পরিত্যাগকারী তার হুকুম আমলের ক্ষেত্রে ঐ اسم الفاعل -এর মতোই, যাকে مبالغه -এর জন্য বানানো হয়নি। যদিও ফেয়েলের সাথে শাব্দিক সামঞ্জস্য দূর হয়ে গিয়েছে। তবুও তাঁরা (নাহুবিদগণ) অধিক অর্থ দানকে শাব্দিক সাদৃশ্যতা ঘাটতির স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন। (যাতে ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়।)

وَرَابِعُهَا اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ وَهُوَ كُلُّ اِسْمٍ اِشْتُقَّ لِذَاتٍ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَجْهُوْلِ فَيَرْفَعُ اِسْمًا وَاحِدًا بِاَنَّهٗ قَائِمٌ مُقَامَ فَاعِلِهٖ وَشَرْطُ عَمَلِهٖ كَوْنُهٗ بِمَعْنَى الْحَالِ اَوِالْاِسْتِقْبَالِ وَاعْتِمَادُهٗ عَلَى الْمُبْتَدَاءِ كَمَا فِىْ اِسْمِ الْفَاعِلِ مِثْلُ زَيْدٌ مَضْرُوْبٌ غُلَامُهٗ اَلاٰنَ اَوْغَدًا اَوِ الْمَوْصُوْلِ نَحْوُ اَلْمَضْرُوْبُ غُلَامُهٗ زَيْدٌ اَوِالْمَوْصُوْفِ مِثْلُ جَاءَنِىْ رَجُلٌ مَضْرُوْبٌ غُلَامُهٗ اَوْذِى الْحَالِ مِثْلُ جَاءَنِىْ زَيْدٌ مَضْرُوْبًا غُلَامُهٗ اَوْحَرْفُ النَّفْىِ اَوِالْاِسْتِفْهَامِ مِثْلُ مَا مَضْرُوْبٌ غُلَامُهٗ وَاَمَضْرُوْبٌ غُلَامُهٗ وَاِذَا اِنْتَفٰى فِيْهِ اَحَدُ الشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ يَنْتَفِىْ عَمَلُهٗ وَحِيْنَئِذٍ يَلْزَمُ اِضَافَتُهٗ اِلٰى مَابَعْدَهٗ وَاِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْاَلِفُ وَاللَّامُ يَكُوْنُ مُسْتَغْنِيًا عَنِ الشَّرْطَيْنِ فِى الْعَمَلِ مِثْلُ جَاءَ نِى الْمَضْرُوْبُ غُلَامُهٗ-

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ اسم مفعول কাকে বলে এবং কি আমল করে ?

উত্তর ঃ اسم المفعول - এমন একটি اسم কে বলে, যাকে তৈরী করা হয়েছে এমন সত্বাকে বুঝানোর জন্য, যার উপর فعل টি পতিত হয়েছে। اسم المفعول ফেয়েলে মাজহুলের ন্যায় আমল করে। সুতরাং ইহা فاعل-এর স্থলাভিষিক্ত একটি ইসমকে رفع দিবে এবং ইহার আমল করার জন্য শর্ত হলো, حال অথবা استقبال-এর অর্থে ব্যবহৃত হতে হবে। এবং

(১) মুবতাদার উপর ইতেমাদ করে যেভাবে اسم الفاعل এ করেছিল। যেমন– زَيْدٌ مَضْرُوْبٌ غُلَامُهٗ اَلْاٰنَ اَوْغَدًا (যায়েদের গোলাম এখন প্রহৃত হচ্ছে বা আগামীকাল হবে।) অথবা (২) موصول-এর উপর اعتماد করবে। যেমন– اَلْمَضْرُوْبُ غُلَامُهٗ زَيْدٌ (ঐ ব্যক্তি যার গোলাম প্রহৃত হচ্ছে, সে যায়েদ।) অথবা (৩) موصوف-এর উপর اعتماد করবে। যেমন– جَاءَنِىْ رَجُلٌ مَضْرُوْبٌ غُلَامُهٗ (আমার নিকট এমন এক ব্যক্তি এসেছে, যার গোলাম প্রহৃত হচ্ছে বা হবে।) অথবা (৪) ذوالحال -এর উপর اعتماد করবে। যেমন– جَاءَنِىْ زَيْدٌ مَضْرُوْبًا غُلَامُهٗ (আমার নিকট যায়েদ এসেছে তার গোলাম প্রহৃত হওয়ার অবস্থায়। অথবা (৫-৬) حرف نفى কিংবা حرف استفهام-এর উপর নির্ভর করবে। যেমন– مَا مَضْرُوْبٌ غُلَامُهٗ (তার গোলাম প্রহৃত হচ্ছে না।) اَمَضْرُوْبٌ غُلَامُهٗ (তার গোলামটি কি প্রহৃত হচ্ছে?)

প্রশ্ন ঃ اسم مفعول এর আমল কখন রহিত হয়ে যায় ?

উত্তর ঃ উপরোল্লিখিত শর্ত দুটির কোন একটি যদি না পাওয়া যায়, তখন اسم المفعول -এর আমল রহিত হয়ে যায়। আর তখন اسم المفعول কে তার পরবর্তী اسم -এর দিকে اضافت করা জরুরী হয়ে যায়। যখন اسم المفعول-এর শুরুতে الف و لام যুক্ত হয়, তখন আমল করার ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত শর্তগুলির কোন প্রয়োজন হবে না। যেমন– جَاءَنِى الْمَضْرُوْبُ غُلَامُهٗ (আমার নিকটএমন এক ব্যক্তি এসেছে যার গোলাম প্রহৃত)।

وَخَامِسُهَا اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ وَهِىَ مُشَابِهَةٌ بِاسْمِ الْفَاعِلِ فِى التَّصْرِيْفِ وَفِىْ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا صِفَةً مِثْلُ حَسَنٌ حَسَنَانِ حَسَنُوْنَ حَسَنَةٌ حَسَنَتَانِ حَسَنَاتٌ عَلٰى قِيَاسِ ضَارِبٌ ضَارِبَانِ ضَارِبُوْنَ ضَارِبَةٌ ضَارِبَتَانِ ضَارِبَاتٌ وَهِىَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْفِعْلِ

www.islamijindegi.com

اللَّازِمِ دَالَّةٌ عَلٰى ثُبُوْتِ مَصْدَرِهَا لِفَاعِلِهَا عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِمْرَارِ وَالدَّوَامِ بِحَسْبِ الْوَضْعِ وَتَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا مِنْ غَيْرِ اِشْتِرَاطِ زَمَانٍ لِكَوْنِهَا بِمَعْنَى الثُّبُوْتِ وَاَمَّا اِشْتِرَاطُ الْاِعْتِمَادِ فَمُعْتَبَرٌ فِيْهَا اِلَّا اَنَّ الْاِعْتِمَادَ عَلَى الْمَوْصُوْلِ لَايَتَاَتّٰى فِيْهَا لِاَنَّ اللَّامَ الدَّاخِلَةَ عَلَيْهَا لَيْسَتْ بِمَوْصُوْلٍ بِالْاِتِّفَاقِ وَقَدْ يَكُوْنُ مَعْمُوْلُهَا مَنْصُوْبًا عَلَى التَّشْبِيْهِ بِالْمَفْعُوْلِ فِي الْمَعْرِفَةِ وَعَلَى التَّمْيِيْزِ فِى النَّكِرَةِ وَمَجْرُوْرًا عَلَى الْاِضَافَةِ وَتَكُوْنُ صِيْغَةُ اِسْمِ الْفَاعِلِ قِيَاسِيَّةً وَصِيَغُهَا سَمَاعِيَّةٌ مِثْلُ حَسَنٌ وَصَعْبٌ وَشَدِيْدٌ

প্রশ্ন ঃ صفت مشبه এর রূপান্তর কেমন ?

উত্তর ঃ صفت مشبه ইহা রূপান্তরের ক্ষেত্রে اسم الفاعل-এর ন্যায়। এমনিভাবে এগুলির প্রত্যেকটিই صفت হওয়ার দিক থেকেও ইসমে ফায়েলের ন্যায়। যেমন–

حَسَنٌ – حَسَنَانِ – حَسَنُوْنَ – حَسَنَةٌ – حَسَنَتَانِ حَسَنَاتٌ ইহা (ইসমে ফায়েল ضَارِبٌ – ضَارِبَانِ – ضَارِبُوْنَ – ضَارِبَةٌ ، ضَارِبَتَانِ ، ضَارِبَاتٌ -এর মতোই।

প্রশ্ন ঃ সিফাতে মুশাব্বাহ কোন فعل থেকে নির্গত হয় এবং কোন কাল প্রকাশ করে ?

উত্তর ঃ صفت مشبه ফেয়েলে লাযেম হতে নির্গত হয়। ইহা সৃষ্টিগতভাবেই তার ফায়েলের জন্য মাছদার (এর অর্থ) কে চলমান ও স্থায়ীভাবে ثابت হওয়া বুঝায়।

صفت مشبه কোন কালের (অর্থ দানের) শর্ত ছাড়াই স্বীয় فعل ফেলে লাযেমের ন্যায় আমল করবে। কেননা ইহা ثبوت (স্থায়ী) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু اسم موصول-এর উপর اعتماد করে ব্যবহার হয় না। কেননা صفت

www.islamijindegi.com

مشبه-এর শুরুতে যুক্ত لام সকল নাহবীদের ঐক্যমতে اسم موصول (এর অর্থে ব্যবহার) হয় না।

কখনও কখনও صفت مشبه-এর معمول টি معرفه হলে مفعول-এর সাথে সামঞ্জস্য হওয়ার কারণে এবং نكره হলে تمييز হওয়ার কারণে منصوب হয়। এবং (কখনও কখনও) اضافت -এর কারণে مجرور হয়।

صفة مشبه এর ছিগা اسم الفاعل এর ছিগাগুলি قياسى (নিয়মতান্ত্রিক) এবং شديد (শক্ত) صعب (সুন্দর) حسن -سماعى (শ্রবণ নির্ভর) যেমন- (কঠিন)।

وَسَادِسُهَا الْمُضَافُ كُلُّ اسْمٍ اُضِيْفَ اِلٰى اِسْمٍ اٰخَرَ فَيَجُرُّ الْاَوَّلُ الثَّانِىَ مُجَرَّدًا عَنِ اللَّامِ وَالتَّنْوِيْنِ وَمَا يَقُوْمُ مَقَامَهٗ مِنْ نُوْنَىِ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ لِاَجْلِ الْاِضَافَةِ اِمَّا بِمَعْنَى اللَّامِ الْمُقَدَّرَةِ اِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُضَافُ اِلَيْهِ مِنْ جِنْسِ الْمُضَافِ وَلَايَكُوْنُ ظَرْفًا لَهٗ مِثْلُ غُلَامُ زَيْدٍ وَاِمَّا بِمَعْنٰى مِنْ اِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهٖ مِثْلُ خَاتَمُ فِضَّةٍ وَاِمَّا بِمَعْنٰى فِىْ اِنْ كَانَ ظَرْفًا لَهٗ نَحْوُ ضَرْبُ الْيَوْمِ وَسَابِعُهَا الْاِسْمُ التَّامُّ وَهُوَكُلُّ اِسْمٍ تَمَّ فَاسْتَغْنٰى عَنِ الْاِضَافَةِ بِاَنْ يَكُوْنَ فِى اٰخِرِهٖ تَنْوِيْنٌ اَوْمَا يَقُوْمُ مَقَامَهٗ مِنْ نُوْنَىِ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ اَوْيَكُوْنَ فِىْ اٰخِرِهٖ مُضَافٌ اِلَيْهِ وَهُوَ يَنْصِبُ النَّكِرَةَ عَلٰى اَنَّهَا تَمِيْيْزٌ لَهٗ فَيَرْفَعُ مِنْهُ الْاِبْهَامَ مِثْلُ عِنْدِىْ رَطْلٌ زَيْتًا وَمَنَوَانِ سَمَنًا وَعِشْرُوْنَ دِرْهَمًا وَلِىْ مِلْئُهٗ عَسَلًا -

www.islamijindegi.com

প্রশ্ন ঃ مضاف কাকে বলে এবং مضاف কি আমল করে ?

উত্তর ঃ مضاف মুযাফ এমন একটি ইসমকে বলে, যাকে অন্য একটি ইসম এর দিকে اضافت করা হয়। সুতরাং প্রথম ইসমটি দ্বিতীয় ইসমকে تنوين – الف لام এবং تنوين-এর স্থলাভিষিক্ত অর্থাৎ نون تثنيه ও نون جمع থেকে খালি করে جر দিবে। কেননা ইযাফতের কারণে এগুলি পড়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ اضافت কয় ধরনের ও কি কি ?

উত্তর ঃ اضافت তিন ধরনের।

(ক) হয়ত لام مقدره-এর অর্থ দিবে যদি مضاف اليه টি مضاف -এর جنس (স্বজাতীয়) না হয়। অথবা তার ظرف না হয়। যেমন– غلام زيد (যায়েদের গোলাম)।

(খ) من-এর অর্থ দিবে যদি مضاف اليه টি مضاف-এর স্বজাতীয় হয়। যেমন– خَاتَمٌ فِضَّةٍ অর্থাৎ خَاتَمٌ مِنْ فِضَّةٍ (চাঁদির আংটি)।

(গ) فى-এর অর্থ দিবে যদি মুযাফ ইলাইহিটি মুযাফের ظرف হয় যেমন– ضَرْبُ الْيَوْمِ (দিনের প্রহার)।

প্রশ্ন ঃ اسم تام কাকে বলে এবং اسم تام কি আমল করে ?

উত্তর ঃ الاسم التام ঃ ইসমে তাম এমন একটি ইসমকে বলে যা পূর্ণাঙ্গ। সুতরাং ইহার মুযাফ ইলাইহির প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ ইহার শেষে تنوين অথবা تنوين -এর مقام قائم যেমন نون تثنيه ও نون جمع হতে পারে। অথবা তার শেষে মুযাফ ইলাইহি থাকবে।

اسم تام তার (পরবর্তী) اسم نكره কে تمييز হিসেবে نصب দেয়। এবং তার সন্দেহ নিরসন করে। যেমন– عِنْدِىْ رَطْلٌ زَيْتًا (আমার এক রতল তৈল আছে) وَعِشْرُوْنَ دِرْهَمًا (এবং দুই মন ঘি আছে) وَمَنَوَانِ سَمَنًا (এবং বিশ দেরহাম আছে) لِىْ مِلْئُهُ عَسَلًا (আমার পাত্র ভর্তি মধু আছে)।

وَاَمَّا الْمَعْنَوِيَّةُ فَمِنْهَا عَدَدَ اِنِ وَالْمُرَادُ مِنَ الْعَامِلِ الْمَعْنَوِيِّ مَايُعْرَفُ بِالْقَلْبِ وَلَيْسَ لِلسَانِ حَظٌّ فِيْهِ اَحَدُ هُمَا الْعَامِلُ فِى الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ وَهُوَ الْاِبْتِدَاءُ اَىْ خُلُوُّ الْاِسْمِ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ نَحْوُ زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ وَثَانِيْهِمَا الْعَامِلُ فِىْ

www.islamijindegi.com

الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ وَهُوَ صِحَّةُ وُقُوْعِ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ مَوْقَعَ الْاِسْمِ مِثْلُ زَيْدٌ يَعْلَمُ فَيَعْلَمُ مَرْفُوْعٌ لِصِحَّةِ وُقُوْعِ مَوْقَعَ الْاِسْمِ اِذْ يَصِحُّ اَنْ يُقَالَ فِيْ مَوْقِعِ يَعْلَمُ عَالِمٌ فَعَامِلُهُ مَعْنَوِيٌّ وَعِنْدَ الْكُوْفِيِّيْنَ اَنَّ عَامِلَ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ تَجَرُّدُهُ عَنِ الْعَامِلِ النَّاصِبِ وَالْجَازِمِ وَهُوَ مُخْتَارُ ابْنُ مَالِكٍ رح -

প্রশ্ন ঃ عوامل معنوى কয়টি ও কি কি ?

উত্তর ঃ আমেলে মা'নুবী দুইটি। কবি বলেন-

عامل فعل مضارع معنوى باشد بدان *

همچنين معنى بود عامل يقيس در مبتدا

এখানে عامل معنوى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে عامل কে অন্তর দ্বারা চেনা যায় এবং এতে জিহ্বার কোন দখল থাকে না। (জিহ্বার মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটে না।)

(১) মুবতাদা ও খবরের আমেল, তা হলো ابتداء অর্থাৎ عوامل টি اسم لفظى থেকে খালি হওয়া। যেমনঃ زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ (যায়েদ চলছে)।

(২) فعل مضارع-এর আমেল অর্থাৎ فعل مضارع টি اسم-এর স্থানে অবস্থান করা (বা ব্যবহার হওয়া) ছহীহ হওয়া যেমন- زَيْدٌ يَعْلَمُ (যায়েদ জানে) এখানে يَعْلَمُ ফেয়েলটি اسم-এর স্থানে অবস্থান করা ছহীহ হওয়ার কারণে مرفوع হয়েছে। কেননা يَعْلَمُ-এর স্থলে عَالِمٌ বলাও ছহীহ আছে। সুতরাং তার আমেলটি معنوى - কিন্তু অধিকাংশ কুফী নাহুবিদের মতে فعل مضارع-এর আমেল হলো নছব দানকারী এবং জযমদানকারী আমেল থেকে খালি হওয়া। আর এটিই হলো ابن مالك (রহ.)-এর পছন্দনীয় অভিমত।

সমাপ্ত

www.islamijindegi.com

w.islamijindeg